Bangladesh

শিল্প মন্ত্রণালয়

মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন

বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন ও শিল্পায়নে উত্তরণ

শিল্প মন্ত্রণালয়

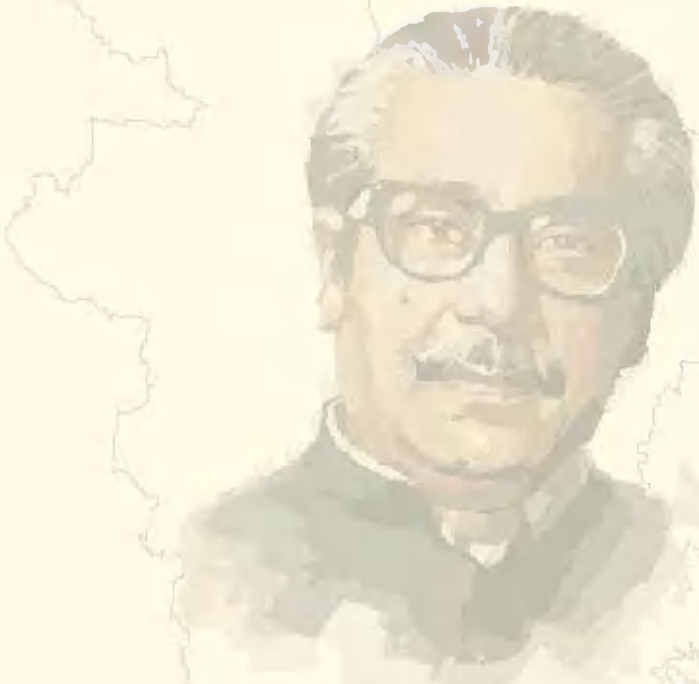

বঙ্গবন্ধুর শিল্পদর্শন ও শিল্পায়নে উত্তরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি শিল্প সমৃদ্ধ দেশ গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ও পরিকল্পনা এবং পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কার্যক্রম নিয়ে "বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন ও শিল্পায়নে উত্তরণ" শীর্ষক বুকলেট প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মহতী উদ্যোগের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন। তিনি দেশের মাটি ও মানুষের সাথে সংগতিপূর্ণ শিল্পায়নের ধারা চালুর মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশব্যাপী শিল্পায়ন কার্যক্রম যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই একাত্তরের পরাজিত শক্তি তাঁকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এর ফলে দেশের উন্নয়নের চাকা থমকে দাঁড়ায় এবং বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক উত্থান প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বাঁধাগ্রস্ত হয়। কিছুটা বিলম্ব হলেও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শের সুযোগ্য উত্তরাধিকার, উন্নয়নের ধ্রুবতারা, জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে দ্বিধাবিভক্ত বাঙালি জাতি আবারও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে শিল্পায়ন ও উন্নয়নের চাকাকে গতিশীল করেছে। এরপর থেকে বাঙালি জাতিকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি; ধারাবাহিকভাবে রচিত হয়েছে অর্থনৈতিক অগ্রগতি আর সাফল্যের গৌরবোজ্জ্বল গাঁথা।

বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশ এখন এক উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তির নাম। অফুরন্ত সম্ভাবনার এক নতুন সূর্য। উন্নয়নের রোল মডেল। বিগত এক যুগে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়, শিল্পপণ্য রপ্তানি, রেমিট্যান্স প্রবাহ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন পরিসেবাসহ সকলখাতে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় শিল্পখাত অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশের ধারাবাহিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির পেছনে রয়েছে শিল্পখাতের উল্লেখযোগ্য অবদান। বেসরকারি খাতের শিল্প উদ্যোক্তারাই আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির নেপথ্য নায়ক। তাদের মেধা, সৃজনশীল চিন্তা, নিরন্তর পরিশ্রম, সময়োপযোগী ও সাহসী সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের শিল্পখাত সাফল্যের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় সবসময় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে এবং বেসরকারিখাত বিকাশে সম্ভব সব ধরণের নীতি সহায়তা অব্যাহত রেখেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে চলেছে। সরকারের উন্নয়ন অভিযাত্রার সাহসী সারথি হিসেবে গত এক যুগে শিল্প উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষায় বেশ কিছু আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি পুরাতন আইন ও বিধি সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সমন্বিত জাতীয় শিল্পনীতি প্রণয়ন, খাতভিত্তিক প্রণীত নীতিমালা ও কৌশল অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এলাকাভিত্তিক শিল্প সম্ভাবনা বিবেচনা করে শিল্পনগরি স্থাপন, নিজস্ব কাঁচামালনির্ভর শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শিল্প সক্ষমতা বাড়াতে চাহিদানির্ভর প্রকল্প বাস্তবায়ন, শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ, শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ, মান অবকাঠামোর আধুনিকায়ন, মেধাসম্পদ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মালিকানা সুরক্ষা, প্রণোদনা ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সবুজ শিল্পায়নে উদ্যোক্তাদের উজ্জীবিত করতে শিল্প মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলে দেশের শিল্পখাত সমৃদ্ধ হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনসহ মানুষের জীবন মানোন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতিতে শিল্পখাতের অবদান দৃশ্যমান হয়েছে।

আমি শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত "বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন ও শিল্পায়নে উত্তরণ" শীর্ষক বুকলেটের বহুল প্রচার কামনা করছি।

১৬ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০১ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

(নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এম.পি)

প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন ও শিল্পায়নে উত্তরণ শীর্ষক একটি বুকলেট প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এদেশের শিল্পবিপ্লবের স্বপ্নদ্রষ্টা। কৃষিভিত্তিক কাঁচামাল হতে শিল্পপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে এদেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার সে সকল সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ ও পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত এক যুগে শিল্পখাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এরই ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'রূপকল্প ২০২১' অর্জনের লক্ষ্যে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৪০ শতাংশ এবং শিল্পখাতে শ্রমশক্তি নিযুক্তির হার ২৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' অর্জনে উৎপাদনমুখী শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও গতিশীল নেতৃত্বে গত ১২ বছর শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সরকার উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশের সম্ভাবনাময় শিল্পসমূহের বিকাশ ঘটাতে এবং টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের সকল পর্যায়ের শিল্পখাতসমূহকে নীতি সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষ করে, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা ও ঋণ নিশ্চিত করা এবং দেশে-বিদেশে এসকল পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে শিল্প মন্ত্রণালয় আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ কিংবা বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে উৎপাদিত পণ্যসমূহের গুণগত মান বজায় রাখা, কর্মের উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে উদ্যোক্তাদের পাশে শিল্প মন্ত্রণালয় সবসময় রয়েছে। শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য করোনার এই ক্রান্তিলগ্নে অর্থনীতির অন্যান্য খাতের ন্যায় সকল ধরনের শিল্পখাতের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করছে।

বিগত এক যুগে আওয়ামী লীগের শাসনামলে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। ইতোমধ্যে সিলেটে শাহজালাল ফার্টিলাইজার কারখানা নির্মাণ, সাভারে পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্প নগরী স্থাপন, ঢাকা স্টিল ওয়ার্কস লিমিটেড পুনরায় চালু, শিল্পখাতকে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার প্রদান, রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ও সিআইপি (শিল্প) কার্ড প্রদান, ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপন এবং সার সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৪৭টি বাফার গোডাউন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণসহ আরও অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে ও বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কম উৎপাদনশীল শিল্প-কারখানাসমূহের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। চিনিকলসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য চিনি রিফাইনিং, উন্নত জাতের আখ চাষ ও রপ্তানিযোগ্য বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন উচ্চ উৎপাদনশীল নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হচ্ছে। সারা দেশে ভেজালমুক্ত পণ্য সরবরাহ ও রপ্তানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে বিএসটিআইয়ের কার্যালয় সম্প্রসারণ ও ল্যাবরেটরিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ৮১টি সরকারি-বেসরকারি ল্যাবরেটরি, সার্টিফিকেশন ও ইন্সপেকশন বডিকে অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করা হয়েছে।

আমি আশা করি, দেশে টেকসই শিল্পায়ন জোরদার ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব আন্তরিকতা ও সততার সাথে পালনে সচেষ্ট হবেন। আমি শিল্প মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্যসমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন ও শিল্পায়নে উত্তরণ শীর্ষক বুকলেটটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি)

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক অভিন্ন সত্ত্বা। তাঁর স্বপ্ন ও অভিপ্রায় এ দেশের ভিত্তি। একটি আত্মমর্যাদাশীল, স্বনির্ভর "সোনার বাংলা" গঠনে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শ, কর্মপরিকল্পনা, গোটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে এক সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনে ভূমিকা রেখেছে। স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে তাঁকে স্বরণ করে এ দেশের শিল্পায়ন অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধারাবাহিক সাফল্যের একটি ক্রমপুঞ্জি রচনার উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

শিল্প মন্ত্রণালয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিধন্য এক গর্বিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৬-১৯৫৭ সালে প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এবং উত্তরণকে তুলে ধরার জন্য এ সংকলনে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর কিছু স্মৃতি এবং স্বাধীন দেশে তাঁর গৌরবময় দিক নির্দেশনার দুটি অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকারের শিল্পায়নের ধারাবাহিক উত্তরণ দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানায় সার, চিনি, কাগজ, মোটরযান সংযোজন, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্যের মান সুরক্ষা, মেধা সম্পদ সুরক্ষা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে। উক্ত সময়ে ডিএপি সার কারখানা সহ পাজেরো জীপ (ভি-৩১) মডেলের গাড়ীটি পিআইএল কর্তৃক সংযোজিত হয় এবং সুনামে সাথে এই মডেলের গাড়ীটি বাংলাদেশে বাজারজাত করা হয়।

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৯ হতে ২০২১ পর্যন্ত সময়ে মোট ১০টি আইন, ১৭টি নীতি/নির্দেশনাবলী ও ৩টি বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে স্বীকৃতি ও প্রণোদনা প্রদানের জন্য সম্মাননা এওয়ার্ড প্রদান করা হচ্ছে। শিল্প উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে স্মরণ করার লক্ষ্যে শিল্প খাতের সফল উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানের নিমিত্ত প্রথমবারের মত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার, ২০২০ প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী, ঔষধ শিল্পের উন্নয়নে এপিআই শিল্প পার্ক, শাহাজালাল সার কারখানা, সার সংরক্ষণ ও সুবিধার জন্য বাফার গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ১০টি ঐতিহ্যবাহী পণ্যকে ভৌগোলিক নির্দেশক পন্য হিসেবে নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রদত্ত ৩১ দফা নির্দেশনা অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয় নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে শিল্প খাতে কোভিড-১৯ অতিমারি জনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ গত এক যুগে অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং বর্তমানে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৫.০০% উন্নীত হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ এ অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

"বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন ও শিল্পায়নে উত্তরণ" সংকলনটির পান্ডুলিপি তৈরি ও ছবি সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্রিকা, জার্নাল এবং সরকারি অফিসে সংগৃহীত ছবি ও তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এ সংকলনে ভুলত্রুটি থাকলে তা পরবর্তী কালে তা সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হবে। এ কর্মযজ্ঞে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা এবং পান্ডুলিপি তৈরির সংগে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জাকিয়া সুলতানা

বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন ও শিল্পায়নে উত্তরণ

প্রকাশকাল
৭ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২২ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সার্বিক পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান
জাকিয়া সুলতানা
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ
খন্দকার হামিদুল হক বাপ্পী

সম্পাদনা পরিষদ

জনেন্দ্র নাথ সরকার, অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	**আহবায়ক**
মোঃ মোখলেছুর রহমান আকন্দ, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোঃ মিজানুর রহমান, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোঃ সলিমউল্যাহ, সিনিয়র সহকারী সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
জামিল আক্তার, নকশাবিদ, বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
কাজী ফারুক আহমদ, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	**সদস্য সচিব**

প্রকাশক
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯১, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

মুদ্রণ
বর্ষা প্রাইভেট লিমিটেড
৮/৩, বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
ই-মেইল: bersha124@gmail.com
ফোন: ০১৩০৮৬২৬৫৪৮

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন ও শিল্প ভাবনা	০১
	১.১ আমার দেখা নয়াচীন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শান্তি অন্বেষা ও উন্নয়ন ভাবনা	০৩
	১.২ বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন ও বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিযাত্রা	০৭
	১.৩ বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও কৃতিত্ব	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	স্বাধীনতা পূর্ব প্রাদেশিক সরকারে বঙ্গবন্ধু ও শিল্পায়নের প্রয়াস (১৯৫৬-১৯৫৭)	২১
	২.১ স্বাধীনতা পূর্ব প্রাদেশিক সরকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২৩
	২.২ প্রাদেশিক সরকারের শিল্প মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা	২৪
	২.৩ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি	২৪
	২.৪ প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	২৫
তৃতীয় অধ্যায়	স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকারের শিল্পায়ন অভিযাত্রা (১৯৭২-১৯৭৫)	৩১
	৩.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন এবং ১৯৭২-৭৫ সালে বাংলাদেশে শিল্পায়ন	৩৩
	৩.২ বাংলাদেশ, নব অরুণোদয়ের দেশে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে উন্নয়নের ব্যাপক উদ্যোগ	৩৩
	৩.৩ শিল্পের প্রসার	৩৩
	৩.৪ শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন গঠন	৪০
	৩.৫ মান নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পণ্য মান নিশ্চিতকরণ	৪০
	৩.৬ বেসরকারিকরণের পটভূমি ও কার্যধারা	৪০
	৩.৭ শিল্প সম্প্রসারণে বেসরকারিকরণে পৃষ্ঠ পোষকতা	৪১
চতুর্থ অধ্যায়	নবদিগন্তের পথযাত্রা (১৯৯৬-২০০১)	৪৩
	৪.১ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	৪৫
	৪.২ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	৪৬
	৪.৩ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	৪৬
	৪.৪ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন	৪৯
	৪.৫ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন	৫০
	৪.৬ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট	৫১
	৪.৭ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন	৫৪
	৪.৮ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র	৫৪
পঞ্চম অধ্যায়	উন্নয়নের অগ্রযাত্রা	৫৭
	৫.১ ভূমিকা	৫৯
	৫.২ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৬০
	৫.৩ উন্নয়ন কার্যক্রম, নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং বিবিধ	৬১
	৫.৩.১ আইন, নীতি ও বিধিমালা প্রণয়ন	৬১
	৫.৩.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন ও প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ	৬২
	৫.৩.৩ শিল্প পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান	৬৪
	৫.৩.৪ নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর আলোকে কর্মপরিকল্পনা	৬৭
	৫.৩.৫ জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি	৬৮
	৫.৩.৬ মানব সম্পদ উন্নয়ন	৬৯
	৫.৩.৭ দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক	৭০
	৫.৩.৮ মেলা আয়োজন	৭৮
	৫.৪ শিল্প উন্নয়ন	৮০
	৫.৪.১ সার ও অন্যান্য রাসায়নিক শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	৮০

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	৫.৪.২ শিল্পায়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	৮৭
	৫.৪.৩ খাদ্যে পুষ্টিমান উন্নয়ন	১০১
	৫.৪.৪ ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প উন্নয়ন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	১০৩
	৫.৪.৫ জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প	১১১
	৫.৪.৬ চিনি শিল্প	১১৩
	৫.৪.৭ মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ও পণ্যের মান নিশ্চিতকরণে বিএসটিআই	১১৬
	৫.৪.৮ দক্ষ জনশক্তি ও আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরিতে বিটাক	১২১
	৫.৪.৯ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নে বিআইএম	১২৪
	৫.৪.১০ হালকা প্রকৌশল শিল্প	১২৬
	৫.৪.১১ উদ্ভাবন ও মেধা সম্পদ খাত উন্নয়ন পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	১২৭
	৫.৪.১২ শিল্পের বিকাশে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদান	১৩১
	৫.৪.১৩ সকল সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন	১৩৩
	৫.৪.১৪ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন	১৩৮
	৫.৪.১৫ শিল্প খাতে নারীর ক্ষমতায়ন	১৪২
	৫.৪.১৬ বয়লার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ শিল্প	১৪৪
	৫.৫ জিডিপি'তে শিল্প খাতের অবদান	১৪৬
	৫.৬ সুশাসন প্রতিষ্ঠা	১৪৭
	৫.৭ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	১৫০
	৫.৮ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	১৫১
	৫.৯ মুজিব বর্ষ উদযাপন	১৫২
	৫.১০ করোনা ভাইরাস জনিত সংকট মোকাবেলায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্ম উদ্যোগ	১৫৫
	৫.১১ উপসংহার	১৫৮

বন্দবন্ধুর শিল্প দর্শন ও শিল্প ভাবনা

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন ও শিল্প ভাবনা

আমার দেখা নয়াচীন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শান্তির অন্বেষা ও উন্নয়ন ভাবনা

কামাল চৌধুরী*

বঙ্গবন্ধু 'আমার দেখা নয়াচীন' লিখেছেন জেলে বসে। এটি ১৯৫২ সালের ভ্রমণ কথা- ১৯৫৪ সালে লেখা। এ গ্রন্থটিও বঙ্গবন্ধুর অন্য দুটি গ্রন্থ অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা'র মতো তাৎপর্যপূর্ণ। এই তিনটিই স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ। এই তিনটি গ্রন্থই কারাগারে রচিত স্বতঃস্ফূর্ত ও অকপট রচনা। গ্রন্থগুলো তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে। তিনটি গ্রন্থই ধারণ করে আছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দর্শনকে। ইতিহাসের তথ্যসূত্র হিসাবে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। তবে পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থের সঙ্গে এ গ্রন্থটির গুণগত পার্থক্য আছে। ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে থাকলেও সেসব এসেছে আত্মজীবনীর অন্য অনুষঙ্গকে ঘিরে। কিন্তু 'আমার দেখা নয়াচীন' মূলত ভ্রমণ কাহিনী। আমরা জানি ১৯৫২ সালের ২-১২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু চীনের পিকিংয়ে (বর্তমান বেইজিং) এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। ভ্রমণকালে তিনি বহু স্থানে ঘুরেছেন, দেখেছেন বহু কিছু। নোট নিয়েছেন ডায়েরিতে। এ গ্রন্থটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ সমৃদ্ধ রচনা,সেই সঙ্গে তাঁর বিশ্বশান্তি ও উন্নয়ন ভাবনার দলিল।

এ গ্রন্থের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। চীনে ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হয়, তার পূর্বে ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল;চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। আওয়ামী লীগ কোনো সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিস্ট মতবাদের অনুসারী দল বা ক্লাস পার্টি ছিল না। এটি ছিল সকল শ্রেণীর গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন কম্যুনিস্টদের শান্তি সম্মেলনে এ দলের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। রচনার শুরুতেই শেখ মুজিব এ প্রশ্নের চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন , যা থেকে তাঁর বিশ্ব শান্তি নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা পাওয়া যায়এ তিনি লিখেছেন, অনেকে বলতে পারেন কম্যুনিস্টদের শান্তি সম্মেলনে আপনারা যোগদান করবেন কেন? আপনারা তো কম্যুনিস্ট না। কথাটা সত্য যে আমরা কম্যুনিস্ট না। তথাপি দুনিয়ায় আজ যারাই শান্তি চায় তাদের শান্তি সম্মেলনে আমরা যোগদান করতে রাজি। রাশিয়া হউক, আমেরিকা হউক, ব্রিটেন হউক, চীন হউক যে-ই শান্তির জন্য সংগ্রাম করবে তাদের সাথে আমরা সহস্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে রাজি আছি, 'আমরা শান্তি চাই'(পৃষ্ঠা-১৯)।

তরুণ বয়সের শান্তি অন্বেষার এই অসাধারণ উপলব্ধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও আন্দোলনে সমুন্নত রেখেছেন। তিনি এ-ও লিখেছেন, 'মানুষের মঙ্গলের জন্য, পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই' ।এই বিশ্বাস ও বোধকে তিনি পরবর্তীকালে বৈশ্বিক পটভূমিতে বিস্তারিত করেছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ভাষণে পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়'। পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে এর প্রতিফলন ঘটে। জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের শীর্ষ সম্মেলনে, ১৯৭৪ সালের জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণে এর প্রতিধ্বনি আমরা শুনি। ১৯৭২ সালের ১০ ই অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এর পর ১৯৭৩ সালের ২৩ সে মে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে এই পুরস্কারের ভূষিত করে। এই পুরস্কার ছিল বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় অঙ্গীকারের বিশ্ব -স্বীকৃতি। এ উপলক্ষ্য ১০ই নভেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা

প্রদান করে সে সভায় প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বিশ্বশান্তি প্রসঙ্গে বলছিলেন' শান্তি আনতে হলে সংগ্রাম প্রয়োজন হয়।' তিনি দ:খী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধ, দাঙ্গা, হানাহানি মুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠাকে শান্তির সমার্থক বিবেচনা করেছেন । বিপ্লব, বিশ্বযুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধ, জাতিগত ও ধর্মীয় সংঘাত নানা যুগ অতিক্রম করে এসে একবিংশ শতাব্দীতেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনের সঙ্গে শান্তি ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুও দু'বেলা পেট পুরে খেতে চাওয়াকে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসাবে ভেবেছেন। তাঁর এই অঙ্গীকার বা বিশ্বাস বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে এখনো প্রাসঙ্গিক।

শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেছেন বাংলায়। আর ভারত থেকে বাংলায় বক্তৃতা করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসু। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গবন্ধু নিজ ভাষার প্রতি নিবেদন ও ভালবাসার নিদর্শন দেখিয়েছেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ সবকিছুই তাঁর এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচায় আমরা তাঁর এই চিন্তার প্রতিফলন দেখি। গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টেও ভাষা আন্দোলনে তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয়টি বারবার এসেছে। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার প্রতি তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকদের বৈরী মনোভাবের মুখেও বিদেশে গিয়ে তিনি বাংলায় বক্তৃতা করে স্বভাষার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। এটি অভাবনীয় একটি ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

বাংলা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় বক্তৃতা করাই উচিত। কারণ বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথা দুনিয়ার সকল দেশের লোকই কিছু জানে। মানিক ভাই, আতাউর রহমান খান ও ইলিয়াস বক্তৃতাটা ঠিক দিয়েছিল। দুনিয়ার সকল দেশের লোকই যার যার মাতৃভাষায় বক্তৃতা--। শুধু আমরাই ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করে নিজেদের গর্বিত মনে করি (পৃষ্ঠা- ৪৩)

আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্র থেকেই বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া নিয়ে অনেকেই বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন:

আমি বললাম, পাকিস্তানের শতকরা ৫৫ জন লোক এই ভাষায় কথা বলে। এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভাষার অন্যতম ভাষা বাংলা। আমি দেখেছি ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন খুব ভালো ইংরেজি জানেন, কিন্তু তিনি বক্তৃতা করলেন চীনা ভাষায়। একটি ইংরেজি অক্ষরও তিনি ব্যবহার করেন নাই(পৃষ্ঠা-৪৪)।

যথার্থই তিনি বলেছেন, বাংলা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভাষার অন্যতম। এটি আজ আরো সত্য হিসাবে প্রতিভাত। বাঙালি জনগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাষাই আমাদের জাতিসত্তার, আমাদের সংস্কৃতির ঐক্যসূত্র। বাঙালিরা হলো পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নৃ-ভাষাগোষ্ঠী। তিনি মাতৃভাষার প্রতি দরদকে জাতীয়তাবোধের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।তিনি দেখেছেন, চীনে যারা ইংরেজি জানে তারাও সম্মেলনে আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলছেন স্বভাষায় দোভাষীর সাহায্যে। ভাষা নিয়ে বাঙালির হীনমন্যতার দিকেও ইঙ্গিত দিতে তিনি ভোলেননি। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে ভাইস-চ্যান্সেলর ভালো ইংরেজি জানেন তবু চীনা ভাষায় কথা বললেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, আমরা বাঙালি হয়ে ইংরেজি আর উর্দু বলার জন্য পাগল হয়ে যাই" (পৃষ্ঠা- ৬৮)।

চীনে তিনি ২৫ দিন ছিলেন। কনফারেন্স শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি আরো কিছুদিন ছিলেন। তখন কম্যুনিস্ট বিপ্লবোত্তর লালচীনের জীবন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন। এটি ছিল তরুণ নেতা শেখ মুজিবের সমাজ ও রাজনীতি অধ্যয়নের অংশ। এটি প্রথাগত কোনো শিক্ষা নয়। নিজের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও মনন দিয়ে সমাজকে জানা। তিনি দর্শনীয় স্থানসহ বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন ধরণের দোকানপাঠ লাইব্রেরি , কৃষিফার্ম, সাংহাই শহর, কাপড়ের কল, শ্রমিকদের বাজার, তাদের বাড়ি, খেলার মাঠ, কো-অপারেটিভ ফার্মিং, ধর্মীয় স্থান , ভূমি ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য নিবাস, ইত্যাদি বহু কিছু দেখেছেন। সেই সঙ্গে ভূমি সংস্কার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, দূর্নীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, বেশ্যা

বৃত্তি ও ভিক্ষুক সমস্যার সমাধানে গৃহীত উদ্যোগ, মিল-কারখানার শ্রমিকদের জীবন যাত্রা , সরকারি কর্মচারীদের অবস্থা , উন্নয়ন কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন।

তাঁর এ বইটি পড়লে বোঝা যায়, চীন ভ্রমণকে তিনি শুধু সম্মেলনে অংশগ্রহণ কিংবা ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। বিপ্লবোত্তর চীনের সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থা অনুধাবনের পাশাপাশি স্বদেশ উন্নয়নের গভীর ভাবনাও কাজ করেছে তাঁর মধ্যে। আমরা দেখি কৃষি ফার্ম দেখতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আমার পুরোনো আমলের ভাঙা বাড়ি দেখার ইচ্ছে ছিল না। আমি দেখতে চাই কৃষির উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি, সাধারণ মানুষের উন্নতি'। তিনি শ্রমিকদের অবস্থা জানার জন্য শ্রমিকদের বাড়িতে গেছেন। এ নিয়ে উপহার বিনিময় এর একটি চমৎকার ঘটনাও উল্লেখ করেছেন সেখানে উপহার প্রদানের বিনিময়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তিকে তিনি যতগুলি উপহার পেয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান গণ্য করেছেন। কারণ অর্থমূল্য দিয়ে উপহারের বিচার হয় না (পৃ-৭৭)। চুল কাটতে কাটতে সেলুনঅলার কাছে জানতে চেয়েছেন তাদের অবস্থা।

ভিক্ষুক সমস্যার মতো একটা বড় সামাজিক সমস্যার সমাধান চীন সরকার কীভাবে করেছে সেটি তিনি বোঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখেছেন শহরে ভিক্ষাবৃত্তি নেই। গ্রামে ২/১ জন ভিক্ষুক আছে। শহরে তাদের জন্য 'হোম' করা হয়েছে, যাকে 'ওয়ার্ক হাউজ' বলা হয়। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তখন প্রত্যেক মহকুমায় ভিক্ষুকদের জন্য 'ওয়ার্ক হাউজ' করা হয়েছিল। এতে দেখা গেছে ভিক্ষুকদের থাকা, যাওয়া ও কাজের ব্যবস্থা বাবদ ২/১ বৎসর লোকসান হলেও পরে সরকারের আয় হয়। চীনেও ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ পরবর্তী অভিজ্ঞতালব্ধ বঙ্গবন্ধুর এ ধারণা ও পর্যবেক্ষণ আজও প্রযোজ্য।

বেশ্যাবৃত্তি, আফিমের নেশা, ডাকাতি ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাসহ ঘুষ-দুর্নীতি ইত্যাদিও তার অবলোকনের বাইরে যায় নি। বিপ্লবত্তোর জীবনে চীনে ভূমি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। চাষীদের মধ্যে জমি বন্টন করা হয়। তার পূর্বে জমিদার বা ভূস্বামীরা জমির মালিক ছিল। এর মাধ্যমে চাষীদের অধিকার স্বীকৃত হয়। তবে সর্বত্র যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে এটা ঠিক নয় (পৃষ্ঠা-৬৯)। বেকার সমস্যা দূরীকরণ সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো, কুটিরশিল্পের মাধ্যমে হাজার হাজার বেকারকে কাজ দেওয়া হয়েছে। এখানে তাঁতিদের অল্প দামে সুতা দেওয়া হয়। কুটিরশিল্পের অনেক কাজে সরকার সহায়তা করছে। (পৃষ্ঠা-৯৪)। বঙ্গবন্ধুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো নয়াচীনে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার কায়েম হয়েছে। তিনি লিখেছেন:

নয়াচীনের মেয়েরা আজকাল জমিতে, ফ্যাক্টরিতে, কলে-কারখানাতে, সৈন্যবাহিনীতে দলে দলে যোগদান করছে।সত্য কথা বলতে গেলে, একটা জাতির অর্ধেক জনসাধারণ যদি ঘরের কোণে বসে শুধু বংশবৃদ্ধির কাজ ছাড়া আর কোন কাজ না করে তা হলে সেই জাতি দুনিয়ায় কোনদিন বড় হতে পারে না।

নয়াচীনে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার কায়েম হওয়াতে আজ আর পুরুষ জাতি অন্যায় ব্যবহার করতে পারে না নারী জাতির ওপর। আমাদের দেশের কথা চিন্তা করে দেখুন। যদিও আইনে আমাদের দেশে নারী পুরুষের সমান অধিকার, তথাপি আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের মনে এই ধারণা যে, পুরুষের পায়ের নিচে মেয়েদের বেহেশত। পুরুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মেয়েদের নীরবে সব অন্যায় সহ্য করতে হবে বেহেশতের আশায়। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মেয়েদের নির্ভর করতে হয় পুরুষের ওপর।'আমাদের দেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অর্ধশিক্ষিত কিছু মোল্লাকে বাঁধা হিসেবে দেখেছেন। এরা ইসলামের অপব্যাখ্যা করেছে, অথচ দুনিয়ায় ইসলামই নারীর অধিকার দিয়েছে।

তবে নয়াচীনের বিপ্লবত্তোর সংস্কার কার্যক্রমের অনেক কিছু ভালো লাগলেও কম্যুনিস্ট মতবাদ দ্বারা অন্য মতামতকে প্রকাশ করতে দেওয়াকে তিনি পছন্দ করেননি। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে তিনি ভাত-কাপড়ের অধিকারের মতোই মৌলিক বিবেচনা করেছেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সৌন্দর্যপিয়াসী। ভ্রমণকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতেন তিনি। তিনি লিখেছেন, 'আমি লেখক নই। আমার ভাষা নাই। তাই সৌন্দর্য অনুভব করতে পারছি কিন্তু গুছাইয়া লিখতে পারি না' ।তবে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তিনি আগ্রার তাজমহল দেখার যে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তা পাঠ করলে তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হবো না। এখানেও তিনি নানা দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। যা তাঁর গভীর লুকিয়ে থাকা লেখক সত্তারই পরিচয় বহন করে। এর পাশাপাশি সমাজ নিরীক্ষণও আমরা এ গ্রন্থে তাঁর অন্তর্ভেদী অবলোকনের পরিচয় পাই। যাওয়ার পথে ব্রহ্মদেশ (বর্তমানে মায়ানমার) ও হংকংয়ের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাতে সে সময়ের একটা চিত্র আমাদের চোখে ফুটে উঠে। ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

যতদূর খবর নিয়ে জানলাম , ব্রহ্মদেশের অবস্থা খুবই খারাপ। বিপ্লবীরা বহুস্থান দখল করে আছে , আর মাঝে মাঝেই রেঙ্গুন শহরের পানি বন্ধ করে দেয় আর একটা খবর পেলাম 'ব্যান্ডিট'রা দিনে দুপুরে ডাকাতি করে। ভয়েতে দিনের বেলায়ও কেউ জানাশোনা মানুষ না হলে দরজা খোলে না' (পৃষ্ঠা-২২)। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন জনসমর্থন ছাড়া বিপ্লব হয়না ব্রহ্মদেশে কম্যুনিষ্ঠদের জন সমর্থন নাই কারণ তারা পানি বন্ধ করা ছাড়াও দখলকৃত এলাকায় জনগণের কাছ থেকে জোর করে টাকা , খাদ্য আদায় করে(পৃষ্ঠা-২৪)। রাস্তায় হাঁটার সময় প্রতিনিধিদের অন্যতম সদস্য আতাউর রহমান খানের কোটে একটি মেয়ে আকস্মিকভাবে ফুল গুঁজে দেয়। এ ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

হংকংয়ে ফুল দেওয়াটা হলো 'প্রেম নিবেদন'। ফুল গ্রহণ করলেই ওরা মনে করবে আপনি তার সাথে যেতে রাজি হয়েছেন। আপনাকে হাত ধরে সাথে করে ওদের জায়গায় নিয়ে যাবে। বেচারি ভেবেছিল, আমাদের দলের নেতা মোটাসোটা ভালো কাপড় পরা, গম্ভীর প্রকৃতির-টাকা পয়সাও নিশ্চয় যথেষ্ট আছে। ঠিকই ধরেছিল কিন্তু বেচারি জানে না, আমাদের নেতা নীরস ধর্মভীরু মানুষ, 'আল্লাহ আল্লাহ' করেন আর তাঁর একমাত্র সহধর্মিণীকে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসেন। এসবদিকে খেয়াল দেয়ার মতলব ও সময় তাঁর নাই। তবে এই মেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ কী? এই সমাজব্যবস্থা। বাঁচবার জন্য ওরা সংগ্রাম করছে, ইজ্জত দিয়ে পেটের ভাত জোগাড় করছে (পৃষ্ঠা-২৮)।

হংকংয়ের বর্ণনায় আমরা হাস্যরসের পাশাপাশি চমৎকার স্যাটায়ারও পাই।

চোর ডাকাত খুব বেশি নাই। ইংরেজ সেটা দমন করেছে, তবে ৪২০-এর আমদানি কিছুটা বেশি। নতুন মানুষ দেখলে কিছুটা চেষ্টা করে বই কি! তবে আমাদের ওপর চালাতে পারে নাই। কারণ আমরা হুঁশিয়ার ছিলাম। (পৃষ্ঠা-২৯)

এ ধরনের অনেক অসাধারণ পর্যবেক্ষণ আছে এ গ্রন্থে। এ থেকে বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু তাঁর তরুণ বয়স থেকেই সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়ন ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অনুসন্ধিৎসা, সৌন্দর্যবোধ ও মানব হিতৈষী চিন্তা থেকে তিনি গভীরভাবে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি থেকে কীভাবে মুক্তি হাওয়া যায় তা জানতে চেষ্টা করেছেন। উন্নয়ন ভাবনার নানা দিক সম্পর্কে পাঠ নিয়েছেন। বস্তুত তিনি তখন থেকেই সার্বিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন আগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য। বাঙালির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যেই তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এ কারণে 'আমার দেখা নয়াচীন' ভ্রমণ গ্রন্থ নয়, বঙ্গবন্ধুর শান্তির অন্বেষা ও উন্নয়ন ভাবনার দলিল।

***ড. কামাল চৌধুরী**

প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি

● শিল্প মন্ত্রণালয়ের " বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০" সম্পর্কিত প্রকাশনা ; অক্টোবর ,২০২১ থেকে সংগৃহীত ও পুন:প্রকাশিত

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন ও বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিযাত্রা

ড. আতিউর রহমান*

সমৃদ্ধির সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করাই ছিলো বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রীয় বিবেচ্য বিষয়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাধারণ মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পুরোটাই জুরে ছিলেন এ দেশের কৃষক, শ্রমিক ও অসহায় মানুষ। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতিই ছিল তাঁর আরাধ্য। দেশজ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনে মানুষই ছিলেন একেবারে কেন্দ্রে। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন[১]–

> *"আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক।"*
>
> -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ০৯ মে ১৯৭২

সাধারণের কল্যাণধর্মী এই অর্থনৈতিক দর্শন এক দিনে গড়ে উঠেনি। একেবারে বাল্যকালেই তিনি অভুক্ত গরীব-দুঃখী মানুষের আহার যোগনোর জন্য পারিবারিক ভান্ডার থেকে ধান বিতরণের জন্য বাবার ওপর চাপ সৃষ্টি করতেন। আরেকটু বড় হয়ে তিনি গৃহশিক্ষক জনাব আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে 'মুসলিম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন' গড়ে তুলেছিলেন। উদ্দেশ্য- গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে ছুটির দিনে বন্ধুদের সাথে নিয়ে আশেপাশের গ্রাম থেকে 'মুষ্ঠি চাল' সংগ্রহ করা[২]। তাছাড়া ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময়ই তিনি কলকাতায় ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হন। আর চারপাশের বুভুক্ষু মানুষের দুর্গতি দেখে তাঁর মন একেবারে ভেঙ্গে যায়। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে এই কষ্টের কথা স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। "কোলকাতায় মৃত মায়ের বুক চেটে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা শিশু"র কথা তিনি লিখেছেন, ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে কুকুর ও মানুষের টানাটানির দুর্বিসহ দৃশ্যের কথাও তুলে ধরেছেন[৩]। বাঙালির এই বিপর্যয়ের পেছনে যে ইংরেজের যুদ্ধনীতিই দায়ী ছিল সে কথা লিখতে তিনি ভুল করেননি। তিনি দেখেছিলেন যে, ট্রেনে যুদ্ধের সরঞ্জাম ও সৈনিক পারাপার করা হচ্ছিল বলেই খাবার সরবরাহ সীমিত হয়ে পড়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনকেই তাই বাংলার অধঃপতনের জন্য দায়ী করেছেন। তাই লিখেছেন, "ইংরেজরা বাংলা দখল করার আগে মুর্শিদাবাদের একজন ব্যাবসায়ীর কাছে যে অর্থ ছিল সে অর্থ দিয়ে 'বিলাত শহর' কেনা যেতো[৪]।" সে রকম একটি সোনালী অতীতের কথা সর্বদাই তাঁর মনে ছিল।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন জনমানুষের পক্ষে রাজনীতি করে বাংলাদেশের সেই অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। মূলত কৃষক-প্রজাদের মুক্তির আশায় তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হবে সে আশায় তিনি পাকিস্তান অর্জনের পক্ষে কাজ করেছিলেন। কিন্তু শুরুতেই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের জন্য তিনি এবং তাঁর সহযোগিরা আন্দোলন করেছিলেন তা ছিল 'ভ্রান্ত প্রত্যুষ'। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি শুরু থেকেই ভূস্বামী, এলিট ও ধনীক শ্রেণীর কব্জায় চলে যায়। তাই ওই রাষ্ট্রকে

---

[১] ড. এ. এইচ. খান সম্পাদিত "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের পৃষ্ঠা ২৪৭ থেকে। প্রকাশক একাত্তর প্রকাশনী, ২০১১।

[২] শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ০৯ থেকে। সপ্তম মুদ্রণ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ২০১৯।

[৩] আগের তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৮ থেকে।

[৪] আগের তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৮ থেকে।

প্রতিরোধ করতে তিনি এবং তাঁর সমমনারা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে তৎপর হয়েছিলেন। প্রথমে গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তারপর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ইতোমধ্যে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বাঙালী জাতিয়তাবাদের গোড়াপত্তন করলেন। তাঁর মনে হয়েছিল সাংস্কৃতিক বঞ্চনা ছাড়াও এর পটভূমিতে ছিল বাঙালির আর্থ-সামাজিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সে জন্যে কয়েক দফা জেলেও যেতে হয়েছে তাঁকে। পরবর্তিতে ১৯৫৪-এর নির্বাচনে জিতে কয়েকদিনের জন্য মন্ত্রীও হয়েছিলেন। পাকিস্তানী এলিটদের ষড়যন্ত্রে ওই সরকার বরখাস্ত হয়েছিল। আর বঙ্গবন্ধুকে যেতে হয়েছিল জেলে। সেবার জেল থেকে মুক্তি পেয়েই বঙ্গবন্ধু নেমে পড়েছিলেন দল গোছানোর কাজে।

এরপর বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য হলেন। আবার মন্ত্রী হলেন। মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে বাঙালীকে আমলাতান্ত্রিক কায়দায় শোষণের সূত্রগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো তাঁর কাছে। মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন কালে সারা পূর্ব বাংলা চষে বেড়িয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট আরও কাছে থেকে দেখতে পেরেছেন। তাই সে দুঃখ ঘোচাতে স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সামনে নিয়ে আসেন। অর্থনৈতিক সুবিচারের দাবি তোলেন। চলমান 'দুই অর্থনীতি'র অবসান চাইতে শুরু করেন।

এলো সামরিক শাসন। ফলে আবার তাঁকে যেতে হয় জেলে। বহু দিন জেলে থাকার পর বিরাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু মনে মনে বৈষম্যের অর্থনীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের নকশা আঁটতে শুরু করলেন। আর তারই ফসল ঐতিহাসিক ছয় দফা। ছয় দফার মূলেও ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসন। তাঁর নেতৃত্বে শুরু হলো তীব্র গণআন্দোলন। আন্দোলন দমন করতে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ আবার তাঁকে জেলে পাঠায়। এবার জেলে বন্দী অবস্থায় লিখলেন 'কারাগারের রোজনামচা'। আত্মজৈবনিক এই বইয়ের পাতায় পাতায় ভেসে ওঠে গরীব-দুঃখী মানুষের প্রতিচ্ছবি। ১৯৬৬ সালের ৭ জুনে ছয় দফার পক্ষে সারা পূর্ব বাংলায় যে হরতাল হয় তাতে অনেক মানুষ আহত ও নিহত হন। তদের জন্য জেলের ভেতরে বঙ্গবন্ধুর কী কষ্ট! খেতে পারেন না। ঘুমাতে পারেন না। প্রতিবাদী মানুষের কষ্টে সারাক্ষণ ছটফট করতে থাকেন। একই সঙ্গে এই ভেবে খুশীও হয়েছিলেন যে, ছয় দফার আন্দোলনে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুবকেরা যুক্ত হয়েছেন। সাধারণ মানুষ তাদের বাঁচার দাবি হিসেবে ছয় দফাকে গ্রহণ করতে শুরু করায় তিনি বাঙালীর মুক্তির প্রশ্নে খুবই আশাবাদি হয়ে ওঠেন। ৮ জুন ১৯৬৬-এ রোজনামচায় লিখেছেন[৫] - "এই দেশের মানুষ তার ন্যায্য অধিকার আদায় করবার জন্য যখন জীবন দিতে শিখেছে তখন জয় হবেই, কেবলমাত্র সময়সাপেক্ষ। শ্রমিকরা কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে। কৃষকরা কাজ বন্ধ করেছে। ব্যবসায়ীরা দোকান পাট বন্ধ করে দিয়েছে। ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছেড়েছে। ... পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকশ্রেণী যে আর পূর্ব বাংলার নির্যাতিত গরীব জনসাধারণকে শোষণ বেশি দিন করতে পারবে না, সেকথা আমি এবার জেলে এসেই বুঝতে পেরেছি।"

উল্লেখ্য পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বঞ্চনার কথা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী স্বীকারই করতে চাইতো না। সংবিধান পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার না দিলে যে এই পরিস্থিতি বদলাবে না এ কথাটি বাঙালিদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হিসেবে গেঁথে গিয়েছিল। আর এই বাস্তবতাতেই পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের মানুষ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে কঠোর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। শুরু থেকেই বৈষম্য দূর করার এই আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই আন্দোলনের এক পর্যায়ে ছয় দফা পেশ করেন তিনি। আর সে জন্যে তাঁকে জেল-জুলুম সইতে হয়। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন

[৫] শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৭৩ থেকে। নবম মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি ২০১৯

বাঙালির প্রধানতম মুখাপাত্র। আর তাই তাঁরই নেতৃত্বে চলে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। যার সফল সমাপ্তি ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে।

স্বাধীন দেশের দায়িত্বভার নিয়েই বঙ্গবন্ধু তাঁর সারা জীবনের বৈষম্য-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল-ভাবনাকে অর্থনৈতিক কৌশলে প্রতিফলন ঘটাতে ভুল করেন নি। তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনাসমূহের যথার্থ প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তাঁরই নেতৃত্বে প্রণিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এবং বিভিন্ন ভাষণে। স্বাধীন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য যেমন অর্থনৈতিক কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল ঠিক তেমটিই তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই কৌশল বাইরে থেকে ধার করা কোন ভাবনা থেকে উত্থিত ছিল না। এ ছিল তাঁর অভিজ্ঞতাজাত মাটি ও মানুষের রূপকল্প। ১৯৭২ সালের একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন[৬] -

> *"আমি বিশ্বের কাছ থেকে সমাজতন্ত্র ধার করতে চাই না। বাংলার মাটিতে এই সমাজতন্ত্র হবে বাংলাদেশের মানুষের। এই সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মানুষের যেখানে কোন শোষণ এবং সম্পদের বৈষম্য থাকবে না। ধনীকে আমি আর ধনী হতে দিবোনা। কৃষকেরা, শ্রমিকেরা এবং জ্ঞানীরা হবে এই সমাজতন্ত্রের সুবিধাভোগী।"*
>
> -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৭ জুন ১৯৭২

একই সঙ্গে তিনি বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন। এর পরিচয় মেলে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন এবং জাতিসংঘের সাধারণ সভায় তাঁর আমূল-সংস্কারবাদি ভাষণে। বিশেষ করে ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে[৭] তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বিশ্বনেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের সামনে তখন এমন একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ ছিল যেখানে কেবল নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর রাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করাই যথেষ্ট ছিলনা, পাশাপাশি সকল দেশের সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণ করে এমন আন্তর্জাতিক কাঠামোও দরকারি। ঐ ভাষণে তিনি মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে, ঐ ঘোষণায় প্রতিটি মানুষের মুক্তভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিতে হবে সকলকেই। এবং তা করার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের নিজের ও তার পরিবারের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করার সুযোগ তৈরি হবে।

'শ্মশান বাংলাকে সোনার বাংলা'য় রূপান্তরের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন এক অনন্য অভিযাত্রা। এক দিকে কোটিখানিক শরণার্থীর পুনর্বাসন, দেশের ভেতরে লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া পরিবারের জীবন-জীবিকার সুযোগ করে দেয়া এবং অন্য দিকে, নতুন দেশের জন্য সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজে তিনি দিনরাত পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর স্বপ্নের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার রূপরেখার ভিত্তিভূমি স্থাপন করে দেয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনের সন্ধান মেলে এই অসাধারণ দলিলে। তাতে স্থান পেয়েছে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা। সংবিধানের উদারনৈতিক, আধুনিক এবং জনহিতৈষী 'ভিশন'-এর আলোকেই বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্যোগ নেন। সেই উদ্যোগের রূপরেখা খুঁজে পাই আমরা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। ঐ দলিলের মুখবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, সুসমন্বিত নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য অগ্রাধিকার ঠিক করা

---

[৬] ড. এ. এইচ. খান সম্পাদিত "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা ২৬৪ থেকে, প্রকাশক একাত্তর প্রকাশনী, ২০১১

[৭] ড. এ. এইচ. খান সম্পাদিত "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ" গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের পৃষ্ঠা ১১২ থেকে। প্রকাশক একাত্তর প্রকাশনী, ২০১১।

অপরিহার্য। সরকারকে দিক-নির্দেশনা দেবার জন্যই এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনগণের পূর্ণ অঙ্গিকার তিনি দেশ-গঠনের জন্য প্রত্যাশা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জনগণ যে সাহস ও প্রাণশক্তি দেখিয়েছেন সেভাবেই তারা দেশ গড়ার কাজেও আত্মনিয়োগ করবেন- এমনটিই ছিল তাঁর বিশ্বাস[৮]।

ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি দেশকে দাঁড় করানো মোটেও সহজ ছিল না। মনে রাখতে হবে সে সময়ে আমাদের অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র ৮ বিলিয়ন ডলার। আমাদের সঞ্চয়-জিডিপির হার ছিল ৩ শতাংশ। আমাদের রিজার্ভ ছিল শূন্য। বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ৯ শতাংশ। এমন শূন্য হাতে তিনি রওনা হয়েছিলেন সোনার বাংলা গড়বার জন্যে। তাঁকে যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে একেবারে গোড়া থেকে। এক কোটি শরণার্থীকে পুর্নবাসন করতে হয়েছে। দেশের ভেতরে বাস্তুচ্যুত ২০ লক্ষ মানুষের ঘড়-বাড়ির ব্যাবস্থা করতে হয়েছে। সদ্য স্বাধীন দেশের জন্যে তৈরী করতে হয়েছে জনবান্ধব গণতান্ত্রিক সংবিধান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে শুরু করে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে ঢেলে সাজাতে হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়েছে। এমন সংকটকালেও তিনি আগামীর উন্নয়নের রূপরেখা তৈরী করেছেন। শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন গঠন করেছেন। এসবই করতে হয়েছে প্রতিকূল পরিস্থিতি ও বিরূপ আর্ন্তজাতিক পরিবেশ মোকাবেলা করে[৯]।

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই তিনি শিল্পকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আনতে বাধ্য হয়েছিলেন। বৃহৎ শিল্পগুলোকে তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন। কারণ এটাই ছিলো তখন একমাত্র পথ। কারণ পাকিস্তানী উদ্যোক্তারা তাদের শিল্প কারখানা ফেলে চলে গিয়েছিলেন আর ঐ সময়টায় দেশে উদ্যোক্তা নেতৃত্বের শূন্যতা বিরাজ করছিলো। পাশাপাশি তাঁর সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যও শিল্প খাত রাষ্ট্রায়ত্ত করাটা জরুরি ছিলো। শিল্পায়নই সম্ভবত তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছিলো। তাই 'স্টেইট-লেড গ্রোথ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর'ই ঐ বাস্তবতায় সবচেয়ে কার্যকর কৌশল ছিলো। তাই খুবই সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পনা করে তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করেছিলেন।

কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনই ছিল তাঁর সে সময়ের অর্থনৈতিক মূল কৌশল। এর পাশাপাশি তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্যাপক ঘাটতি অর্থনীতি সত্ত্বেও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা। আমদানি-নির্ভরতা কমিয়ে স্বদেশী শিল্প উৎপাদন বাড়ানোর ওপর তাই তিনি খুব জোর দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ হলেও দীর্ঘকাল ধরে এদেশের মানুষ ছিল নির্যাতিত, অবহেলিত। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন দেশকে স্বনির্ভর করতে সবার আগে প্রয়োজন কৃষকদের মুক্তি। বহু আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক ও দুঃখী মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন কিভাবে করবেন তার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিকে পাকিস্তান আমলে চীন সফর কালে সেদেশের কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে তাঁর আগ্রহ থেকেই এটা বোঝা যায়। 'আমার দেখা নয়া চীন' গ্রন্থে' তিনি লিখেছেন[১০] - "চাষিদের মধ্যে জমি বণ্টন হওয়ায় যথেষ্ট লোক কাজ পেয়েছে। বেকারের সংখ্যাও দিন দিন কম হয়ে যেতেছে। ... একমাত্র হোয়াংহো নদীতে বন্যায় বৎসরে লক্ষ লক্ষ একর জমির ফসল নষ্ট হতো।

---

[৮] প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৯] নুরুল ইসলাম রচিত "বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা" গ্রন্থ থেকে। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০১৮।

সরকার হোয়াংহো নদীতে বাঁধ বাঁধবে বলে জনগণকে ডাক দিলো। লক্ষ লক্ষ লোক পেটে খেয়ে সরকারকে সাহায্যে করলো। ... বিপ্লবের পর দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির দৃঢ়তায় চীনারা অসাধ্য সাধন করেছে। এখন আর হোয়াংহো নদীতে বন্যা হতে পারে না।"

স্বাধীনতার আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু জানতেন এ দেশের জমিগুলো বেশিরভাগই জোতদারদের হাতে। অনেক জমি অনাবাদি পড়ে থাকে, কিছু জমি পতিত। আর কিছু জমি দেশভাগের পর থেকেই 'অর্পিত সম্পত্তি' হিসেবে গণ্য। ভূমির সুষম বন্টনের জন্য ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে ভূমিস্বত্ত্ব আদেশ জারি করেন। তাতে পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা সিলিং আরোপিত হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের তিনি খাজনা মওকুফ করে দেন। কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই বিশ্বাস করতেন "কৃষির উন্নতি কৃষকের একার কাজ নয়। তার সাথে বিদ্বান ও বিজ্ঞানীকে মিলতে হবে।" তাই কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়তে নীতি ও অর্থ সমর্থন দেন। কৃষি স্নাতকদের সরকারি চাকুরিতে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দেন। এ সবই করেছেন কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য।

স্বাধীন বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষকের নিজস্ব জমির ব্যবস্থা, কৃষকের মাঝে খাসজমি বিতরণ, কৃষির উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ভর্তুকি মূল্যে কৃষককে সার ও কীটনাশক, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য দেওয়া, পচনশীল ফসল সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষককে প্রশিক্ষণদান– এ সবকিছুরই সূচনা করে গেছেন তিনি।সদ্য স্বাধীন দেশের ৩০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণে তাৎক্ষণিক আমদানি এবং কৃষিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। উচ্চতর কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৭৩ সালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করেন। পাকিস্তানি শাসনকালের ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি ও তাদের সব ঋণ সুদসহ মাফ করে দেন। কৃষি খাতের উন্নয়নকে বঙ্গবন্ধু অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এ কারণে যে, এক দিকে কৃষি এ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্যের জোগান দিবে। অন্য দিকে কৃষি থেকেই আসবে বর্ধিষ্ণু শিল্প খাতের কাঁচামাল।

যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির প্রাথমিক পুনর্বাসন শেষ করেই তিনি প্রশাসনের বিকেন্দ্রায়ন, মালিকানা ঠিক রেখেই গ্রামীণ সমবায় ব্যবস্থা, এবং দূর্নীতি দূর করার লক্ষ্য সামনে রেখে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। শিল্পক্ষেত্রেও তিনি ধীরে ধীরে বিনিয়োগ সীমা ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকায় উন্নিত করেছিলেন। বাস্তববাদি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি সামনের দিকেই হাঁটছিল। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল ৯৩ ডলার। ১৯৭৫ সালে তা ২৭৩ ডলারে উন্নিত হয়েছিল। অথচ ১৯৭৬ সালেই বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশে তা ১৩৮ ডলারে নেমে গিয়েছিল। তারপরের বছর তা আরও কমে ১২৮ ডলারে পৌঁছেছিল।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈরী আন্তর্জাতিক কূটনীতি, তীব্র খাদ্য ঘাটতি, স্বাধীনতা-বিরোধীদের অন্তর্ঘাত, অসহিষ্ণু তরুণদের বিক্ষোভ- এ সব মোকাবেলা করেই বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে তিনি তাঁর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষাকে বাস্তবে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচনের যে সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা সম্পন্ন করে যেতে পারেননি।

বহু সংগ্রাম আর ত্যাগের পর এদেশ আবার ফিরেছে মুক্তিযুদ্ধের পথে, বঙ্গবন্ধুর শুরু করা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধুকন্যার হাত ধরেই। বিশেষ করে গত এক দশকে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে ইতিবাচক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে তা নাটকীয় বললেও কম বলা হয়। যেমন: ১৯৭৫-এ মাথাপিছু আয় ছিল ২৭৮ ডলার। এখন তা দু'হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এই উল্লম্ফনের ৭৩ শতাংশই কিন্তু হয়েছে শেষ দশ বছরে।গত দশ বছরে যেখানে প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৭ শতাংশ, সেখানে তার আগের দুই দশকের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৫ শতাংশের মতো। রপ্তানি বৃদ্ধিতেও একই ধারা দেখি। ১৯৭৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ ৯৮ গুণ বেড়ে ৩৯ বিলিয়ন ডলারে ঠেকেছে। এখানেও কিন্তু মোট প্রবৃদ্ধির দুই-তৃতীয়াংশ বেড়েছে শেষ দশকেই। এসবের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতিকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা গেছে। জিডিপিতে কৃষির অবদান কমলেও গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় সেখানকার আয়েরও ৬০ শতাংশ আসছে অ-কৃষি খাত থেকে। সর্বোপরি গড় আয়ু বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু রোধ, শিক্ষার প্রসারের মতো সূচকগুলোতেও আমরা ভালো করেছি। বিগত দশকে এমন শক্ত ভিত্তির ওপর দেশকে দাঁড় করানো গেছে বলেই করোনা মহামারি এবং এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় আমরা অধিকাংশ দেশের চেয়ে ভালো করেছি। আশা করছি শিগগিরই প্রবৃদ্ধির আগের ধারায় ফিরতে পারবো। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেছিলেন- "দাবায়ে রাখতে পারবা না।" তাঁর কন্যা সে কথা প্রমাণ করে চলেছেন অবিরত। আমাদের সীমিত সম্পদ আর বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তিনি তৈরি করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শনের আলোকে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেই তাই নতুন বছর শুরু করছি।

* লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

● শিল্প মন্ত্রণালয়ের " বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০" সম্পর্কিত প্রকাশনা ; অক্টোবর ,২০২১ থেকে সংগৃহীত ও পুন:প্রকাশিত

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও কৃতিত্ব

শিবনাথ রায়*

স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এই তিনটি শব্দ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি চিন্তা করা যায় না। এই তিনটি শব্দ একে অপরের পরিপূরক। বঙ্গবন্ধুকে জানতে হলে বাংলাদেশকে জানতে হবে; বাংলাদেশকে জানতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। তদ্রুপ স্বাধীনতাকে জানতে হলে জাতির পিতাকে জানতে হবে। কেননা স্বাধীনতা একটি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন, সবচেয়ে বড় ঘটনা আর তা যদি আসে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তবে তা আর দেশের ঘটনায় সীমাবদ্ধ থাকে না, দেশের গন্ডি পেরিয়ে হয়ে উঠে বিশ্ব মানুষের ঘটনা, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতির সেই ইতিহাসের স্রষ্টা ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণকারী শেখ মুজিবুর রহমান, আমাদের জাতির জনক, বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী রাখাল রাজা। এ বাংলায় অনেক নেতা, অনেক মনীষীর জন্ম হয়েছে। সেই আর্য, সিন্ধু, গুপ্ত, সেন, পাল, তুর্কী, পাঠান, ফার্সি, পর্তুগীজ, ইংরেজ ও পাকিস্তানিরা এসেছে ও শাসন করেছে। তারা হাজার বছর ধরে এ বাংলার ধন সম্পদ লুট করেছে। সেই প্রাচীন আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তানী শাসক শোষকদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর মত সাহসী পুরুষ, দুরদর্শী নেতা ও অকৃত্রিম দেশ প্রেমিক এ বাংলায় আর কেউ জন্মায় নাই, কেউ সেই অবদানও রাখেননি। তাই বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান; সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে, প্রেমাদাসা, মিশরের মুহাম্মদ আনোয়ার আল-সাদাত, পাকিস্থানের বেনজির ভূট্টো, চিলির আলেন্দে, বলিভিয়ার বিপ্লবী নেতা চে গুয়েভারা, সুইডেনের ওলফ পালমে, আফগানিস্থানের নজিবুল্লাহ, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন, কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং, আমেরিকার সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি এবং বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য নেতার জীবনকাহিনী ইতিহাসে সমৃদ্ধ রয়েছে কিন্তু এই পৃথিবীর ইতিহাসে আজীবন সংগ্রাম করে স্বাধীনতা এনে একটা দেশের জনক ও প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্বের কোন নেতাই দীর্ঘ ৪৬৮২ দিন জেল জুলুম অত্যাচারে নিপতিত হয়ে দেশের স্বাধীনতা এনে বিজয়ীর বেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেননি।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষনে দেখা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার পিছনে রয়েছে তাঁর আজীবন অবিরাম সংগ্রাম। শৈশব ও কৈশরে গরীব-দুঃখী মানুষের প্রতি মমত্ববোধ পাশাপাশি শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ে দৃঢ়চেতা মনোভাব তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উত্থান ঘটায়। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশের পর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন শুরু হয়। তাঁর সংগ্রামের মাধ্যম ছিল ১৯৪৮ সালে গঠিত ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ সালে গঠিত আওয়ামী লীগ। তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সেই সাথে মহাত্মা গান্ধীর অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও আদর্শ এবং সুভাষ বসুর সশস্ত্র সংগ্রামের অনুপ্রেরণা তাকে বিট্রিশ ও পাকিস্তান বিরোধী চিন্তাচেতনার জন্ম দেয়। তাইতো তারই নেতৃত্বে ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতি সুসংগঠিত হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে ৩ এপ্রিল গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারে শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রীসভার সদস্য এবং ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্থান আইনসভায় স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাব পেশ করেন এবং তা প্রদেশিক আইন সভায় অনুমোদিত হয়। সে সময় পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন বৈষম্য দূর করার জন্য বঙ্গবন্ধু ইপসিক, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, ওয়াপদা, ডিআইটি, কেডিএ ও জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্যোগে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা বেতার কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠা করা হয়। কৃষি, শিল্প ও পল্লী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হতে থাকে।

কঠোর পরিশ্রম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন ধারা গঠন করেছে। ক্লান্তিহীনভাবে তিনি জেলা, তৎকালীন মহকুমা ও শহর ভ্রমন করেছেন। মাঠ পেরিয়ে একগ্রাম থেকে আর এক গ্রামে গিয়েছেন। জনগনের সাথে মিশেছেন, তাদের সুখ-দুঃখ শোষণ বঞ্চনার কথা জেনেছেন। তিনি কখনও মিথ্যা বলতেন না, তাইতো জনগন তাকে বিশ্বাস করতেন; তিনি তাদের সাথে নিজের মত আন্তরিকতা নিয়ে কথা বলতেন।

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী হয়। দীর্ঘ দশ বছর বঙ্গবন্ধু আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তার নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লব পরিচালিত হয়। ৬ দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ফলে ১৯৬৯ সালে গণ আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ছাত্র জনতা এ সময় তাকে বঙ্গবন্ধু খেতাবে ভূষিত করেন। পাকিস্তান সামরিক সরকারের প্রদত্ত নির্বাচনের পূর্বে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র "সোনার বাংলা শ্মশান কেন" তথ্যসমৃদ্ধ লিফলেট জনগণের কাছে তুলে ধরেন; যা ছিল নিম্নরুপ:

বৈষম্য বিষয়	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি	৫০০০ কোটি
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি	৬০০০ কোটি
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকরি	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫ টাকা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

বস্তুত: তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সার্বজনীন ব্যক্তিত্বের কারণে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে জয়লাভ করে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতার আসনে সমাসীন হন। তাইতো তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, "এবারের সংগাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির গ্রাম"। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর আক্রমন চালায় এবং হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু যাবার পূর্বে এবং বন্দীর আশংকা থেকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষনা পত্র দিয়ে যান যা ২৬ মার্চ কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীসহ মুক্তিগামী আপামর জনসাধারণ ও মুক্তিবাহিনীর ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ও ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা হয়, "If blood is the price of a people's right to independence, Bangladesh overpaid" যদি রক্তই দিতে হয় জনগণের স্বাধীনতা লাভের জন্য, তাহলে বাংলাদেশ অধিক মূল্য দিয়েছে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে রাজকীয় বেশে বীরদর্পে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং দেশ শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে ও জাতি হিসেবে পূর্ণতা লাভ করে। বাঙালী জাতির চার হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালী জাতির জনকের কৃতিত্বের একক অধিকারী। অতীতে রাজা শশাংক, গোপাল, ধর্মপাল, শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, বারভূঁইয়া, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম বাংলার ভূখন্ডকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাঁরা তাঁদের সংগ্রামে সফল হননি। হাজার বছরের ইতিহাসের সংগ্রামে বিজয় লাভ করেছেন একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশ গঠনের জন্য একটি দক্ষ মন্ত্রিসভা প্রয়োজন। সে কারণে তিনি ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক নেতাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত গ্রহণ করেন। যুদ্ধকালে এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, ৩০ লক্ষ শহীদ পরিবার এবং তিন লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনের পুনর্বাসনেও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু প্রত্যেক শহীদ পরিবারকে নগদ অর্থ ও নিজ স্বাক্ষরে সহানুভূতি জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সড়ক, পুল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ পুনর্নির্মাণ করেন। পাকবাহিনী কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত ভৈরব ও হার্ডিঞ্জ ব্রিজ স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্নির্মাণ করা হয়। ৪৬৭টি সেতু নির্মাণ ও মেরামত, ৭টি ফেরি, ১৮৫১টি রেলওয়ে ওয়াগন, ৬০৫টি স্টেশন ও ৩টি পুরনো বিমান চালু করে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করেন। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করা হয়। পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভার সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করে। ভারী শিল্প, কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণ করা হয়। পাকসেনারা আত্মসমর্পণের পূর্বে ব্যাংক নোট জালিয়ে দিয়ে যায়। নতুন সরকার ভারতের সহায়তায় অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য নোট ছাপিয়ে বাজারে সরবরাহ করে। দেশের ভৌত অবকাঠামো পুনরুদ্ধার করা হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু সরকার সাফল্যজনকভাবে মোকাবিলা করে। বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে আর্থিক, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করেছে। যুদ্ধের পর দেশে খাদ্যভাব দেখা দেয় কারণ ১৯৭১ সালে বাংলার কৃষকসমাজ কৃষিকাজ করতে পারেনি। তারা মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অনেকে পালিয়েছিল এবং এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। সরকার গ্রামাঞ্চলে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ মণ খাদ্য সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করে।

সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথমে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন করে এবং পরে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন কর্মসূচীকে গ্রহণ করে। দেশে পশ্চিম পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ৫০০ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ও উৎপাদনক্ষম করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান করে। চট্টগ্রাম ও মংলা সামুদ্রিক বন্দর যুদ্ধের ফলে অচল হয়ে পড়েছিল। সরকার রাশিয়া ও জাতিসংঘের সহায়তায় উভয় বন্দর হতে মাইন সরিয়ে বন্দর পুনঃ চালু করে।

বাংলাদেশের জনগণের জন্য শোষনহীন সমাজ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরে ৯ বছরেও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারেনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু

মাত্র এক বছরের মধ্যে জাতিকে এবং আগামী প্রজন্মকে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র উপহার দিয়েছেন। শাসনতন্ত্রে মূলনীতি, মৌলিক অধিকার, সার্বভৌম সংসদ, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার, স্বাধীন বিচার বিভাগ অন্তর্ভুক্ত আছে। শাসনতন্ত্র চারটি স্তম্ভের ভিত্তিতে রচিত। তা হলো- গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা। শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে- জাতি হিসেবে বাংলাদেশের জনগণ বাঙালী। শাসনতন্ত্রের ৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে "জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস" এবং নির্বাচিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে জনগণ তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। জনগণকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। আইনের শাসন, মানবাধিকার, নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একমাত্র জনগণ সরকার পরিবর্তন করতে পারে। কোন সামরিক শক্তি নির্বাচিত সরকার উৎখাত করতে পারে না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে ক্ষমতা দখল ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ।

জাতির জনক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও কৃষক-শ্রমিকদের মুক্তির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন। তাই তিনি ব্যাপক ভূমি ও কৃষি সংস্কার করেন। এ ব্যাপারে ভূমিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় করা হয়। ইজারাপ্রথা বাতিল করে হাটবাজারে জনগণের নির্বাচিত কমিটি ও জলমহাল মৎসজীবীদের নিকট বন্দোবস্ত দেয়া হয়। বকেয়া ভূমি রাজস্ব মওকুফ ও ২৫ বিঘা রাজস্ব চিরতরে মওকুফ করা হয়। খাসজমি ভূমিহীন ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। খায়খালাসী ও চুক্তিভিত্তি চিহ্নিত জমি মালিকদের নিকট ফেরত প্রদান করে ঋণগ্রস্ত কৃষকদের মুক্ত করেছেন। ২৫ বিঘা জমির খাজনা বাতিল করার ফলে কৃষকদের জমি খাজনার দায়ে নিলামে আর বিক্রি হবে না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সৃষ্ট রাজস্ব বোর্ড বাতিল করে দেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি এগারো হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি সরকারী করেন। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ৫৪ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ করেন। ৫টি সরকারী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করেন। ১৯৭৩ সালে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়ন করেন। শিক্ষা সংস্কারের জন্য ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশন ১৯৭৪ সালে শিক্ষা রিপোর্ট দাখিল করে।

শেখ মুজিব নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি নারী পুনর্বাসন বোর্ড ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেন। তিনি পাকিস্তান থেকে ৪ লক্ষ বাঙালীকে দেশে ফেরত আনেন এবং ৭ লক্ষ পাকিস্তানীকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৭১-৭৫ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। এ সময়ে বিশ্বের ১৪০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। চীন ও সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু চীন সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। হয়ত এক সপ্তাহের মধ্যে স্বীকৃতি পেতো। চীনের ভেটো প্রয়োগ সত্ত্বেও বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ কমনওয়েলথ ও ১১টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাংলা ভাষায় জাতিসংঘে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ জোটের সম্মেলন যোগ দেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বের নিপীড়িত, শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর। তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে মুক্তিকামী মানুষের দাবি।

দেশের অভ্যন্তরে জরুরী চ্যালেঞ্জ থাকা স্বত্ত্বেও সমাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক নীতি ও বহিঃবাণিজ্য ছিল তারই অনুসৃত বাস্তবধর্মী নীতির প্রতিফলন। "সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়"- কার্যক্ষেত্রে এটা ছিল প্রদর্শিত। তখন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ছিল শুণ্যের কোঠায়। বঙ্গবন্ধু তখন বার্টার এগ্রিমেন্ট করে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের অনুমোদন দিলেন। স্বাধীনতার পর পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে বেশ

কয়েকটা পণ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভারত এবং ১-৪ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নে অত্যন্ত সফল রাষ্ট্রীয় সফর করেন। ঐ দুই দেশের সঙ্গে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যিক চুক্তি সাধিত হয়। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে জাপানে সরকারি সফরের সময় বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নির্মাণের বিষয়ে জাপানের সহযোগিতা কামনা করেন এবং জাপান তখনই ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করেন যা পরবর্তীতে এই সেতু বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশ ভারত দ্বি-পক্ষীয় সম্পর্কের সূচনাতেই বঙ্গবন্ধু গঙ্গা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক নদীর সুষম পানি বন্টন ও ছিটমহল হস্তান্তরের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এ সমস্যাগুলোর যথাযথ সমাধান যে কত প্রয়োজন তা তিনি অনুধাবন করেছিলেন। ভারতের প্রাক্তণ পররাষ্ট্র সচিব জে এন দীক্ষিত তার "Liberation and Beyond" বইতে লিখেছেন, "শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাইতেন"। তবে তিনি এও চাইতেন যে, বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর সঙ্গেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কারিগরি সম্পর্ক গড়ে উঠুক, যাতে বাংলাদেশ ভারতের উপর অতি নির্ভরশীল না হতে হয়। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, স্বতন্ত্র সত্তা এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তার বিবেচনায় সর্বাগ্রে স্থান পেত।

১৯৭২ সালে মে মাসে চিলির রাজধানী সান্টিয়াগোতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা আঙ্কটাডের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু চিলির প্রেসিডেন্টকে পত্র লিখে তার দূত প্রেরণ করেছিলেন এবং চিলির প্রেসিডেন্ট ঐ পত্র পড়ে বঙ্গবন্ধুর মহান নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেছিলেন, বাংলাদেশকে আমরা স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করছি এবং সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে আমরা অদুর ভবিষ্যতে তা করব বলে আশা করছি। বঙ্গবন্ধু তা শুনে দ্রুত দূতটিমের সদস্য সাবেক সচিব ইমাম আহমেদ চৌধুরী ও তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী এম আর সিদ্দিকীকে বলেছিলেন, "দেশের স্বার্থ ও মানুষের জন্য যা প্রয়োজন, তা-ই নির্ভয়ে করবে। আমাদের নীতি হচ্ছে সমতার ভিত্তিতে সবার সঙ্গে সখ্য ও সহযোগীতার, বৈরিতা নয়"। বঙ্গবন্ধুর এই মৈত্রী ভাবাপন্ন নির্দেশের কথা জানতেই বিরুদ্ধাচারী দেশগুলোও সহযোগিতামূলক আচরণে আশ্বস্ত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত চীনের সহযোগীতায় আঙ্কটাডের সদস্যপদ বাংলাদেশ লাভ করেছিল। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা, একাগ্রতা এবং আন্তর্জাতিক সম্মানের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। আঙ্কটাডের পরই হু এবং গ্যাট এর সদস্যপদ বাংলাদেশ লাভ করে। চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃত দেয়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ও পরামর্শে চীনের দুটি কর্পোরেশনের সঙ্গে রপ্তানী ও আমদানী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছেল। নিজের দেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে একক সিদ্ধান্তেই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের স্বীকৃতির পর লাহোর ওআইসি সম্মেলন এবং ওআইসিতে যোগদান করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিরাট সম্প্রসারণ করে তোলেন। বঙ্গবন্ধুর সদিচ্ছার জন্যই সম্ভব হয়েছিল ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্ব প্রথম সৌদি আরবে বিদেশ সফরের সময় তাকে সর্বদলীয় নাগরিক সম্বোধনা দেওয়া। তখন সম্ভবত এখনও সৌদি সরকার কোন সফররত বিদেশী রাজনীতিবিদ, সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানকে গণসংবর্ধনা জানানোর অনুমোদন দিত না। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যাপারে এর সম্মানজনক ব্যতিক্রম ঘটেছিল। সর্বদলীয় ব্যতিক্রমী ঐ বিরাট সভায় প্রয়াত বঙ্গবন্ধু এবং সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হয়। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুচিন্তিত বক্তব্যে পরবর্তী সময়ে সৌদি বাংলা সম্পর্ক দৃঢ়তর করতে বিশেষ সহায়ক হয়।

বঙ্গবন্ধু সব সীমাবদ্ধতা পায়ে মাড়িয়ে বাঙালি জাতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন এবং তাদের জন্য তিনি একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানবহিতৈষী সত্যিকার মানুষ। সব সময় তিনি উচ্চশির অনমনীয় রেখেছেন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, বরং একটি জাতির নবজাগরণ এবং সামগ্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। বঙ্গবন্ধু জাতি বা ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার আগে মানুষ হিসাবে নিজের পরিচয় দিতে শ্রদ্ধাবোধ করতেন। তাইতো তিনি জাতিসংঘ প্রদত্ত বাংলায় ভাষনে সেই বিশ্বাস ব্যক্ত করেন।

যথার্থ মানুষ ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছদের কথা ভাবনে না, ভাবেন মানবজাতির কল্যাণ। বাঙালিকে শৃংখলমুক্ত করে শুধু তাদের জন্য নয়, বিশ্বের অধিকার বঞ্চিত উৎপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে দ্বিধাবোধ করেননি বঙ্গবন্ধু। তিনি অকপটে তাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশ যে আদর্শের সংকটে ভুগছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তা চেতনা আলোর দিশা এনে দিতে পারে। খুনিরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে কিন্তু তার চিন্তা চেতনা ও আদর্শকে নয়। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স দক্ষিণ এশিয়া কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নোবেল বিজয়ী অর্মত্য সেন বঙ্গবন্ধুর অসম্প্রদায়িক রাষ্ট্রচিন্তা ও সমতা ভিত্তিক জাতি গঠনের দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ববন্ধু হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ঐ একই সভায় রেহমান সোবহানের আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের বিশাদ বর্ণনা প্রতিফলিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও দর্শন সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য এখনো যে জরুরী তা তাঁর কর্মের মধ্যে ফুটে উঠেছে। ভারত উপমহাদেশ এখন একটা আদর্শিক সংকটে ভুগছে। উপমহাদেশের দেশগুলো বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তা থেকে শিখতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র মানুষের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা থাকবে না, এটা তিনি বিশ্বাস করতেন না। বঙ্গবন্ধু চাইতেন ধর্মকে যেন রাজনীতির হাতিয়ার করা না হয়।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদে দাড়িয়ে সংবিধান গ্রহণের দিনটিতে বলেছিলেন, সকলে যার যার ধর্ম পালন করবে। ধর্মকে শুধু রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা ভারতসহ অনেক দেশের জন্য জরুরী বলে মনে হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু সংখ্যালঘুদের জন্য সমান সুযোগ দেয়ার বিষয়টি সামনে আনতে ভয় পান নাই। এটা তাঁর নির্বাচনে জয়ের পথে বাধা হয়ে দাড়ায়নি বরং তার নির্বাচনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয়েছে। এখন থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ যে সত্য ও যুক্তিসম্মত কথা বলতে কখনো পিছপা হওয়া উচিৎ নয়। বঙ্গবন্ধু তার আত্মজীবনীতে বলেছেন, "একজন মানুষও যদি ন্যায্য কথা বলে তবে ঐ একজনকেই আমি গুরুত্ব দিবো"।

বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ববন্ধু হিসাবে আখ্যায়িত করা উচিৎ; যা এখন সময়ের দাবী। কেননা সবার অংশগ্রহণে সমান সুযোগের মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠনের যে দর্শন বঙ্গবন্ধুর ছিল, তা অনুসরণ করলে শ্রীলংকা তামিলদের সঙ্গে দীর্ঘ রক্তক্ষরী গৃহযুদ্ধ এড়ানো যেত। সমাধান করা যেতো কাশ্মীর-ভারতের সমস্যা। মিটে যেতো ইসরাইল-ফিলিস্তিন সমস্যা। আর শেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণবাদের পরিসমাপ্তি ঘটতো। দেশে দেশে হানাহানি, যুদ্ধের দামামা বাজতো না। মানব কল্যান সাধিত হতো। বঙ্গবন্ধু চাইতেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিতে ইগালেটেরিয়ান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক, যেখানে বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদী দেশের মতো অভিজাত শ্রেণী তৈরী হবে না। ইগালেটেরিয়ান চিন্তা হলো, এমন একটি রাজনৈতিক দর্শন, যেখানে সব মানুষকে সমান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আর সবার জন্য সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরী করা হয়। তাই সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি বাকশাল কায়েম করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

বাকশাল স্বপ্নটির মধ্যে সারা বাংলাদেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রুপরেখা ছিল। সর্বসাকুল্যে ২৩৩ দিন প্রস্তুতিমূলকভাবে কার্যকর ছিল বাকশাল। সেই সময়ের তথ্যউপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশে সব অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকগুলো উর্ধ্বমুখী ছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সেই স্বপ্নটি রুপায়নের সুযোগ দেয়া হলো না। বাংলাদেশ একটা বৈপ্লবিক দ্বারপ্রান্তে ছিল। ঔপনিবেশিক আমলের সব ঐতিহ্য ঝেড়ে মুছে ফেলে নবযাত্রার সূচনা হবে -এ ছিল বাকশাল প্রতিষ্ঠার মূলকথা। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তখন ছিল ৭.৪ শতাংশ।

বাংলাদেশকে সোনারবাংলা করার এক মহান ব্রত নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। খোদ আমেরিকার "The Newsweek" পত্রিকায় ৩ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রকাশিত সংবাদে বঙ্গবন্ধুকে 'Poet of Politics' বলে আখ্যায়িত করা হয়। যে আমেরিকা বঙ্গবন্ধুর বিপক্ষে ছিল, সেই আমেরিকার পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' বলা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব, যা তাঁর নিজের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ববন্ধুতে ছাড়িয়ে দেয়ার প্রমাণ। লক্ষণীয়, সবদেশের, সববয়সের, সব রাজনীতিবিদের মধ্যে একমাত্র বঙ্গবন্ধুকেই তারা এ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ১৯৭৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে"। সম্মেলনে উপস্থিত কিউবার বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক ফিদেল ক্যাস্ত্রো দৌড়ে এসে বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "মুজিব, এটি আমারও সংগ্রাম"। ঐ একই সম্মেলনে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে তিনি হিমালয়ের মত। কাজেই আমার হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে"। সম্মেলন চলাকালে এক অবকাশে বঙ্গবন্ধু ও লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার আল গাদ্দাফির ৩৫ মিনিটের আলোচনা হয়। আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ বিরোধী গাদ্দাফি দু'হাত তুলে বাংলাদেশের জন্য মুনাজাত করেন। ১৯৭৩ এর আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সময় আরবদের জন্য বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ সমর্থন ও সহমর্মিতা মুসলিম দুনিয়ায় ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরী করেছিল। সুতরাং একজন আরব আরব সাংবাদিক বাংলাদেশের সাংবাদিককে বলেছিলেন, "তোমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু একটি বড় যুদ্ধে একটি মাত্র গুলি না ছুড়েও অর্ধেক আফ্রিকাসহ আরব বিশ্ব জয় করে নিয়েছেন"। বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব তাঁকে সুপ্রিয় করেছিল শুধু দেশের মানুষের কাছেই নয়, সারা বিশ্বের গুনীজনও তারপ্রতি আকর্ষিত ও শ্রদ্ধাবনত ছিল; যা এ স্বল্প পরিসরে লিখে শেষ করা যাবে না। তিনি অমর, অজ, নিত্য, শাশ্বত ও মৃত্যুঞ্জয়ী। তিনি চিরন্তন, অক্ষয়, অম্লান ও ভাস্বর। কবি অন্নদাশংকরের ভাষায়ঃ

"যতকাল রবে পদ্মা, যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়
জয় শেখ মুজিবুর রহমান"।

* লেখক, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

●শিল্প মন্ত্রণালয়ের " বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০" সম্পর্কিত প্রকাশনা ; অক্টোবর ,২০২১ থেকে সংগৃহীত ও পুন:প্রকাশিত

স্বাধীনতা পূর্ব প্রাদেশিক সরকারে বঙ্গবন্ধু
ও
শিল্পায়নের প্রয়াস

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা পূর্ব প্রাদেশিক সরকারে বঙ্গবন্ধু ও শিল্পায়নের প্রয়াস

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্রষ্টা। তিনি এক মহাকাব্যের মহানায়ক। বঙ্গবন্ধুর বাল্যজীবন, কৈশোর, ছাত্রজীবন, রাজনীতিতে প্রবেশ, রাজনৈতিক জীবন, ভাষা আন্দোলন,স্বাধিকার আন্দোলন, ৬ দফা, স্বাধীনতার ঘোষণা এবং মুক্তি অর্জন সেই মহাকাব্যের এক একটি খন্ড। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাংলাদেশের শিল্পায়ন তাঁর নির্দেশিত ও প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়ে তা শিখর ছুঁয়েছে। তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কিছু ধারাবাহিকতা এ অংশে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

২.১ স্বাধীনতা পূর্ব প্রাদেশিক সরকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" পৃষ্ঠা নং-২৯৪ অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন স্বাধীনতা পূর্ব প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও সিলেজ এইড মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।

১৯৫৭। মন্ত্রিপরিষদ শিল্প, বাণিজ্য, দুর্নীতি দমন ও সিলেজ এইড মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন শেখ মুজিবুর রহমান

সূত্র : Secret Documents of Intelligence Branch(IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, page-548, Vol-4

২.২ প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা : বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী পদের শপথ গ্রহণের পর পরই কর্তব্য পালনের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ সাধনার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর উচ্চারণে। ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি বলেন, "পার্টির কাজ ব্যাহত হইতে পারে এই মনে করিয়া মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণের ইচ্ছা আমার এতটুকুও ছিল না; কিন্তু আমার নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর নির্দেশই আমাকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে। তবে, আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণ করায় আমার উপর যে কর্তব্যের তাগিদ নামিয়া আসিয়াছে তদ্দরুন আমি আমার সংগ্রাম সাধনায় দ্বিগুন উৎসাহই পাইয়াছি"।

তিনি দুর্নীতি দমন মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি আরও বলেন, " শাসনযন্ত্র হইতে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করিতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা এ কথা জানি, মন্ত্রীরা যদি দুর্নীতি করেন, কর্মচারীরাও দুর্নীতি করিবে এবং আমরা দুর্নীতি না করিলে কেহ দুর্নীতির আশ্রয় নিতে সাহসী হইবে না। সকলের এ কথা স্মরণ রাখা দরকার, দুর্নীতিকে সমাজজীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে আমরা বদ্ধপরিকর।" জনতার তুমুল করতালির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন "মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর আমাদের বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষী জনসাধারণের নিকট হইতে অসংখ্য অভিনন্দন-বাণী আমরা পাইয়াছি। কিন্তু সে অভিনন্দনের যোগ্যপাত্র এখনো আমরা নই বলিয়াই বিশ্বাস। তাই যে অভিনন্দন গ্রহণ করিব ও তার জবাব দিব আমরা কেবল সেই দিনই-যেদিন জনসাধারণের প্রদত্ত দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করিয়া অভিনন্দন প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া নিজেদেরকে আমরা দাবীও করিতে পারিব"।- **দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬**

২.৩ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি : পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নের পরিকল্পনা বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন "গত নয় বৎসর ধরিয়া প্রাদেশিক সরকারকে শিল্পের ব্যাপারে প্রায় সকল ক্ষমতা হইতেই বঞ্চিত করা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে প্রাদেশিক সরকার একে একে তাঁদের সমস্ত ক্ষমতা এবং দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। ইহার পরিণতি হিসাবে কেন্দ্রীয় শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ২৭টি শিল্পের ব্যাপারে যাবতীয় ক্ষমতা ও পরিচালন ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই ২৭টি শিল্পের আওতায় প্রায় সব কিছুই পড়িয়াছে"। তিনি আরো বলেন ,"নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পরেও শিল্পের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রহিয়াছে এবং শিল্প সম্পর্কে শাসনতন্ত্র উল্লিখিত এখনও কার্যকরী হয় নাই"। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার তাঁদের দায়িত্ব যাতে সুচারুরূপে পালন করতে পারেন সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এতদসম্পর্কে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্বভার বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে করাচীতে উচ্চ পর্যায়ে সম্মেলন আহবান করেন। করাচী সম্মেলনের ঘোষণার বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি আর্কষণ করা হলে তিনি বলেন, "দেশরক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় হিসাবে গণ্য হইবে মর্মে সম্মেলনে স্থির করা হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত, জাহাজ নির্মাণ এবং এন্টিবায়োটিক, সালফড্রাগস ও এন্টিবায়োটিক, ভ্যাকসিন প্রস্তুত এর অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রস্তুত, দেশের সামুদ্রিক সীমানার বাহিরে মৎস্য শিকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান বাদে অন্যান্য যাবতীয় শিল্প প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়াভুক্ত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে। খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারভুক্ত হিসেবে গণ্য হইলেও প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে পরিচালিত শিল্পগুলি প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় বলিয়া গণ্য করা হইবে"।-- **দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ জানুয়ারি ১৯৫৬**

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে অসম অবস্থার সৃষ্টির জন্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নীতির সমালোচনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দেন যে, "করাচীতে উচ্চপর্যায়ে অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ ১লা জানুয়ারি ১৯৫৬ হইতে কার্যকরী হইবে। বিদেশী মুদ্রার বিলি-বন্টন সম্পর্কে বিবেচনার জন্য শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। বিগত নয় বৎসরে বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের ভূমিকা বলিতে আর কিছুই থাকে নাই এবং কেন্দ্রে প্রবর্তন সরকারের অনুসৃত

নীতির ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উভয় অংশের মধ্যে অসম অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে"। -দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ জানুয়ারি ১৯৫৬

তিনি আরো বলেন, "এই প্রদেশে কোন মূলধন সংগঠিত হতে পারে নাই। ইহার কারণ, এই প্রদেশের জনসাধারণকে এতদসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে এ প্রদেশবাসীর ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। এর ফলে এ প্রদেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়েছে এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতা আশঙ্কাজনকরূপে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার অতীতের নীতি পরিবর্তন করলেও এবং আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করলেও পরিস্থিতির আশু পরিবর্তন সাধিত হওয়া অসম্ভব। তিনি আশার বাণী উচ্চারণ করে বলেন, আমাদিগকে আশা ও ভরসা রেখে ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সর্বাত্মক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্প প্রচেষ্টার দ্বারা এই প্রদেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতিসাধন করতে হবে"।--দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ জানুয়ারি ১৯৫৬

২.৪ প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) শিল্প খাতে অর্থ মঞ্জুরির প্রস্তাব উত্থাপন : শিল্প খাতে অর্থ মঞ্জুরির প্রস্তাব উত্থাপন করে বঙ্গবন্ধু জানান "বৈদেশিক মুদ্রা, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, এমনকি প্রাদেশিক বাণিজ্যটিও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন একটি অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। --২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সংবাদ

(খ) শিল্পায়নের পরিকল্পনা : সেক্রেটারিয়েট ক্যাবিনেট রুমে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের এক সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, প্রাদেশিক সরকার শীঘ্রই কুটির শিল্পের উন্নয়নকল্পে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন এবং সম্ভবত: একটি কর্পোরেশনও গঠন করবেন। তিনি বলেন যে, সরকার বেসরকারি মূলধন নিয়োগে উৎসাহ ও সাহায্যদান করবেন। শিল্পোৎপাদনে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন যে, উস্কানিদাতা ও ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকারী নয় এবং তারা বিভেদ সৃষ্টিকারী। কোনক্রমে তাহাদিগকে বরদাশত করা হবে না।

তিনি আরো বলেন যে, এতকাল ধরিয়া প্রাদেশিক বাণিজ্য ও শিল্প দফতর ডাক ঘরেরই শামিল ছিল। তিনি শাসনতন্ত্রের ধারা অনুসারে বাণিজ্য, ব্যবসায় ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রদেশের ও কর্তৃত্বের দাবী জানান এবং উপরোক্ত ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য ইহা কার্যকরী করতে বলেন। তিনি জানান যে, আমদানী লাইসেন্স ইস্যু, জাহাজের স্থান বরাদ্দ, অগ্রাধিকার দানের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের মতামতই কার্যকরী হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতে পূর্ব পাকিস্তান বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কতিপয় ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান যখন পূর্ণমাত্রায় পৌছেছে, তখন পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িতকরণের ত্রিসীমানায় পা দেয় নাই। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় মানোন্নয়ন করা যে কোন দায়িত্বশীল সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা একটি বিরাট দায়িত্ব এবং সমন্বয় সাধন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত ইহা সম্ভব নয়। আর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ব্যাপারে দেশকে শিল্পায়িত করে তোলা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের প্রাপ্ত সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার এবং একে জনগণের কাজে লাগানোই হচ্ছে দেশকে শিল্পায়িত করণের উদ্দেশ্য। কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ ও একে সর্ব্বস্তরে বহুমুখীকরণই এর যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্য পরিপূরক। এই লক্ষ্যে পৌছতে হলে বেশি করে মূলধন বিনিয়োগই হচ্ছে প্রথম ও প্রধান জিনিস। মূলধন ব্যতীত দেশকে শিল্পায়িত করা যায় না। যদি অবিলম্বে ও ব্যাপকভাবে মূলধন নিয়োগ করা না হয় তা হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্ব্বল হয়ে থাকবে। তাছাড়া দুর্ব্বল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য মূলধনও বিনিয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র। দেশকে শিল্পায়িতকরণের সুপরিকল্পিত ও সুষম কর্মসূচি অর্থনৈতিক অবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলবে। —আজাদ ৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৬

(গ) প্রয়োজনীয় শিল্প প্রদেশের হাতে গ্রহণে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, "এখন হতে প্রাদেশিক সরকার প্রদেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিবেন। সরকার শিল্পপতিদের সবসময় সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। তিনি বলেন যে, শীঘ্রই প্রদেশে ৩০ হাজার টন সিমেন্ট এসে পৌছবে। এই সিমেন্ট শিল্পপতিদের জন্য বরাদ্দ করা হবে। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে অচিরেই আমদানী রফতানীর চীফ কন্ট্রোলার অফিস স্থাপন করা হবে। ফলে এখানকার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের লাইসেন্সের জন্য অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে করাচীতে যেতে হবে না। আমাদের পূর্ব্ব পাকিস্তানের ছোট-খাট ব্যবসায়ীদের পক্ষে এত অর্থ ব্যয় করে করাচী যাওয়া-আসা করা সাধ্যতীত ছিল। সেই জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দারা ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহাদের ন্যায্য অংশ হতে বঞ্চিত হয়েছে"। **--আজাদ , ২১ নভেম্বর ১৯৫৬**

শিল্প সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারের কার্যতঃ কোনই ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে করাচী সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, দেশরক্ষা সম্পর্কিত শিল্প যা কেন্দ্রের বিষয় - লৌহ ও ইস্পাত, জাহাজ, এন্টিবায়টিক, সালফা ড্রাগস, যক্ষা নিবারণী টিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ইহা ছাড়া অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ, বিস্ফোরক, আঞ্চলিক সমুদ্র এলাকার বাইরে মৎস্য শিকার এবং কোন ফেডারেশন কিংবা কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত অথবা আংশিক মালিকানা বিশিষ্ট কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শিল্পের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বে আসবে।**--আজাদ , ২১ নভেম্বর ১৯৫৬**

কেন্দ্রের বিষয়-খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকবে কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। তেজস্ক্রিয় খনিজসমূহ, অপরিশুদ্ধ লৌহ (হলুদ ও রেড অক্সাইড ব্যতীত) ছাড়া অন্যান্য খনিজ প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আসবে। কয়লা খনিসহ অন্যান্য বিষয় প্রদেশের হাতে থাকবে এবং এইরূপ খনিজ উন্নয়নের দায়িত্বও প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে। কার্যতঃ প্রাদেশিক সরকার শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করবে। এই প্রদেশের জন্য পৃথক ইমপোর্টস এবং এক্সপোর্টস কন্ট্রোলার ও পৃথক ডিরেক্টর জেনারেল হবে--**আজাদ , ২১ নভেম্বর ১৯৫৬**

তিনি বলেন, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকার জন্য প্রদেশে নতুন শিল্প মোটেই গড়িয়া উঠে নাই। উপরন্তু যে সকল শিল্প রয়েছে, তার কাঁচামাল ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করতে না দেওয়ার প্রদেশে শ্রমিক অসন্তোষ বিরাজ করছিল। প্রাদেশিক সরকারের বাণিজ্য দফতরটি কেবল নামেমাত্র রাখা হয়েছে। পূর্ববঙ্গ বিদেশ হতে প্রাপ্ত সাহায্যের শতকরা ১০ ভাগের বেশী লাভ করে নাই এবং বৈদেশিক মুদ্রা বন্টনের ব্যাপারে এই প্রদেশকে চরমভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়টি প্রদেশের আওতাধীনে আনার জন্য সাফল্যজনক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারও বর্তমানে পূর্ববঙ্গের অবস্থা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে এসব দাবী মানিয়া নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, "অতঃপর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের জন্য একটি বাজেট প্রণয়ন করা হবে এবং এই বাজেট মোতাবেক বৈদেশিক মুদ্রা প্রদেশের মধ্যে বন্টন করা হবে। সুতরাং প্রদেশকে ত্বরিতভাবে শিল্পায়িত করার সকল ব্যবস্থাই করা হয়েছে"। **--দৈনিক ইত্তেফাক , ২১ নভেম্বর ১৯৫৬**

(ঘ) শিল্প ও বাণিজ্য বিকেন্দ্রীকরণ: ২১ নভেম্বর ১৯৫৬ তারিখের আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, "শিল্প, বাণিজ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিকেন্দ্রীয় করে প্রাদেশিক সরকারের অধীনে দেয়া হবে এবং খুব শিঘ্রই পূর্ব পাকিস্তানে সর্ব ক্ষমতাসম্পন্ন একজন আমদানী-রফতানীর চীফ কন্ট্রোলার নিযুক্ত করা হবে। তিনি বলেন যে, মোট বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৫০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হয়েছেন। ফেডারেল কন্ট্রোল অব ইন্ডাস্ট্রিজ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে শিল্প সম্পর্কিত ২৭টি বিষয়ের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কেন্দ্রের পূর্বতন সরকারের গৃহীত নীতির ফলে উভয় অংশের মধ্যে যথেষ্ট

পরিমাণে অর্থনৈতিক অসাম্য দেখা দিয়েছে। যে ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান দ্রুত উন্নতি করে চলছে এবং শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে পৌঁছেছে তখন পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িতকরণের প্রথম পর্যায়েও পৌঁছায় নাই। এই প্রদেশে মূলধন বিনিয়োগ এখনও দানা বাঁধিয়া ওঠে নাই। তার কারণ এই যে, আমাদের লোকদের সম্পর্কে সর্বদাই এই সুযোগ অস্বীকার করা হয়েছে এবং ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণও নগণ্য। এখন আমরা অবশ্যই অনাগত ভবিষ্যতের দিকে আশা ও সাহস নিয়ে অগ্রসর হবো এবং প্রদেশকে দ্রুত শিল্পায়িতকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা জনগণের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করব"। **--আজাদ, ২১ নভেম্বর ১৯৫৬**

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নে বঙ্গবন্ধুর আলোকচ্ছটা

বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের মূল অর্থনৈতিক বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত। তিনি ফেডারেল কন্ট্রোল অব ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যাক্ট এর প্রচন্ড বিরোধী ছিলেন। কেননা, মূলত এ আইনের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষকে পাশ কাটিয়ে শিল্প খাতের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের ১৫০ টি বৃহৎ শিল্প ইউনিটে ৩৫০ মিলিয়ন (৩৫ কোটি) টাকা বরাদ্দ করে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের ৪৭ টি অনুরুপ শিল্প ইউনিটের বিপরীতে বরাদ্দ হয় মাত্র ২০ মিলিয়ন (২ কোটি) টাকা (রহমান ২০১৮)।

তেমনি ভাবে, পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি খাতে বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি সম্প্রসারণে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে যার পরিমাণ ১.৯ বিলিয়ন বা ১৯৮ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকেরা রপ্তানীযোগ্য অত্যন্ত উন্নত জাতের পাট উৎপাদন করতো। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত এসব পাট রপ্তানির আয়ের ৯০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানিদের বার্ষিক আমদানি ব্যয় মেটাতে সেখানে চালান করা হতো। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের কর্ণফুলি পেপার মিল এবং প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলের মত বড় বড় শিল্প ইউনিটগুলো পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্প মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছিল (রহমান ২০১৮)।

বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের সাধারন মানুষের জীবন মান পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। আর তাই তিনি যখন পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারে শিল্প মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন তখনই তিনি প্রথমে এ অঞ্চলে শিল্পের বিকাশে মনোনিবেশ করেন। তিনি কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য ন্যায্য অর্থনৈতিক পাওনার হিস্যা আদায়ের দাবি তুলেন। প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবনাসমূহের সারাংশ নিম্নোক্তরুপে উপস্থাপিত হতে পারে:

- সকল আমদানি লাইসেন্স প্রাদেশিক সরকার ইস্যু করবে
- পাট, তুলা এবং তৈরি পোষাক শিল্প খাতসমূহ প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে
- পূর্ব পাকিস্তানে আমদান-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের একটি অফিস স্থাপিত হবে
- পূর্ব পাকিস্তানে সাপ্লাই এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর মহাপরিচালকের এর একটি আলাদা অফিস স্থাপন করতে হবে
- বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ৫০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করতে হবে যা পূর্বে ছিল মাত্র ১০ ভাগ

বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবমতে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাস হতে পূর্ব পাকিস্তান এর শিল্প ও বাণিজ্যখাতের পূর্ণ কর্তৃত্ব পাওয়ার কথা ছিল। এমনকি, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের উৎস সন্ধানে তিনি একটি অর্থনৈতিক কমিশন গঠনের প্রস্তাব রেখেছিলেন। এ প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠিত হয়েছিল যাতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদগণ বঙ্গবন্ধুর অভিমতের প্রতিফলন ঘটান (রহমান ২০১৮)।

(চ) কুটির শিল্প সংস্থা গঠনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা : ১৯৫৭ সালে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প বিল নিয়ে অধিবেশনে সর্বাধিক আলোচনা হয়। উক্ত বিল অনুযায়ী সরকার প্রদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসার ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে

একটি কর্পোরেশন গঠন করবেন মর্মে উল্লেখ করা হয়। এই কর্পোরেশন কুটির শিল্পীদের সাহায্য করবে। বিলটির ডকসিল পাশ করার সময় বিরোধীদল হতে ডিভিশন দাবী করা হয়। এই ডিভিশনের ৫৯ ভোটের ব্যবধানে বিরোধীদল চরমভাবে পরাজিত হয়। বিল পাশের পর শ্রী পিসি লাহিড়ী বিলটির জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু অনুরোধ করেন যে ভবিষ্যতে সরকার যেন গরীব জনসাধারণের সুবিধার জন্য অন্ততপক্ষে অধিকাংশ শেয়ার দশ টাকা মূল্যের করার চেষ্টা করেন। শিল্প মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, সরকার প্রয়োজন মনে করলে বিলটি ভবিষ্যতে জনস্বার্থের জন্য নতুন করে সংশোধন করবেন কারণ, এই বিল জনকল্যাণের জন্যই প্রণীত। —সংবাদ, ১৫ মার্চ, ১৯৫৭

তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করার লক্ষ্যে ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনকল্পে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে) প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১৯৫৭ সালে 'ইস্ট পাকিস্তান স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন অ্যাক্ট' উপস্থাপন করেন। যার মাধ্যমে ইপসিক প্রতিষ্ঠিত হয়- স্বাধীনতা উত্তর কালে যা " বিসিক " নামে আত্মপ্রকাশ করে। বিসিক দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বিসিকের মাধ্যমেই মূলতঃ দেশে শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১৯৫৭ সালে ইপসিক (বর্তমানে বিসিক) বিল উত্থাপন করেন তৎকালীন বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (সূত্র: ডিএফপি)

(ছ) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ও ইনভেস্টমেন্ট কোঃ শেয়ার ক্রয়ের আবেদনঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ও ইনভেস্টমেন্ট কোঃ এর শেয়ার ক্রয়ের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিবৃতি-

পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে জনসাধারণের নিকট "ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট" ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করবার আবেদন জানান। তিনি বলেন, দেশে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ও ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী স্থাপন করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য। ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হতে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের কাজে উহা কতটুকু ফলপ্রদ হবে। তিনি চাকায়

এক বিবৃতি প্রসঙ্গে উক্ত মন্তব্য করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্যগুলি হচ্ছে-(১) প্রাইভেট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী মধ্য মেয়াদী ঋণদান করত; এই গুলিকে বিস্তার ও আধুনিকীকরণের কাজে সাহায্য করা, (২) অন্য কোন কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত শেয়ার ষ্টক, ডিবেনচার ষ্টক, বোন্ড আবলিগেশন এবং সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয় করা বা এগুলিতে মূলধন খাটানো। (৩) মূলধন নিয়োগ করার একটি সুনিশ্চিত পন্থা উদ্ভাবন করা, (৪) যে কোন কোম্পানীর গঠন ম্যানেজমেন্ট, সুপারভিশন এবং নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ব্যাপারে অংশগ্রহণ করা, (৫) যে কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কিংবা জাতীয় উন্নতি সাধনকল্পে স্থাপিত যে কোন শাখা প্রতিষ্ঠানে আবশ্যকভাবে অর্থদান করা এবং (৬) উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা প্রাক্তন কর্মচারীদের পারিবারিক মঙ্গল সাধন করা ইত্যাদি। তিনি বলেন, "১কোটি ৫০ লক্ষ ১০ টাকা মূল্যের শেয়ারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্যাপিটাল পনের কোটি টাকা হবে এবং ইকুইটি কেপিট্যাল প্রায় ২ কোটি টাকার মত হবে। উক্ত ইকুইটি কেপিট্যালের শতকরা ৪০ ভাগ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি হতে উঠান হবে। পাকিস্তান সরকার প্রতিষ্ঠানকে ১৫ বৎসরের মেয়াদে ৩ কোটি টাকা সুদ ব্যতিরেকে ঋণদান করবেন। পাকিস্তানের ষ্টেট ব্যাংক দিবে ২ কোটি টাকা (সঙ্গসুদে) এবং বিশ্ব ব্যাংক দিবে ৪১ লক্ষ টাকা (স্বাভাবিক সুদে)। ২৫ হাজার টাকা মূল্যের শেয়ার ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টার হতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানের প্রথম ডাইরেকটরদের প্রত্যেককে নিজ হতে কিংবা নিজের বন্ধুবান্ধবদের নিকট হতে ৫ লক্ষ টাকা প্রতিষ্ঠানকে দান করতে হবে। ঢাকায় একটি রিজিওন্যাল অফিস স্থাপিত হবে। --দৈনিক ইত্তেহাদ, ২ এপ্রিল ১৯৫৭

(জ) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় (বয়লার দপ্তর) চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় স্থানান্তর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে তাঁরই গৃহীত পরিকল্পনায় ১৯৫৭ সালে বয়লার অফিস চট্টগ্রাম হতে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়।

তথ্যসূত্র :

১। সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু, প্রথম খন্ড (পঞ্চাশের দশক), দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১৮,বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

২। Rahman, A. D. (2018),"Bangabandhu's Thoughts on Development: Focus on Industrialization", The Financial Express, 14.8.2018.

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকারের পিছায়ন অভিযাত্রা (১৯৭২-১৯৭৫)

তৃতীয় অধ্যায়
স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকারের শিল্পায়ন অভিযাত্রা (১৯৭২-১৯৭৫)

বাঙালীর ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শিল্পায়নের যে দিক নির্দেশনা জাতিকে প্রদান করেছিলেন তার একটি খন্ডচিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

৩.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন এবং ১৯৭২-৭৫ সালে বাংলাদেশে শিল্পায়ন

বঙ্গবন্ধু ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামলের পূর্বের এবং সমসাময়িক বাংলার গৌরবময় অতীত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বাংলার এ অতীত এখানকার মানুষের যথাযথ অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনেক পূর্বেই তিনি এ সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন (রহমান ২০১৮)। কার্যতঃ তিনি পাকিস্তানের সূচনা লগ্ন থেকেই এরুপ আন্দোলনের ভিত রচনা করেন। কেননা, তিনি পাকিস্তানি সরকারের শোষণের নীতি গণমানুষের নেতা হিসেবে এবং পরবর্তীতে প্রাদেশিক সরকারে স্বল্পকালিন একজন মন্ত্রী হিসেবে খুব কাছে থেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, ১০ জানুয়ারি'১৯৭২

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ভূমি ছাড়া কিছুই পাননি। রাস্তা-ঘাট ভাঙাচুরা, রেললাইন উপড়ানো, সেতু ব্রীজ ধ্বংসপ্রাপ্ত, ধসে পড়া অর্থনীতি। আর ছিল কোটি কোটি অনাহারী মানুষ। সর্বোপরি, অত্যন্ত কঠিন ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল (রহমান ২০১৮)। তবুও তিনি হতাশ হননি। অসম্ভবকে সম্ভব করে বঙ্গবন্ধু এক বছরের মধ্যে দেশ পুনর্গঠনে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন (সেলিম ২০২১)। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষকে

পুর্নবাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নাম মাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১০০০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ, দুঃস্থ নারীদের কল্যাণের জন্য নারী পুর্নবাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, বিনা ও স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরন, পাকিস্তানিদের পরিত্যাক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারির কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা ও আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যা মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করা এবং দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা।

৩.২ বাংলাদেশ, নব অরুণোদয়ের দেশে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে উন্নয়নের ব্যাপক উদ্যোগ

(ক) স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু ঘোষনা করলেন, "আমরা এই যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত দেশকে সোনার দেশে পরিণত করবো। ভবিষ্যতের বাংলায় মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। এটা হবে এক শোষণমুক্ত সমাজ। তোমরা কলে কারখানায়, ক্ষেতে খামারে উৎপাদন বাড়াও। আমরা অবশ্যই পরিশ্রম করে দেশকে গড়ে তুলবো। আসুন, আমরা সবাই মিলে কঠোর পরিশ্রম করে এই বাংলাকে আবার সোনার বাংলায় রুপান্তর করি"(রহমান ২০১৮)।

(খ) শিল্প মন্ত্রনালয় গঠন

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর টেকসই ও সুষম উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নামে একটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

৩.৩ শিল্পের প্রসার

৩.৩.১ কৃষি ও শিল্পের প্রসার

বঙ্গবন্ধু কৃষি ও শিল্পকে যথার্থই দেশ গঠনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষি শুধু মানুষকে আহারই দিবেনা বরং বেশির ভাগ মানুষের জন্য এটি অনাগত দিনে তাদের আয়ের প্রধান উৎস হবে। তিনি আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষিই হবে আমাদের মত দেশের জন্য শিল্পের কাঁচামাল যোগানের উৎস। তাই তিনি কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। তন্মধ্যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনঃনির্মান, জরুরী ভিত্তিতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে কৃষকদের হাতে পৌঁছানো নিশ্চিত করা, বীজ বিতরন নিশ্চিত করা, কৃষিঋণ অনাদায়ে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসনামলে দায়ের করা দশ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা বাতিল করা, কৃষিপণ্যের ন্যূনতম মূল্য ধার্য্য করা, দরিদ্র এবং প্রান্তিক চাষিদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালুকরণ ইত্যাদি প্রবিধাণযোগ্য।

তাছাড়া, বঙ্গবন্ধু কৃষি ও শিল্প খাতের পারস্পারিক পরিপূরকতার বিষয়ে সচেতন ছিলেন। উদাহরণ স্বরুপ, সার কৃষি উৎপাদনের একটি অন্যতম উপকরণ যা শিল্প খাতের বিকাশ ব্যতিত নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি সার কারখানা সচল করতে এবং দেশজুড়ে নতুন নতুন সার কারখানা স্থাপনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন যে, শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। এক দিকে শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরস্ত পণ্যের চাহিদা মেটানো এবং বিদেশে রপ্তানি; অন্যদিকে শিল্পায়নের ফলে ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যার অনেকের কর্মসংস্থান হবে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই একটি যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত দেশ যার কোন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নেই, কোন বিদেশি বিনিয়োগ নেই, অতি নগন্য পূর্ব-পশ্চাৎ সংযোগ ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিল্পোদ্যোক্তার অভাব এমন বাস্তবতায় শিল্পায়নই বোধ হয় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যা বঙ্গবন্ধুকে তখন মোকাবেলা করতে হয়েছিল (রহমান ২০১৮)।

৩.৩.২ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পায়নের যাত্রা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে মহান বিজয়ের পরপরই 'দি এক্টিং প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ১' এর মাধ্যমে মোট ৭৭৫ টি সংস্থাকে জাতীয়করণ করা হয় এবং সেগুলোর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োজিত কতিপয় ব্যবস্থাপনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত হয় (মোনেম, ১৯৯৯)। সদ্য-স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু যথাযথই রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প বিকাশের ধারাকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানি মালিকদের ছেড়ে যাওয়া সমস্ত ব্যাংক, বীমা, পাটকল, চিনিকল, বস্ত্র কারখানা জাতীয়করণ করেছিলেন। পাকিস্তানি শিল্পপতিরা তাদের প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা পূরণের জন্যই তিনি এসব শিল্প ইউনিট জাতীয়করণ করেন (জাফরুল্লাহ, ১৯৯৮)। উপরন্তু, তিনি এসব প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানায় নিয়েছিলেন কেননা, তিনি সারা জীবন সামাজিক ন্যায় বিচারের পক্ষে ছিলেন। তাই তিনি সরকারি এসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাধারন মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূলতঃ জাতীয়করণের এ ধারা তৎকালীন সরকারের সমাজতান্ত্রিক নীতিরই প্রতিফলন ছিল (কাশেম ও অন্যান্য, ২০০০)। জাতীয়করণকৃত এসব বৃহৎ ও শক্তিশালী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এর প্রাথমিক ফলাফলও ছিল দৃশ্যমান। স্বাধীনতার প্রথম বছরেই দেশের পাটকলগুলোর উৎপাদনের হার সেগুলোর সক্ষমতার শতকরা ৫৬ ভাগে উন্নীত হয়েছিল।একই ভাবে বস্ত্রকল, কাগজকল এবং সার কারখানার উৎপাদন যথাক্রমে সেগুলোর সক্ষমতার শতকরা ৬০ ভাগ, ৬৯ ভাগ এবং ৬২ ভাগে পরিচালিত হচ্ছিলো। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিটিই পাকিস্তান আমলের চেয়ে অধিক মাত্রায় উৎপাদন করছিল (চৌধুরী, ২০০২)।

৩.৩.৩ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অভিপ্রায় অনুযায়ী পরিকল্পিত উপায়ে দেশ গঠন এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৩-১৯৭৮। এই পরিকল্পনার উদ্দ্যেশ্যসমূহের মধ্যে কৃষি ও শিল্পখাতসহ প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে উৎপাদন সক্ষমতা সময়োপযোগিমাত্রায় বৃদ্ধি করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি শিল্পসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ ছিল। পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশে খাতওয়ারিকর্মসূচিতে শিল্পকে একটি সনাতন খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় সরকারি (public sector) শিল্পখাত সম্প্রসারণ এবং বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। কৃষির উন্নয়নকল্পে সার, বীজসহ অন্যান্য ইনপুটসমূহের নিরবচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত করা, ধাতব পণ্য, চামড়া পণ্যকে উৎসাহিত এবং সহযোগিতা প্রদান করার বিষয়টিও উক্ত পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত ছিল।

৩.৩.৪ প্রথম শিল্প নীতি প্রণয়ন

শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে টেকসই ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালের ৮ জানুয়ারি ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে Industrial Investment Policy,1973 প্রণীত হয়। এটিই মূলতঃ এদেশের শিল্প উন্নয়নের প্রথম পরিকল্পনা-দলিল। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে ম্যানুফেকচারিং খাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে New Industrial Investment Policy,1974 এবং বেসরকারি খাতে পরিচালিত শিল্পের প্রবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭৫ সালে প্রণয়ন করা হয় Revised Investment Policy, 1975|

৩.৩.৫ পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত শিল্প কলকারখানা জাতীয়করণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে শিল্পায়ন জোরদারকরণে The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalization) Order, 1972 (President's order no. 27 of 1972) ঘোষণা করেন। দেশ পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক খাতে স্থিতিশিলতা আনয়ন, নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াসে পাকিস্তানিদের পরিত্যাক্ত ব্যাংক, বীমা ও শিল্প ইউনিট

জাতীয়করণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।এই অধ্যাদেশ বলে সরকারের জাতীয়করণ নীতির আওতায় ৫৯৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অধিগ্রহণ করা হয়।

পরবর্তীতে সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫৯৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর মধ্যে ৫২১টি প্রতিষ্ঠান হতে পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়। অবশিষ্ট ৭২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন [বিসিআইসি] এর মাধ্যমে ১০টি চালু কারখানাসহ মোট ১৬টি, বাংলাদেশ সুগার এ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন [বিএসএফআইসি] এর মাধ্যমে ১৭টি এবং বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন [বিএসইসি] এর মাধ্যমে ৯টি সহ মোট ২৯টি প্রতিষ্ঠান চালু রেখেছে। অবশিষ্ট ৪৩টি প্রতিষ্ঠান অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়েছে।

৩.৩.৬ কর্পোরেশন/সংস্থা গঠন

১৯৭২ সালে The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalization) Order, 1972 (রাষ্ট্রপতির ২৭নং অধ্যাদেশ) এর ধারাবাহিকতায় এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বর্তমান শিল্পায়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

৩.৩.৬.১ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

ক. বিসিআইসি এর অধীন চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ-

১) শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ।

২) চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ।

৩) যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ।

৪) আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ।

৫) ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ।

৬) টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ।

৭) কর্ণফুলী পেপার মিলস লিঃ।

৮) ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ।

৯) বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরী লিঃ।

১০) উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরী লিঃ।

খ. বিসিআইসি এর অধীন বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ

১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিঃ।

২) খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লিঃ।

৩) কর্ণফুলী রেয়ন এন্ড কেমিক্যালস।

৪) নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিঃ।

৫) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ।

৬) ঢাকা লেদার কোম্পানী লিঃ

৩.৩.৬.২ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২৭ নম্বর আদেশ মূলে (P.O.-২৭) বাংলাদেশ সুগার মিলস কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড এন্ড অ্যালাইড কর্পোরেশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে দুটি কর্পোরেশন একত্রীভূত হয়ে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন গঠিত হয়। তাঁর সময়কালে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এর ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এ সময় মৃতপ্রায় সেতাবগঞ্জ চিনিকলের প্রতিস্থাপনের (১৯৮৪ সালে প্রতিস্থাপিত) সরকারি নির্দেশনার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে ফরিদপুরের মধুখালীতে ফরিদপুর সুগার মিলস লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২-৭৫ সালে চিনিকলগুলো ২,০৬,১৫৫ মে টন চিনি উৎপাদন করে। এই উৎপাদন ছিল লক্ষ্যমাত্রার ১০৭.০৯% যা ঐ সময়কালের রেকর্ড পরিমান উৎপাদন ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শাসনকালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ১৯৭২-৭৫ সময়কালে বিএসএফআইসি এর অধীন নিম্নোক্ত আরও ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প ছিল। তৎকালীন সময় কর্পোরেশনের অধিনে গৃহীত অন্যান্য ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প নিম্নরূপঃ

১. ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন;
২. নিবিড় ইক্ষু উন্নয়ন ও আখ চাষ ঋণদান প্রকল্প গ্রহণ;
৩. চিনিকলের খামার আধুনিকীকরণ প্রকল্প গ্রহণ;
৪. কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন;
৫. দ্বিতীয় চোলাই (সেকেন্ড ডিস্টিলারী) কারখানা স্থাপন;
৬. নর্থবেঙ্গল চিনিকলের সমতায়ন ও আধুনিকীকরণ ;

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট: দেশের চিনিশিল্পের গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধু ঢাকার মনিপুরী পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত ইক্ষু চারা পরীক্ষাগার পুনর্গঠন করে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন।

৩.৩.৬.৩ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যাবহতি পরে বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান (জাতীয়করণ) অধ্যাদেশ ১৯৭২ (প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ২৭ অব ১৯৭২) আইন পাশ করেন। তদানুযায়ী বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন গঠন করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে আইনটি বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রারম্ভিক ভাবে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন ৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরে বিএসইসি নিজস্ব উদ্যোগে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ নামে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ সরকারি নির্দেশনা, মুলমালিকানায় ফেরত ও হস্তান্তরের ফলে বর্তমানে করপোরেশনের ব্যবস্থাপনায় ৯ টি চালু ও ৪টি বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি., ইস্টার্ন টিউবস লি., গাজী ওয়্যারস লি., জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোং. লি., বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লি. এবং ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লি. এর ১০০% শেয়ার বিএসইসি'র তথা সরকারের বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণে চালু ০৯ (নয়) টি শিল্প প্রতিষ্ঠান-

চলমান শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ	বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান
(১) প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (১০০% শেয়ার সরকারের)	১। কোরাইশি স্টীল লি.
(২) এটলাস বাংলাদেশ লি.	২। বাংলাদেশ স্টীল ইন্ডাস্ট্রিজ লি.
(৫১% শেয়ার সরকারের ৪৯% শেয়ার জনসাধারনের)	৩। রহিম মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি.
(৩) জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোং. লি.	৪। প্রিন্স আয়রণ এন্ড ষ্টিল ইন্ডাষ্ট্রিজ লি.
(১০০% শেয়ার সরকারের)	
(৪) ইষ্টার্ন টিউবস লি.(১০০% শেয়ার সরকারের)	বিনিয়োগ
(৫) গাজী ওয়্যারস লি.(১০০% শেয়ার সরকারের)	১। বাংলাদেশ হোন্ডা লিমিটেড ৩০% শেয়ার

(৬) ন্যাশনাল টিউবস লি. (৫১% শেয়ার সরকারের, ৪৯% শেয়ার জনসাধারনের) (৭) ইস্টার্ন কেবলস লি. (৫১% শেয়ার সরকারের ৪৯% শেয়ার জনসাধারনের) (৮) ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লি. (১০০% শেয়ার সরকারের) (৯) বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লি. (১০০% শেয়ার সরকারের)	২। জিইসি ২৫.৪৭% শেয়ার

৩.৩.৬.৪ বিসিক : ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ১৫৬ নং অধ্যাদেশ (২য় সংশোধনী) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন গঠিত হয়। বিসিকের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশে শিল্পায়নের প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তোলেন। অক্টোবর ১৯৭৩ সালে বিসিককে Bangladesh Small Industries Corporation (BSIC)এবং Bangladesh Cottage Industries Corporation (BCIC) দু'টিভাগে বিভক্ত করা হয়। এ সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্যান্ডলুম কারখানা স্থাপিত হয় এবং বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড এবং বাংলাদেশ সেরিকালচার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করা হয়।

১৯৭৫ সালে উল্লিখিত কর্পোরেশন দুটি একত্রিত করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন সৃষ্টি করা হয়। ঐ সময় এই করপোরেশন থেকে হ্যান্ডলুম কারখানা এবং সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজকে পৃথক করে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড এবং বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ড গঠন করা হয়। বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্পখাতের উন্নয়ন ও বিকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একই সাথে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ তারিখে রাঙ্গামাটিতে বিসিকের পার্বত্য চট্টগ্রাম কুটির শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

পার্বত্য জেলাসমূহ (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) মূলত বাংলাদেশের অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ অঞ্চল। এ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য বিসিক কর্তৃক সত্তরের দশকে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলের ভূমিহীন দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিসিক কর্তৃক ১৯৭৪ সালে কুটির শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির (CIDP) মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালিত হতো। প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে রয়েছে তাঁতে বস্ত্র বুনন, পোশাক সেলাই, কাঠের কাজ, বাঁশবেত, বাটিকপ্রিন্ট, কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল, প্লাস্টিক শিল্প ও পুঁতি শিল্প। পরবর্তী সময়ে এই প্রকল্প টি রাজস্ব খাতভুক্ত হয়। এ থেকেই দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং শিল্প উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তা চেতনা এবং আবেগের বিষয়টি বুঝতে পারা যায়। বিসিক বঙ্গবন্ধুর সেই শিল্প উন্নয়ন দর্শনের আলোকেই কাজ করে যাচ্ছে।

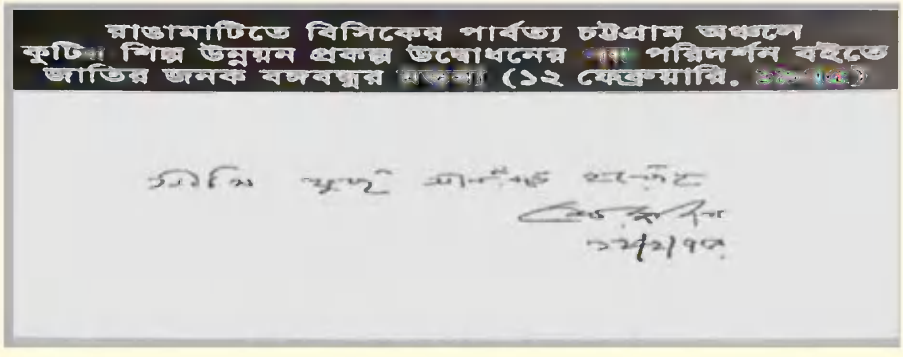

১৯৭২-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিসিকের কার্যাবলী :

১। ঋণদান কার্যক্রম ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তাকরণ ;
২। ১৮টি জেলায় ১টি করে শিল্পনগরী কার্যক্রম (১৯৭৫ সাল পর্যন্ত);
৩। ১৯৭২ সালে সুতা, রং ও বস্ত্র শিল্পের অন্যান্য কাঁচামাল আমদানি করে তা উদ্যোক্তাদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বিতরণ;
৪। একই সময়ে তাঁত ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্পকে সহায়তাদানের লক্ষ্যে দেশের তাঁতঘন এলাকাসমূহে বেশ কয়েকটি সেবা সুবিধা কেন্দ্র (Service Facilities Centre -SFC) স্থাপন করা হয় যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ তাঁতবোর্ডের আওতায় ন্যস্ত হয়;
৫। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে বিসিকের সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং ১৯৭৫ সালে বিসিক থেকে আলাদা হয়ে যায় বাংলাদেশ তাঁতবোর্ড ও বাংলাদেশ রেশম বোর্ড;
৬। বিসিক নকশা কেন্দ্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কুটির শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরির উদ্দেশ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু ;
৭। এ সময়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংক্রান্ত জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ;
৮। কারুশিল্প ও হস্তশিল্প প্রদর্শনীর কার্যক্রম গ্রহণ;
৯। বিসিক কর্তৃক মেলা আয়োজন।

৩.৩.৬.৫ বিটাক : একীভূত শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র (আইআরডিসি) এবং শিল্প উৎপাদনশীলতা সেবা (আইপিএস) কেন্দ্র কে ১৯৭২ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) চালু করা হয়। ১৯৭২ সালের ২৯ জুলাই ৪ একর জায়গার ওপর বিটাক, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে "BITAC BY-LAWS" অনুমোদিত হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরী ও মেরামত এবং গবেষণা ও উন্নয়ন দ্বারা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও হস্তান্তরই হলো এর প্রধান কাজ।

৩.৩.৬.৬ লবন শিল্প : লবণ উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিসিকের মাধ্যমে ১৯৬১ সাল থেকে দেশে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয় এবং অদ্যাবধি বিসিক সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে লবণ উৎপাদন পরিস্থিতি সফলতার সাথে মনিটরিং, লবণের গুণগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে বিসিক ২০০০ সাল হতে লবণ চাষীদের মাঝে সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে পলিথিন পদ্ধতির মাধ্যমে লবণ চাষ করার প্রচলন করেছে। বর্তমানে প্রায় ৬০,০০০ একর জমি লবণ উৎপাদনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় লবণনীতি অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় বিসিক লবণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। কক্সবাজারে অবস্থিত বিসিকের লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যালয়ের আওতাধীন ১২টি লবণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে লবণ চাষে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং নিয়মিত ভাবে লবণ উৎপাদন ও মজুদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

অরুয়া খালী লবণ মার্চ পরিদর্শন করেন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭৫ ইং-১৭ই মার্চ

৩.৪ শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন গঠন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে সরকারি মালিকানাধীন জাতীয়করণকৃত ও সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন গঠন করেন। গঠিত মজুরি কমিশনের আলোকে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের এনআইডি/৩৭/৭৩/৯৫৮ নং প্রজ্ঞাপনে প্রথম মজুরি কাঠামো এবং প্রান্তিক সুবিধাদি ঘোষণা করা হয়।

৩.৫ মান নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পণ্য মান নিশ্চিতকরণ

(ক) বিএসটিআই: ১৯৭২ সালে ৮০২টি স্ট্যান্ডার্ডকে বিএসটিআই কর্তৃক বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডে রূপান্তর করা হয়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরী (CTL) ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সটিটিউশন (BDSI) প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে ২২টি বাংলাদেশ মান (বিডিএস) প্রণয়ন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে Bangladesh Standards Institute (BDSI) আন্তর্জাতিক মান সংস্থা International Organization for Standardization (ISO) এর সদস্য পদ লাভ করে।

১৯৭৫ সালে বিএসটিআই আন্তর্জাতিক খাদ্য মান সংস্থা Codex Alimentarius Commission (CAC) এর সদস্য পদ লাভ করে।

৩.৬ বেসরকারিকরণের পটভূমি ও কার্যধারা

জাতীয়করণের অল্পকাল পরেই রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমান্বয়ে অলাভজনক হতে থাকে এবং নানাবিধ আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত সমস্যায় নিপতিত হয় (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯)। এ পরিস্থিতিতে সরকারের অর্থনৈতিক

নীতি কাঠামো ক্রমে বহির্মুখি বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অদক্ষতা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু এবং ব্যক্তি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারিকরণ নীতি গ্রহণ করে (ভট্টাচার্য, ২০০০)। সে সময় শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের বিপরীতে দেশে বেসরকারিকরণের যে কৌশল গৃহীত হয়েছিল তার পরিধি ছিল নানামুখি এবং ব্যাপক। ব্যক্তি বিনিয়োগের সুযোগ ও সীমা নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ এবং নমনীয়করণ ছাড়াও এসকল পদক্ষেপের মধ্যে ছিল- (ক) বৃহৎ পরিসরে পুঁজি প্রত্যাহার কার্যক্রমের আওতায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর;

(খ) নির্ধারিত কতিপয় সরকারি কর্পোরেশন কে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর;

(গ) ব্যবস্থাপনা চুক্তির আওতায় কিছু সরকারি সংস্থা লীজ প্রদান;

(ঘ) সরকারি সংস্থার শেয়ার অফ লোডের মাধ্যমে সাধারণ শেয়ার মালিকানা গ্রহণ (ভট্যাচার্য, ২০০০)।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যখন জাতীয়করণ নীতি অনুসৃত হচ্ছিল, তখনও ৪৬২ টি শিল্প ইউনিট ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়েছিল যেগুলো ছিল মূলতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। এ সকল প্রতিষ্ঠান সরাসরি তাদের মূল মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল অথবা, বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল কিংবা ব্যক্তি মালিকায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অধিকন্তু, ১৯৭২-৭৫ সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত আরও ১২০ টি ছোট প্রতিষ্ঠান হতে পুঁজি প্রত্যাহার করে কোন না কোন ভাবে ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল (মোনেম, ১৯৯৯)।

৩.৭ শিল্প সম্প্রসারণে বেসরকারিকরণে পৃষ্ঠপোষকতা

উদ্যোক্তা-বান্ধব বঙ্গবন্ধু সব সময়েই চাইতেন যাতে দেশে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে। এ জন্য তিনি ব্যক্তি খাতের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতেন। তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পরামর্শ দিতেন। এমনকি, তিনি যখন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প মন্ত্রী ছিলেন সে সময়েও তিনি ব্যবসা সহযোগী, পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছিলেন। তিনি ব্যবসায় পরিচালন ব্যয় ও সময় হ্রাস করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। সেসময় তিনি দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারিদেরকে পাকিস্তানে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করতেন এবং এ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তগনকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু যখন সঙ্গত কারনেই শুরুতে জাতীয়করণের মাধ্যমে শিল্প খাত সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেন, তাঁর মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ছিল ব্যক্তি খাতের বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। এটি তাঁর সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এবং নব্যস্বাধীন দেশের বাজেট প্রস্তাবনাসমূহে পরিস্ফুটিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বছরের বাজেটে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা ২৫ লাখ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া, ব্যক্তি খাতে নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। অধিকন্তু, তাঁর সরকারের আমলে ১৩৩ টি পরিত্যক্ত শিল্প ইউনিট ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, তাঁর সরকারের আমলেই শিল্পের বিরাষ্ট্রিকরণের প্রক্রিয়া সূচিত হয়।

-মূল রচনা থেকে পুনর্লিখিত, পরিমার্জিত ও ভাষান্তরিত

তথ্যসূত্র

(১) বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৯), বাংলাদেশে বেসরকারিকরণ, প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড, ঢাকা; cited by Chowdhury, S. A (২০০২).

(২) Bhattacharya D. (2000), "Performance Contracting in the Era of Privatization: The Experience of Bangladesh" , Privatization-Experience of Asian Countries, Asian Productivity Organization, Tokyo; cited by Chowdhury, S.A (2002).

(৩) Chowdhury, S. A.(2002), "Privatization in Bangladesh: A Studz on Different Regimes", Social science Review, The Dhaka University Studies, Part-D, Vol-19, No-2, December,2002, pp.247-258.

(৪) Kashem, J. A., Uddin, A. M.M.N & Ahad, S. M. A. (2000), "Privatization-Experience of Asian Countries,Asian Productivity Organisation, Tokyo; cited by Chowdhury, S.A (2002).

(৫)Monem, N. (1999), "Privatization-Theoritical Issues and Polotical Dimensions", Social Science Review, The Dhaka University Studies, Part-D, Vol-16, No-2; cited by Chowdhury, S.A (2002).

(৬) Rahman, A. D. (2018), "Bangabandhu's Thoughts on Development: Focus on Industrialization", The Financial Express, 14.8.2018.

(৭) সেলিম, শেখ ফজলুল করিম (২০২১), বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ; ত্রয়ী প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

(৮) Zafarullah, K. (1998), "The Privatization Process", Bangladesh-a Quarterly News Magazine, Vol-18, No-4, Summer-June; cited by Chowdhury, S.A (2002).

নবদিগন্তের পথযাত্রা
(১৯৯৬-২০০১)

চতুর্থ অধ্যায়
নবদিগন্তের পথযাত্রা
(১৯৯৬-২০০১)

বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ট্রাজেডির পর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আর্দশের উত্তরসূরি হিসেবে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রায় ধ্বংসস্তুপ থেকে শিল্প খাতকে উত্তরণের জন্য যুগান্তরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নবদিগন্তের পথযাত্রায় ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিল্প উন্নয়নের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো :

৪.১ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে বিশেষ অবদানের প্রেক্ষিতে দেশ আজ আর্ন্তজাতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ কৃষি নির্ভরশীল দেশ। কৃষিখাতে অভূতপূর্ণ সাফল্যের কারনে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ বারবার আলোচিত হয়েছে। প্রায় ১৭ কোটি জনগোষ্ঠির বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ন। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পেছনে শিল্প মন্ত্রনালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) রয়েছে বিশেষ ভুমিকা। বিসিআইসি'র রয়েছে ৬টি সার কারখানা সহ মোট ১০টি চালু শিল্প প্রতিষ্ঠান। বিসিআইসি'র নিজস্ব উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহের মাধ্যমে সাফল্যের সাথে ইউরিয়া, টিএসপি ও ডিএপি সার কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার ফলেই দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনির্মানে কাগজ, সিরামিক, স্যানিটারীওয়ার, গ্লাসশীট, সিমেন্টসহ অন্যান্য উপকরন ও উৎপাদন করে যাচ্ছে।

*** বিসিআইসি'তে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন গৃহীত প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ**

- **সার সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা**

কৃষিতে বর্তমান সরকারের বড় সাফল্য সার সরবরাহ ও সার ব্যবস্থাপনা। ১৯৯৬ সালের পূর্বে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় সার সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনায় বিএডিসি'র উপর অর্পিত ছিল। সেই সময় কৃষক পর্যায়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সার সরবরাহ না করতে পারায় ১৮ জন কৃষককে জীবন দিতে হয়েছে। বর্তমান সরকারের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে সার সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিসিআইসি'র দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কৃষক পর্যায়ে সার পৌছানোর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বর্তমানে কৃষক সার নিয়ে কোন হতাশা বা সংকট এর আশংকাকরেনা।

● ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ স্থাপন

দৈনিক ৮০০ মে. টন (বার্ষিক ২,৬৪,০০০মে. টন) ডিএপি সার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন 'ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি)-১' নামক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জুন ২০০০ সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৫৪৩.৬৭ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ৩১৭.৪৮ কোটি টাকা)। এছাড়া দৈনিক ৮০০ মে. টন (বার্ষিক ২,৬৪,০০০ মে. টন) ডিএপি সার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন 'ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি)-২' নামক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জুন ২০০০ সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৫৫৩.২০ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ৩৮৮.৮২ কোটি টাকা)। দেশে ফসফোটিক সারের চাহিদা মেটাতে চিটাগাং ইউরিয়া সার কারখানা প্রাঙ্গণে উপরোক্ত দুটি ডিএপি প্ল্যান্ট নিয়ে মোট ১৬০০ মে. টন

ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সার কারখানা স্থাপন করা হয় যার নাম 'ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ'। কারখানাটি বর্তমানে উৎপাদনে রয়েছে।

৪.২ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, দুর্নীতিদমন ও গ্রাম... মন্ত্রী থাকাকালীন একটি বিলের মাধ্যমে 'ইপসিক' তথা বর্তমান 'বিসিক' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বিসিক সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে উন্নয়নমুখী ও জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে বেসরকারি উদ্যোগে সারা দেশে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে শিল্প সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিল্প ক্ষেত্রে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে তা বাস্তব রূপ লাভ করে। বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে বিসিক প্রথম হতে যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছিল তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিসিক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হলো।

ক্র.	কার্যক্রমের নাম		অর্জিত সাফল্য
১.	শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	৩৭,৭২২ জন
		দক্ষতা উন্নয়ন	২৬,২৮৭ জন
২.	শিল্প নিবন্ধীকরণ	মাঝারি শিল্প	-
		ক্ষুদ্র শিল্প	৪,৩৬০ টি
		কুটির শিল্প	৩৯,৭৯৩ টি
৩.	নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ	উন্নয়ন	১,৫৭৩ টি
		বিতরণ	১৬,০৪৮ টি
৪.	কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ	সংগ্রহ	৩২২ টি
		বিতরণ	৪,২৬০ টি
৫.	মেলা আয়োজন		৯০ টি
৬.	লবণ উৎপাদন		৪২.৯২ লক্ষ মে.টন
৭.	সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন		৩২৩টি
৮.	সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রমের আওতায় পণ্য সরবরাহের আদেশ প্রাপ্তিতে সহায়তা		-
৯.	সাবসেক্টর স্টাডি প্রণয়ন ও প্রকাশ		১৪৯টি
১০.	শিল্প জার্নাল/প্রযুক্তি বার্তা প্রণয়ন ও প্রকাশ		৭টি
১১.	সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন		১৪টি
১২.	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন		১৬৭৫টি
১৩.	সৃষ্ট কর্মসংস্থান		২,৯৬,৫১৯ জন

৪.৩ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

(১) প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ক) মিতসুবিশি পাজেরো জীপ (ভি -৩১) গাড়ি সংযোজন ও বাজারজাতকরণঃ ১৯৬৬ সালে ব্যক্তি মালিকানায় ইংল্যান্ডের GMODC-এর কারিগরি সহযোগিতায় 'গান্ধারা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ'' চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের বাড়বকুন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণপূর্বক 'প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড' নামে বিএসইসি'র অধীনে

ন্যস্ত করা হয়। সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানটি এসইউভি (জীপ), বাস, ট্রাক, পিকআপ, ইত্যাদি যানবাহন সংযোজনপূর্বক বাজারজাত করছে। ১৯৯৬ সালে মিৎসুবিশি মোটরস করপোরেশন ও প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (পিআইএল) এর সাথে দ্বি-পাক্ষিয় দীর্ঘ মেয়াদি Component Supply Agreement(CSA) চুক্তির আওতায় পাজেরো জীপ (ভি-৩১) গাড়ী পিআইএল'র কারখানায় সংযোজন/উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। পাজেরো জীপ (ভি-৩১) মডেলের গাড়ীটি পিআইএল কর্তৃক সংযোজিত সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি গাড়ী এবং সুনামে সাথে এই মডেলের গাড়ীটি বাংলাদেশে বাজারজাত করা হয়। এছাড়া, ১৯৯৮ সালে পিআইএল কর্তৃক সংযোজিত পাজেরো জীপ (ভি-৩১) এর ১০ টি গাড়ী ভূটানে রপ্তানি করা হয়।

প্রগতির কারখানায় বডি সপ সেকশনে গাড়ী বডি ফিনিশিং করা হচ্ছে

খ) টাটা এলপিও ১৩১৬ বাসের সংযোজন ও বাজারজাতকরণঃ ব্যবসা সম্প্রসারনের নিমিত্ত প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি. ১৯৯৭ সালে টাটা মোটরস এর সাথে কম্পোনেন্ট সাপ্লাই এগ্রিমেন্ট (সিএসএ) স্বাক্ষর করে। এর ফলে ১৯৯৮ সাল হতে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড-এ টাটা এলপিও ১৩১৬ বাসের বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত শুরু করা হয়, যা অদ্যাবধি চলমান আছে।

প্রগতি'র কারখানায় তৈরীকৃত টাটা এলপিও ১৩১৬ বাসের বডি

(২) ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর পর্যন্ত বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা'র (করপূর্ব) বিবরণ

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থবছর				(কোটি টাকা)
		১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
১	প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	৪.০০	৩.৩৪	১.৭৭	২.১২	২.৬৩
২	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ	(০.৯৭)	(৮.২৮)	(১৪.৭০)	(৯.৯০)	(১.৮৬)
৩	ইস্টার্ন টিউবস লিঃ	১.৯	২.১৫	১.৯	২.১৩	২.২৪
৪	গাজী ওয়্যারস লিঃ	০.৪৫	০.৯৭	০.৬৪	০.২৬	০.১৭
৫	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ	১.৫৫	১.৯০	২.২২	২.০৫	১.৭৫
৬	চিটাগাং ড্রাইডক লি.	(৪.৪৬)	(৪.৯৫)	(২.২৩)	(২.১৬)	(১.১৫)
৭	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	৩.০৪	৫.১৬	৫.৪৮	৪.৪৫	১.৯১
৮	ন্যশনাল টিউবস লিঃ	৭.৭৩	২.৪০	৬.২৫	৮.৯৫	৪.৯২
৯	ইষ্টার্ন কেবলস লিঃ	৬.০২	২.৯১	৩.০৩	৩.২৫	৩.৩৭
	মোট	১৯.২৬	৫.৬০	৪.৩৬	১১.১৫	১৩.৯৮

(৩) ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর পর্যন্ত বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় রাজস্ব তহবিলে জমার পরিমাণ (ভ্যাট-ট্যাক্স)

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থবছর				(কোটি টাকা)
		১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
১	প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	১১.৮০	১১.৭০	১০.৮৬	১৪.০৫	১৪.৯৪
২	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ	৪.০৫	১.২৭	৪.৩৫	২.৭৬	৫.২৫
৩	ইস্টার্ন টিউবস লিঃ	২.৭৯	২.৯৫	২.৮৬	২.৭২	২.৯৩
৪	গাজী ওয়্যারস লিঃ	৩.৫০	৩.২৭	৩.২১	২.৪১	২.৩০
৫	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ	০.১৬	০.০৯	০.০৭	০.০৫	০.১২
৬	চিটাগাং ড্রাইডক লি.	০.২৬	০.৭৭	০.৭৮	০.৩৬	০.৪৯
৭	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	১৩.৩৫	১৪.০০	১৪.১৩	১৭.১৮	২০.২০
৮	ন্যশনাল টিউবস লিঃ	৫.৪৯	৪.২৮	৫.৩৮	৬.৪৬	৪.৭৩
৯	ইষ্টার্ন কেবলস লিঃ	১৮.৪৫	১১.৯৯	১০.২৭	৮.৩৭	৯.৪৭
	মোট	৫৯.৮৫	৫০.৩২	৫১.৯১	৫৪.৩৬	৬০.৪৩

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর পর্যন্ত বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রাধীন চালু প্রতিষ্ঠানসমূহ ৫৪.৯৮ কোটি টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব তহবিলে (ভ্যাট-ট্যাক্স) মোট ২৭৬.৮৭ কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে।

৪.৪ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ২৭ নং আদেশ মোতাবেক ১৬টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে বাংলাদেশ সুগার মিলস কর্পোরেশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সুগার মিলস্ কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ ফুড এন্ড এ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের একত্রীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন গঠিত হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন বা বিএসএফআইসি নামে অভিহিত। একত্রীকরণের সময় কর্পোরেশনের অধীনে ৭০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে সংস্থা দীর্ঘ বছর ধরে অতিক্রম করে উৎপাদন ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে।

চিনিশিল্প মূলতঃ কৃষি ভিত্তিক এবং কৃষিজাত কাঁচামাল নির্ভর। পল্লী এলাকায় গড়ে উঠায় এ শিল্প বহুমূখী উন্নয়ন ও জাতি সেবামূলক কর্মকান্ডে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রায় ২১ হাজার শ্রমিক/কার্মচারী ছাড়াও আনুমানিক ৫ লক্ষ কৃষক প্রত্যক্ষভাবে ইক্ষুচাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। চিনিশিল্পকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এলাকায় হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। চিনিশিল্পের উপজাত চিটাগুড় ও ইক্ষুর ছোবড়া কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় বেসরকারী খাতে ডিস্ট্রিলারী ও কাগজ শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের সুবিধা সৃষ্টিতে এবং গ্রাম বাংলার পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের অবদানের জন্য চিনিশিল্পের প্রভাব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া ইক্ষু ক্রয় বাবদ গড়ে প্রায় ৪০০-৫০০ কোটি টাকা এবং কৃষিঋণ বাবদ ৭০ কোটি টাকা প্রতি বছর ইক্ষুচাষীদের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রমের ফলে চিনিকল অঞ্চলে বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনের সহায়তা ও গ্রামীণ অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় কোষাগারে কর ও শুল্ক, পল্লী এলাকায় স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপন এবং ইক্ষুচাষির সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি কমর্কান্ড মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের যোগান ও দারিদ্র বিমোচনে বিএসএফআইসি একটি অনন্য ভূমিকা পালন করে।

১৯৯৬ সালে বিএসএফআইসি'র জন্য উল্লেখযোগ্য একটি বছর। এ সময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিনিশিল্পের উন্নয়নের জন্য বিএসএফআইসি'কে ব্যাপকভাবে চিনি আমদানি করার অনুমতি প্রদান করেন। তার এই সময় উপযোগী সিদ্ধান্তে চিনিশিল্প ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আমদানিকৃত চিনি হতে প্রায় ৩৭৫ কোটি টাকা লাভ করে। এই অর্থ হতে পরবর্তীতে ২০০১ সালে চিনিশিল্প নিজস্ব ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।

১৯৯৬ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময় কর্পোরেশনের ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম নিম্নরূপ

১. ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে কর্পোরেশনের অধীনস্থ ১৪টি চালু চিনিকলে ২৩৮৩৪৮১ মেঃ টন ইক্ষু মাড়াই করে ৭.৭১% চিনি আহরণ হারে মোট ১৮৩৯৩৪ মেঃ টন চিনি উৎপাদিত হয়। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে চিনি বিক্রয় লক্ষমাত্রা ২৪৩০২১ মেঃ টনের বিপরীতে ২৯১৯৭৫ মেঃ টন করা সম্ভব হয়েছিল যা লক্ষমাত্রার ১২০%। এছাড়া ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১৫০০ টিসিডি ক্ষমতা সম্পন্ন পাবনা চিনিকল স্থাপন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের পাবনা চিনিকল প্রকল্পটি সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদনও আরম্ভ করেছিল। এ সময়ে জাতীয় কোষাগারে কর ও শুল্ক খাতে ১৩৪.৪১ কোটি টাকা প্রদান করা হয় যা ১৯৯৪-৯৫ বৎসরে প্রদত্ত শুল্ক ও কর ১০৪.৬১ কোটি টাকার তুলনায় ২৮% বেশী।

২.১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের চিনিকলগুলোতে ২৫,৫৯,৫২৪ মেঃ টন ইক্ষু মাড়াই পূর্বক গড়ে ৮.৪০% চিনি আহরণ হারে ২,১৫,০০০ মেঃ টন চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ধার্য করা হয়। এর বিপরীতে চিনিকলগুলো

১৭,৬৩,১৫৩ মেঃ টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৭.৬৭% চিনি আহরণ হারে ১,৩৫,৩২০ মেঃ টন চিনি উৎপাদন করতে সক্ষম হয় । সরকারী কোষাগারে প্রদত্ত ভ্যাট, শুল্ক ও করের পরিমাণ গত বছর ১৩৪.৪১ কোটি টাকার স্থলে ১৮০.২৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৫-৯৬ অর্থবৎসরে অপেক্ষা ৩৪% বেশী ।

৩. ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে করপোরেশনের চালু ১৫টি চিনিকলে ২১,২১,৭৪৫ মেঃ টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৭.৮৪% চিনি আহরণ হারে ১,৬৬,৪৫৭ মেঃ টন চিনি উৎপাদন করতে সক্ষম হয় যা ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে উৎপাদন লক্ষমাত্রার ১১৫% বেশি । ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ১৬২,২৯৮ মেঃ টন চিনি বিক্রয় করা সম্ভব হয়েছে যা লক্ষমাত্রার ১১২% এবং ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের চিনি বিক্রয় ১,৪০,২১৮ মেঃ টনের তুলনায় ১৬% বেশি । ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে সরকারী কোষাগারে প্রদত্ত ভ্যাট, শুল্ক ও করের পরিমাণ ছিল ১৭৯,৪৫ কোটি টাকা ।

৪. ১৯৯৮-৯৯ সালে ১৫টি চিনিকল, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এবং ৩টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু ছিল । সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে ১৯৯৮-৯৯ সালে বিএসএফআই ২৭৬২৩২ মেঃ টন চিনি বিক্রয় করে । অন্যান্য পণ্যের মূল্য উঠানামা করলেও দেশব্যপী চিনির সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল থাকে ।

৫.১৯৯৯-২০০০ সালে ইক্ষুর একর প্রতি ফলন ২২.০০ মেঃ টন প্রাক্কলন করা হলেও উক্ত সময়কালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে চিনি আহরণ হার হয় ৭.৬৬% এবং মোট চিনি উৎপাদন হয় ১,২৩,৪৯৮ মেঃটন । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় প্রত্যয় ও সুষ্ঠু নির্দেশনায় চিনি আমদানীর মাধ্যমে করপোরেশন ১৯৯৬-২০০০ সময়কালে প্রায় ৩৭৫ কোটি টাকা লাভ করে । কেরু এন্ড কোং এর চিনিকলের সহযোগী শিল্প ডিস্টিলারীতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ২৮.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট এ এলকোহল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৭.০৪ লক্ষ প্রুফ উৎপাদন হয় ।

৬. ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আমদানিকৃত চিনি হতে প্রায় ৩৭৫ কোটি টাকা লাভ করে ।

ক্রমিক	বিবরণ	আয়	ব্যয়	লাভ/মুনাফা
১.	আমদানিকৃত চিনি, ১৯৯৬	১৩২০২৪২৫৯৮.০২	১২১৮৬১২৮৪৮.৭১	১০১৬২৯৭৪৯.৩১
২.	আমদানিকৃত চিনি, ১৯৯৭	৫১৪৫৬৭১৩৮৭.৮৩	৪৭৪৯৫৬৭২২৬.৮০	৩৯৬১০৪১৬১.০৩
৩.	আমদানিকৃত চিনি, ১৯৯৮	৩৭৩৩০৭৫৩৬৭.২৪	৩০৩০৪০৩২৮৫.৬৯	৭০২৬৭২০৮১.৫৫
৪.	আমদানিকৃত চিনি, ১৯৯৯	৪১৪১৮০৫২৭১.৬৬	২৩৯৮৫৭৫২৯৭.৯৮	১৭৪৩২২৯৯৭৩.৬৮
৫.	আমদানিকৃত চিনি, ২০০০	২৮৩৭২৬৮১৯২.৯৪	২০২৮৮২৩১৪১.৯০	৮০৮৪৪৫০৫১.০৪
	মোট	১৭১৭৮০৬২৮১৭.৬৯	১৩৪২৫৯৮১৮০১.০৮	৩৭৫২০৮১০১৬.৬১

পরবর্তীতে ২০০৬ সালে বেসরকারিখাতে চিনি আমদানি করার সুযোগ দেয়ায় এবং ৫০% চিনি বিদেশ রপ্তানির শর্তে বেসরকারিখাতে ৬টি রিফাইনারি স্থাপন করে ।

৪.৫ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা । সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিএসটিআই ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক মান সংস্থা-ISO (International Organization for Standardization)এর সদস্য পদ লাভ করে । জাতির পিতার এ মহান উদ্যোগের ফলে দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বিএসটিআই'র পদচারণা শুরু হয় । পরবর্তীতে বিএসটিআই অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা যথা: IEC, CODEX, OIML, APMP ইত্যাদি সংস্থার ও সদস্য পদ লাভ করে । জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে বিএসটিআই পণ্যের মান প্রণয়ন ও উন্নয়নে কারিগরি সহযোগিতা বিনিময়ের জন্য ভারতের মান সংস্থা

ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস) এর সাথে দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরসহ সৌদি আরব, তুরস্ক, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা এবং চীনের জাতীয় মানসংস্থা সমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করে।

এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদিত হয় তা নিম্নরূপ:

- আন্তর্জাতিক মানের Chemical Metrology Laboratory (CML) স্থাপন।
- Compressed Natural Gas (CNG) Mass Verification Laboratory স্থাপন।
- পোল্ট্রি ফিড, পাস্তুরাইজড মিল্ক, এলপিজি সিলিন্ডার, হ্যান্ডওয়াশ, বেবি ওয়েল, বেবি সোপ ও স্কিন ক্রিমসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ৭টি জাতীয় মান প্রণয়ন করা হয়েছে। গত৩ (তিন) বছরে৫২৮ (পাঁচশতআটাশ)টি জাতীয় মান প্রণয়ন করা হয়েছে।
- খাদ্যজাতপণ্য, শিশুখাদ্য, প্রসাধনসামগ্রী, বৈদ্যুতিকসামগ্রী, নির্মাণসামগ্রী, স্বর্ণ, বস্ত্রসামগ্রীর জনগুরুত্বপূর্ণ ৪৬ (ছেচল্লিশ) টি পণ্যকে (সিএম লাইসেন্সের) বাধ্যতামূলক তালিকার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ২২৯টি পণ্য বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক তালিকার আওতাভুক্ত হয়েছে।
- বিএসটিআই'র ৬টি ল্যাবরেটরির আওতায় ৩৫টি পণ্যের ৩০৫টি প্যারামিটারের ৪১১টি পরীক্ষণ পদ্ধতি এ্যাক্রিডিটেশন নবায়ন।
- বিএসটিআইতে National Metrology Laboratory (NML) স্থাপন এবং NML এর ৬টি ল্যাবরেটরির এ্যাক্রিডিটেশন নবায়ন।
- দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিএসটিআই হতে Mangement Szstem Certificate তথা কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা জন্য ISO14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদান ও নবায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৮১(একাশি)টি প্রতিষ্ঠান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। বিএসটিআই'র এই কার্যক্রম বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড কর্তৃক এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত।

৪.৬ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউশন অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে শিল্পখাতে অগ্রগতি একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। দেশে নির্বাহী পর্যায়ে মানব সম্পদের যথার্থ উন্নয়ন, বিকাশ এবং শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে তার সফল ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠা কাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট ১৯৬১ সালে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে স্থাপিত হয়। তৎকালীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধ্যাদেশ ঢঢঠও, ১৯৬১ এর মাধ্যমে ১৯৭০ সালে এই কেন্দ্র স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মর্যাদা লাভ করে। অধ্যাদেশটি ১৯৭৯ সালে The Government Educational & Training (Amendment) Ordinance XXVI, ১৯৭৯ নামে সংশোধিত হয়।

বিআইএম বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, আধা-সরকারী শিল্প সংস্থা, বেসরকারী বাণিজ্য সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি পরিচালনা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। ক্রমবিকাশমান অর্থনীতিতে শিল্প উন্নয়নের সাথে মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে ১৯৭৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানটিকে শ্রম মন্ত্রণালয় হতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

মাননীয় দেশনেত্রী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান উন্নীতকরণ ও শিল্পখাতে অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র (বিএমডিসি) কে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) এ উন্নীত করা হয়।

ক. রূপকল্প, অভিলক্ষ্যও উদ্দেশ্য

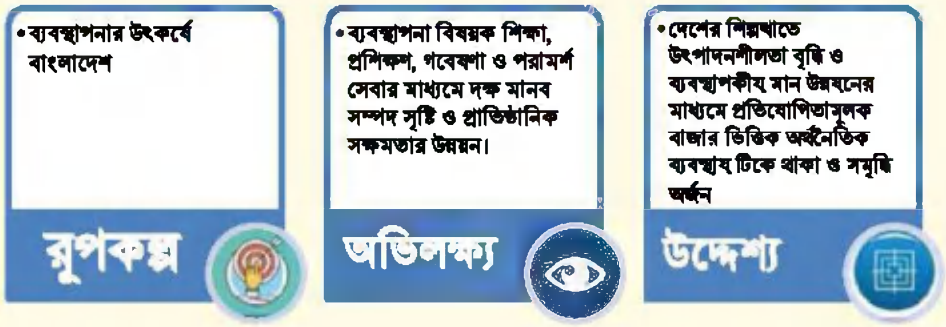

খ. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের অবস্থান

বিআইএম-এর প্রতিটি ক্যাম্পাস শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত এবং প্রতিটিতেই প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাশরুম/কম্পিউটার ল্যাব/ সেমিনার রুম, থাকা-খাওয়াসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা আছে। পেশাজীবীগণের (চাকুরী অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের) নিকটবর্তী হবার কারণে প্রশিক্ষণার্থীগণ পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিআইএম-কে বেছে নেন।

গ. কার্যক্রম

বিআইএম এর মূল কার্যাদি নিম্নরূপ

ক. দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে/খাতসমূহে নিয়োজিত সর্বস্তরের ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিষয়ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি কোর্স ও দীর্ঘমেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স আয়োজন করা।

খ. ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ. প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে পরামর্শ সেবা প্রদান।

ঘ. স্বল্প-মেয়াদি প্রশিক্ষণ

বিআইএম ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন বিষয়ে এক/পাঁচদিন, এক/দুইসপ্তাহ এবং এক/তিন মাসব্যাপি স্বল্প-মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে।

ক. নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স

খ. বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স
গ. অনুরোধকৃত প্রশিক্ষণ কোর্স

ঙ. দীর্ঘ-মেয়াদি ডিপ্লোমা

বিআইএমএ দুই ধরনের দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
ক. এক বছর মেয়াদি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা।
খ. ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা।

চ. গবেষণা

শিল্প সমৃদ্ধ উন্নত দেশ গড়ার প্রত্যয়ে বিআইএম বহুমাত্রিক গবেষণা কার্য সম্পাদন করছে। নিজস্ব অর্থে গবেষণার পাশাপাশি বিআইএম সরকারি, আধা - সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষণ ও ইমপ্যাক্ট এনালাইসিস স্টাডি সম্পন্ন করছে।

ছ.পরামর্শ সেবা

বিআইএম মানব সম্পদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সম্পর্কীত বহুমুখী পরামর্শসেবা প্রদান করছে।

জ. ১৯৯৬-২০০০ মেয়াদ কালে অর্জন

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউশন অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ, এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে।

১৯৯৬-২০০০ মেয়াদকালে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা

বছর	স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা	দীর্ঘমেয়াদি (ডিপ্লোমা) প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১৯৯৫-১৯৯৬	১,০২৩	২৩৪	১,২৫৭
১৯৯৬-১৯৯৭	১,০০৬	২৪৬	১,২৫২
১৯৯৭-১৯৯৮	৮৪৬	২৮৫	১,১৩১
১৯৯৮-১৯৯৯	৮০৩	২৫৫	১,০৫৮
১৯৯৯-২০০০	১,১৯০	২৪৮	১,৪৩৮
মোট	৪,৮৬৮	১,২৬৮	৬,১৩৬

১৯৯৬-২০০০ মেয়াদকালে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণে ৪,৮৬৮জন এবং দীর্ঘমেয়াদি (ডিপ্লোমা) প্রশিক্ষণে ১,২৬৮জন, মোট ৬,১৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী বিআইএম হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৪.৭ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

৪.৭.১ এনপিও এর ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত শিল্প সেক্টর সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম/পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ক তথ্য

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে নানামুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নের মহাসড়কে সামিল হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের এ যুগে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প কারখানা/সেবা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরীর পাশাপাশি মুনাফা বৃদ্ধিসহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বর্তমান সরকারের গৃহিত জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি দক্ষতার সহিত বাস্তবায়ন করছে। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি দপ্তর। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জাতীয় শ্রম উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ও পরিনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিএমএলপি)" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির নাম "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" রাখা হয়। এরপর ২০-০৯-৮৯ তারিখে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক আদেশের মাধ্যমে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" কে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)" নামকরণ করে এটিকে একটি দপ্তর হিসেবে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে শিল্প মান্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়। এরপর শিল্প মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং শিম/প্রশি/৩/ নপ্রঅ/প্রশাসন ১/৮৯/৬৯ তারিখ ২৩-৩-৮৯ মোতাবেক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)" দপ্তরটিকে সরকারের নিয়মিত রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। একইভাবে সুষ্ঠু শিল্পায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শিল্প বিকাশের জন্য যেমন নতুন শিল্প কারখানা সৃষ্টির প্রয়োজন, তেমনি এ সকল কারখানার দক্ষতা ও মুনাফা বৃদ্ধি করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও একান্তভাবে অপরিহার্য। এনপিও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যুগোপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরি সহায়তা, গবেষণা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এনপিও জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি আর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে থাকে।

৪.৭.২ ভিশনঃ উৎপাদনশীলতায় সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধন।

৪.৭.৩ মিশনঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, গবেষণা, কারিগরি সহায়তা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতায় সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধন।

৪.৮.৪ ১৯৯৬ হতে জুন ২০০১ পর্যন্ত বিগত ০৫ বছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এবং জনকল্যাণমূলক কাজের বিবরণ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে নানামুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নের মহাসড়কে সামিল হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের এই যুগে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)শিল্প কারখানা/সেবা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরীর পাশাপাশি মুনাফা বৃদ্ধিসহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বর্তমান সরকারের গৃহিত জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি দক্ষতার সহিত বাস্তবায়ন করছে। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ০৫ বছরে শ্রমিক ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১১৭ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করার মাধ্যমে মোট ২৯৫৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ঐ সময়ের মধ্যে ২৮টি কর্মশালা বাস্তবায়িত হয় যেখানে ৯১৫ জন অংশগ্রহণ করে। গবেষণা প্রতিবেদন ৩৫ টি প্রস্তুত করার

মাধ্যমে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে লোকসান হতে উত্তোরণের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়। পণ্য/সেবার গুণগতমান নিশ্চিতের লক্ষ্যে ২৭টি বিভিন্ন কারখানায় ফাইভ-এস ও কিউসি সার্কেল গঠন করে। উৎপাদনশীলতা ধারনাটি সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ২১৪০০ টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার, পুস্তিকা বিতরণ করে। ৭৪ টি বেসরকারী সংস্থার সাথে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক আলোচনা সভা করা হয়। ৯৩ টি কারখানায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন করা হয়। উৎপাদনশীলতা সচেতনতা প্রচারাভিযান ৪০৪টি প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা করা হয়। অল্প খরচে ২৬ টি প্রতিষ্ঠানে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (এপিও এর সহায়তায়) প্রদান। ২০ টি প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে On The Job Training বা কাইজেন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

এনপিও কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম

কর্মকান্ড	অর্জন	মন্তব্য
১। প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	১১৭ টি ২৯৫৯ জন	
২। কর্মশালার সংখ্যা অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	২৮ টি ৯১৫জন	
৩। গবেষণা প্রতিবেদন	৩৫ টি	
৪। কারখানায় ফাইভ-এস ও কিউসি সার্কেল গঠন	২৭ টি	
৫। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ	২১৪০০ টি	
৬। উপদেষ্টা কমিটির সভা	২৯ টি	
৭। কারখানায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ	৯৩ টি	
৮। উৎপাদনশীলতা সচেতনতা প্রচারাভিযান	৪০৪টি	
৯। বেসরকারী সংস্থার সাথে আলোচনা সভা	৭৪ টি	
১০। উপাত্ত সংগ্রহ	১১৭৫ টি	

৪.৮ বাংলাদেশের শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত বিটাকের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশের শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে:

(ক) প্রশিক্ষণের নিমিত্ত ছাত্রাবাস নির্মাণ: বিটাক ২০০০ সালে খুলনা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য দ্বিতল বিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়।

(খ) প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	সাল	নিয়মিত প্রশিক্ষণ (জন)	বাস্তব প্রশিক্ষণ (জন)
১	১৯৯৬	৩৫৪	২৩
২	১৯৯৭	৪৭৬	৭৪
৩	১৯৯৮	৩০২	১৫০

৪	১৯৯৯	৩৩৫	২৩
৫	২০০০	৪৭৭	১০০

(গ) আমদানি বিকল্প মেশিনারি, খুচরা যন্ত্রাংশ প্রস্তুত ও মেরামতকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়

১৯৯৬ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বিটাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বিসিআইসি, বিএসএফআইসি এবং পিডিবির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, কর্ণফুলি জুট মিলস লিমিটেড, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি বিকল্প খুচরা যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে প্রায় ১৯ কোটি ২২ লাখ আয় করে। এর মাধ্যমে আনুমানিক ৭৬ কোটি টাকার সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে।

(ঘ) সম্পদ সংগ্রহ

বিটাক ২০০০ সালে প্রায় ৭ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয়ে Computer Numerical Control (CNC) Lathe Machine, CNC Milling Machine, CNC Wire Cut, Electro-discharge Machining (EDM), Die Sink EDM, Steel Melting Induction Furnace, Spectro-analyzer, Tool Room Milling Machine ইত্যাদি মেশিনারি সংগ্রহ করে। এসব মেশিনারি বিটাক-ই বাংলাদেশে প্রথম সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এসব মেশিন সংগ্রহ করা হয়। দিনে দিনে এর ব্যবহার বাড়ছে।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রা
(২০০৯-২০২১)

পঞ্চম অধ্যায়

উন্নয়নের অগ্রযাত্রা (২০০৯- ২০২১)

৫.১ ভূমিকা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার পর নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ, ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মদান, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির মহান বিজয় সূচিত হয় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের ধারাবাহিকতায় নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ এর বিজয়ের পর পুনরায় ২০০৮ সালে জনগন বিপুল ভোটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করেছে। দারিদ্র্যমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ২০০৯ সালে ৬ই জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের যাত্রা শুরু হয়। সফলভাবে ৫ বছর দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৪ সালের ১২ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার আবারও দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করে। পরপর দুই মেয়াদে টানা ১০ বছর দায়িত্ব পালন শেষে ৭ই জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ ধারাবাহিকভাবে ৩য় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এ বিশাল বিজয় জাতীয় উন্নয়নে এক নতুন ধারার সূচনা করেছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ১২ বছরে দেশের আর্থসামাজিক খাতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও উন্নয়ন করেছে। প্রগতির এ-গতিধারা প্রসারিত হয়েছে বহুমাত্রা ও আঙ্গিকে। রূপকল্পের আলোকে নিরবচ্ছিন্নভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশের মানুষের জীবনমানে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে এবং দক্ষতা ও সাফল্যের অনন্য নজির স্থাপন করেছে। বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে উন্নয়নের রোল মডেল। সরকারের উন্নয়ন অভিযাত্রায় ২০১৮ সালে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের স্বীকৃতি প্রদান করেছে। উন্নয়নের সুফল থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে সরকার রূপকল্প-৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সু-সমন্বিত কর্মপন্থা বাস্তবায়ন করে চলেছে। সম্ভবনার এ স্বর্ণ দুয়ার উন্মোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হয়ে উঠেন অতীতের ঐতিহ্য সুরক্ষা, বর্তমানের সফল পথচলা এবং ভবিষ্যতের সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অকুতোভয় ও বিশ্বস্ত কান্ডারি।

বাংলাদেশের শিল্পায়নের রূপকার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিল্প উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ কে ভিত্তি করে শিল্প সমৃদ্ধ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পকারখানার মাধ্যমে সার, চিনি, লবণ, কাগজ উৎপাদন, মোটরযান সংযোজন, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্যের মান সুরক্ষা, মেধাসম্পদ সংরক্ষণ, বৃহৎ শিল্পে নীতিগত সহায়তা প্রদান, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কার্যক্রম টেকসই, পরিবেশবান্ধব এবং জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ এবং রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে বিগত ১২ বছরে শিল্পের সকল খাতে বাংলাদেশ অর্জন করেছে বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ২০০৯-১০ অর্থবছরে অর্জিত ২৬.৭৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৫.০০% এ উন্নীত হয়েছে।

গত ৬ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্তমান সরকার শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যেসব উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে সে সকল উন্নয়ন চিত্র সংক্ষিপ্তভাবে পুস্তিকার উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অংশে সংকলিত হয়েছে।

৫.২ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পখাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত শিল্প মন্ত্রণালয় একটি ঐতিহ্যবাহী মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য ও শিল্প (Commerce & Industries) বিভাগের মাধ্যমে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় শিল্প সম্পর্কিত কমকান্ড পরিচালিত হত। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শাসনামলে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে সময়ে তিনি সমৃদ্ধ দেশ গঠনে শিল্পের বিকাশকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন ও দেশের শিল্প উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে টেকসই ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাংলাদেশকে দ্রুত এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে শিল্প ও বাণিজ্য দু'টি আলাদা মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৫৯৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫২১টি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ করা হয় এবং ৩৩টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪ টি কর্পোরেশন, ৬ টি দপ্তর/ অধিদপ্তর, ১টি বোর্ড এবং ২টি ফাউন্ডেশনসহ মোট ১৩ টি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। ৩টি কর্পোরেশনের আওতাধীন বর্তমানে ৩৬ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে ১০ টি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর আওতায়, ১৭ টি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) এর আওতায় এবং ৯টি বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর আওতায় রয়েছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য স্থির করেছেন এর অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে নীতি নির্ধারণ, কৌশল প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করে আসছে।

৫.২.১ মন্ত্রণালয়ের ভিশন: উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

৫.২.২ মন্ত্রণালয়ের মিশন: রপ্তানিযোগ্য ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সার উৎপাদন ও সরবরাহ, কর্মসংস্থান ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

৫.২.৩ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

কর্পোরেশন	দপ্তর/ অধিদপ্তর
• বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) • বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) • বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) • বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	• বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) • বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) • বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) • পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) • ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) • প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় • বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) • ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) • ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)

৫.৩ উন্নয়ন কার্যক্রম, নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং বিবিধ

৫.৩.১ আইন, নীতি ও বিধিমালা প্রণয়ন

দেশের শিল্প খাতের উন্নয়ন এবং শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় হচ্ছে সরকারের নীতিনির্ধারণী সংস্থা। মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ও দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দেশে শিল্পবান্ধব, অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপোযোগী আইন ও নীতিকাঠামো প্রণয়ন করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার শিল্প খাতের বিভিন্ন আইন, নীতি ও বিধি প্রণয়ন ও সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিধারাকে করেছে বেগবান, যা শিল্পের প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ সময়ে শিল্প মন্ত্রণালয় বিভিন্ন শিল্প খাতের উন্নয়ন, বিকাশ, সম্প্রসারণ, পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ১০টি আইন, ১৭টি নীতি/নির্দেশনাবলী ও ৩টি বিধি প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন করেছে। তাছাড়াও ১০টি আইন, ৫টি নীতি ও ১টি বিধি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

এ সকল আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রুপান্তরিত করা। প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালা বাস্তবায়নে যথাযথ কৌশলাদি এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন আসছে। ধীরে ধীরে এই কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন উন্নত দেশের অর্থনীতির কাতারের দিকে এগোচ্ছে ।

প্রণীত আইন, নীতি ও বিধি		
আইন	**নীতি/নির্দেশনাবলী**	**বিধি**
১.বাংলাদেশ ট্রেডমার্কস আইন, ২০০৯, বাংলাদেশ ট্রেডমার্কস আইন, ২০১৫	১. জাতীয় শিল্প নীতি-২০১০ এবং জাতীয় শিল্প নীতি-২০১৬	১. শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড শিপ রিসাইক্লিং রুলস ২০১১
২. ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩	২. শিল্প প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ২০১০	২.ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা ২০১৫
৩. ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ ও ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল বিক্রয়, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণন বাধ্যতামূলক করণ সম্পর্কিত আইন, ২০১৩	৩. জাতীয় লবণ নীতি ২০১১ ও জাতীয় লবণ নীতি ২০১৬	৩.ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৫
	৪. রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী, ২০১৩	৪. ট্রেডমার্কস বিধিমালা, ২০১৫
৪. বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ,২০১৮	৫.সিআইপি (শিল্প) নির্বাচন নীতিমালা ২০১৪	
৫. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সস্টিটিউট আইন, ২০১৮	৬. হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা ২০১৫	
৬. Sugar (Road Development Cess)(রহিতকরণ) আইন, ২০১৮	৭. জাতীয় গুণগতমান (পণ্য ও সেবা) নীতিমালা, ২০১৫	
৭. বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮।	৮. মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৮	
৮. ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮	৯. জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা, ২০১৮	

৯.বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) আইন, ২০১৯	১০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯	
১০. আয়োডিনযুক্ত লবণ (উৎপাদন, মজুদ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিক্রয়) আইন, ২০২১	১১. এসএমই নীতিমালা, ২০১৯।	
	১২ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৯।	
	১৩. বায়োটেকনোলজি পলিসি গাইডলাইন, ২০২০	
	১৪. অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প উন্নয়ন গাইডলাইন. ২০২০	
	১৫.জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০	
	১৬. অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০	
	১৭. রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার নীতি, ২০২০	

প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আইন, নীতি/গাইডলাইন ও বিধি

আইন	নীতি/গাইডলাইন	ডবধি
১.বয়লার আইন, ২০২২	১.কৃষি-খাদ্যপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা,২০২২	১. জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা, ২০২২
২. বিসিক আইন, ২০২২	২. প্লাষ্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২২	
৩. বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২	৩.কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড প্রদান নীতিমালা ২০২২	
৪. জাতীয় মেধাসম্পদ ইন্সটিটিউট আইন, ২০২২	৪. জাতীয় শিল্প নীতি- ২০২২	
৫. বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট আইন (বিআইএম) আইন, ২০২২	৫. হালকা প্রকৌশল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২ প্রণয়ন	
৬. সাব-কন্ট্রাকটিং আইন, ২০২২		
৭. বাংলাদেশ কোয়ালিটি কাউন্সিল আইন ২০২২		
৮. বাংলাদেশ ট্রেডমার্কস আইন, ২০২২		
৯. বাংলাদেশ শিল্প নকশা আইন, ২০২২		
১০. শেখ রাসেল মেধাসম্পদ একাডেমি আইন-২০২২		

৫.৩.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন ও প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। উক্ত মতবিনিময় সভায় মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/ সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দর্শন বিবেচনায় রেখে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি শিল্পায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে

গুরুত্ব দেয়া, বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী স্থাপন, নতুন শিল্প কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন, নগরায়নের মাস্টার প্ল্যানে শিল্পের জন্য জায়গা নির্ধারণ, জেলা ও উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানে কোন স্থানে শিল্প এলাকা স্থাপিত হবে তা চিহ্নিতকরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

২৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, সচিব ও শিল্প মন্ত্রণালয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ নেওয়া হয়েছে

(ক) বিসিক ২০৩০ সাল নাগাদ ২০ হাজার একর জমিতে ৫০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে ১কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। বর্তমানে ৭৯ টি শিল্প নগরীতে প্রায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার জনের কর্মসংস্থান রয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যা ছিল ৩ লক্ষ ৪২ হাজার জন।

(খ) হস্ত ও কারু শিল্প নীতিমালা ২০১৫ এবং এসএমই নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(গ) দেশের উত্তরাঞ্চলে একদা মঙ্গাপিড়ীত এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে রংপুরে বিসিক বেনারসি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপণের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।

(ঙ) পরিবেশ বান্ধব শিল্প স্থাপনে বিসিক এর ৭৯টি শিল্পনগরীতে ইটিপি স্থাপনের কাজ চলছে এবং কাজের বর্তমান অগ্রগতি ৭১.৫২%। এ ছাড়াও, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের আওতাধীন ১৪টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে।

(চ) পরিবেশ সম্মত, আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সার উৎপাদনের লক্ষ্যে ১০,৪৬০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৯,২৪০০০ মে.টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন "ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে।

(ছ) মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাধীন বাউসিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমির উপর এপিআই শিল্পপার্ক স্থাপিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন।

(জ) ছাতক সিমেন্ট কোম্পনি লি.(সিসিসিএল) কারখানাকে শক্তি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় উন্নীত করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যমান ওয়েট প্রসেস এর পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত ড্রাই প্রসেস করাসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঝ) বিএসটিআইএর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সিলেট ও বরিশাল বিভাগে এবং ৫ (পাঁচ) টি জেলা যথা: (১) ফরিদপুর, (২) রংপুর, (৩) ময়মনসিংহ, (৪) কক্সবাজার ও (৫) কুমিল্লায় বিএসটিআইএর আঞ্চলিক অফিস স্থাপন গ্রহণ করা হয়েছে

(ঞ) দৈনিক ১৭৬০ মে:টন (বার্ষিক ৫,৮০,০০০ মে:টন) উৎপাদনক্ষম "শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." স্থাপন করা হয়েছে;

(ট) নবসৃষ্ট এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;

(ঠ) বিটাকের বগুড়া বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাক এর কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন" (Self-Employment and Poverty Alleviation) (SEPA) শীর্ষক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বগুড়া, খুলনা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্মাণ ৮০% কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে বিটাকের ছয়টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রকল্পটি গত ২৫-০১-২০২২ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

(ড) চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহ পরিবেশবান্ধব বিসিক চামড়া শিল্পনগরী সাভার স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;

(ঢ) বিভিন্ন শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং টাংগাইল ও সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে।

(ণ) সর্বপ্রথম জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তার কলশ্রুতিতেই এ শিল্পে পরিবেশবান্ধব, পেশাগত ও স্বাস্থ্যসুরক্ষার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

৫.৩.৩ শিল্প পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান

৫.৩.৩.১ রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান-

জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি, অধিকতর বিনিয়োগ সৃষ্টি, বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার নির্দেশনাবলী ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী, ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিবছর শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। পুরস্কার প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী, ২০১৩ এর আলোকে "রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারিখাতে শিল্প স্থাপন, পন্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদানের জন্য বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির এবং হাইটেক শিল্পের সাথে জড়িত মোট ছয় ক্যাটাগরির শিল্পের প্রতিটিতে তিন জন করে মোট ১৮ জন শিল্প উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর এ পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৯ 'প্রদানের জন্য ১৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে (বৃহৎ শিল্পে ৪টি, মাঝারি শিল্পে ৪টি, ক্ষুদ্র শিল্পে ৩টি, মাইক্রো শিল্পে ০৩টি, কুটির শিল্পে ০২টি এবং হাইটেক শিল্পে ০৩টি) মনোনীত করে ৪-১২-২০২১ তারিখে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠান

বছরভিত্তিক "রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার" প্রদানের তথ্যবলী

সন	বৃহৎ শিল্প	মাঝারি শিল্প	ক্ষুদ্র শিল্প	মাইক্রো শিল্প	কুটির শিল্প	হাইটেক শিল্পের	মোট
২০১৪	৩	৩	৩	-	১	২	১২
২০১৬	৩	৩	৩	১	২	২	১৪
২০১৭	৩	৩	৩	১	১	২	১৩
২০১৮	৪	৪	৩	৩	৩	২	১৯
২০১৯	৪	৪	৩	৩	২	৩	১৯
মোট	১৭	১৭	১৫	৮	৯	১১	৭৭

৫.৩.৩.২ সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রদান

দেশের শিল্পখাতে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং শিল্পপতিদেরকে সম্মানিত করার লক্ষ্য নিয়ে শিল্পখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ প্রতিবছর বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে সরকার বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি, শিল্প) সম্মাননা প্রদান করে থাকে। সে লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সিআইপি (শিল্প) নির্বাচন নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবছর বিভিন্ন সেক্টরে সর্বোচ্চ ৬৫ (পঁয়ষট্টি) জনকে সিআইপি (শিল্প) হিসেবে ঘোষণা করার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে পদাধিকার বলে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) এর নির্ধারিত ১৫ জন সদস্যকে এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৬ ক্যাটাগরির ৫০ (পঞ্চাশ) জনকে নির্বাচন করা হয়। সিআইপি (শিল্প) ব্যক্তিবর্গকে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিদেশ ভ্রমনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করার বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের শিল্প উদ্যোক্তাগন যাতে সার্থক হন সে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সিআইপি (শিল্প) হিসাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট-৩৮৮ জনকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-শিল্প) ঘোষণাক্রমে সিআইপি (শিল্প) কার্ড হস্তান্তর করা হয়েছে।

সিআইপি (শিল্প) পুরস্কার ২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠান

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-শিল্প) কার্ড হস্তান্তর সংক্রান্ত তথ্য

সন	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের সদস্য (পদাধিকারবলে)	বৃহৎ শিল্প	মাঝারি শিল্প	ক্ষুদ্র শিল্প	মাইক্রো শিল্প	কুটির শিল্প	সেবা শিল্প	মোট
২০০৯	৭	২২	৯	১	-	-	-	৩৯
২০১০	১০	১৮	৯	৫	-	-	-	৪২
২০১২	৮	১৩	৬	৩	২	-	৩	৩৫
২০১৩	১১	২১	১০	৫	১	১	৫	৫৪
২০১৪	১২	২১	৯	৬	২	১	৫	৫৬
২০১৫	৮	২০	১২	৫	২	২	৯	৫৮
২০১৬	৮	২০	১২	৫	১	১	৯	৫৬
২০১৭	৬	২০	১২	৬	২	২	-	৪৮
সর্বমোট	৭০	১৫৫	৭৯	৩৬	১০	০৭	৩১	৩৮৮

৫.৩.৩.৩ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার প্রদান

শিল্প উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর অবদানকে স্মরণ করার লক্ষ্যে শিল্পখাতে সফল উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিতকরণে পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯" প্রণয়ন করা হয়, যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' কর্তৃক ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় ২০২০ সাল হতে প্রতি অর্থ বছরে ৭টি ক্যাটাগরীর শিল্পের প্রতিটিতে ৩ জন করে মোট ২১ জন শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। নীতিমালা অনুযায়ী ৭ ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে (বৃহৎ শিল্পে ৪টি, মাঝারি শিল্পে ৪টি, ক্ষুদ্র শিল্পে ৩টি, মাইক্রো শিল্পে ৩টি, হাইটেক শিল্পে ৩টি, হস্ত ও কারু শিল্পে ০৩টি এবং কুটির শিল্পে ০৩টি) 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার, ২০২০' প্রদানের জন্য মনোনীত করে ২৮-১১-২০২১ তারিখে প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান

৫.৩.৪ নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর আলোকে কর্মপরিকল্পনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক দর্শনের আলোকে বাংলাদেশকে একটি শিল্পসমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক স্লোগান সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ ঘোষণা করেছেন। সরকারের বর্তমান মেয়াদের শুরুতেই শিল্প মন্ত্রণালয় নির্বাচনী ইশতেহারকে উন্নয়নের একটি পরিকল্পিত দলিল হিসেবে গ্রহণ করে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধির সাথে সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলো চিহ্নিত করে দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামি পাঁচ বছরের জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে, যা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মপরিকল্পনায় সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮তে বিধৃত ৩৩ টি বিষয়বস্তুর মধ্যে ০৯টি শিল্প মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট। এই ০৯টি বিষয়বস্তুর প্রতিটিকে পৃথক পৃথক কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যা সরকারের অন্যান্য নীতি কাঠামো যথা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। ইশতেহারে উল্লিখিত শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ৯ টি বিষয়বস্তুর অনুকূলে সর্বমোট ১২০ টি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে, যা এ সরকারের মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য। এতে গৃহিত কার্যক্রম/পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্ভাব্য বাজেটের কথাও তুলে ধরা রয়েছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর আলোকে প্রণীত শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্ম পরিকল্পনা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের গৃহীত এ কর্মপরিকল্পনা একইসাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে গৃহীত "শেখ হাসিনার দশটি উদ্যোগ" শীর্ষক কর্মসূচীর ৪টিতে সরাসরি অবদান রাখছে। এ চারটি উদ্যোগ হচ্ছে: ডিজিটাল বাংলাদেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, বিনিয়োগ বিকাশ এবং পরিবেশ সুরক্ষা। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে বেশ কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে যা একদিকে যেমন সরাসরি মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদান কার্যক্রম, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে তেমনি, অন্যদিকে শিল্পখাতে আনছে ইতিবাচক পরিবর্তন ও সাফল্য।

৫.৩.৫ জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বিগত ১২ বছরে ৫৮১৩ জনকে বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৮১৯০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(ক) শিল্প মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০০৯-২০২১ (জুন/২১) সালে নিয়োগকৃত জনবলের তথ্য

দপ্তর/সংস্থার নাম	নিয়োগের শ্রেণি				মোট
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	০৩	০৯	৫৫	৪৯	১১৬
বিসিআইসি	৫৩৪	৬০৫	১৭১	৩০২	১৬১২
বিএসএফআইসি	৩৯৪	৩২	১২০	১০৪৩	১৫৮৯
বিসিক	৪২৩	১৬২	৩০৬	১৮৯	১০৮০
বিএসইসি	২১৬	৫৭	৬৬	২৯৬	৬৩৫
বিএসটিআই	০৫	১৬৮	৪৮	২৭	২৪৮
বিটাক	৩৬	১০	১০৮	১০২	২৫৬

বিআইএম	১৮	০১	০৯	১৮	৪৬
ডিপিডিটি	৩১	০	২২	২	৫৫
বিএবি	১০	০	০৮	০২	২০
এনপিও	১০	০	১০	০১	২১
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	৫৮	০	০৩	০৫	৬৬
এসএমই ফাউন্ডেশন	৫০	০৮	০৫	০৬	৬৯
মোট=	১৭৮৮	১০৫২	৯৩১	২০৪২	৫৮১৩

(খ) শিল্প মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০০৯-২০২১ (জুন/২১) সালে পদোন্নতিপ্রাপ্ত জনবলের তথ্য

দপ্তর/সংস্থার নাম	নিয়োগের শ্রেণি			মোট
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	০২	২৭	০৯	৩৮
বিসিআইসি	৩২৭৬	২৮০	৬৫৪	৪২১০
বিএসএফআইসি	৯৮৬	১২৭	৬৩০	১৭৪৩
বিসিক	৬৪০	২২৯	১৬৭	১০৩৬
বিএসইসি	২৬২	২১	০৭	২৯০
বিএসটিআই	১৯৫	১৫	৩৪	২৪৪
বিটাক	৩৪	৮৩	৩৩২	৪৪৯
বিআইএম	২৪	৩	২৫	৫২
ডিপিডিটি	০৯	০২	২১	৩২
বিএবি	০	০	০	০
এনপিও	২২	১	০২	২৫
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০৬	০	৩	৯
এসএমই ফাউন্ডেশন	৬১	০	১	৬২
মোট=	৫৫১৭	৭৮৮	১৮৮৫	৮১৯০

৫.৩.৬ মানব সম্পদ উন্নয়ন

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক মানব সম্পদ উন্নয়ন-

বিগত ১২ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ৩৫৪৮ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২৫৮৮৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে এবং ১২৭১ টি বৈদেশিক কর্মসূচিতে ২২০৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০০৯-২০২১ (জুন/২১) সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

সংস্থার নাম	স্থানীয় প্রশিক্ষন		বৈদেশিক প্রশিক্ষন	
	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্য
শিল্প মন্ত্রণালয়	৪০৮	৩৬৯৫	৪০৯	৭৯৮
বিসিআইসি	১১৫৮	৬২১৪	৯২	১৮১
বিএসএফআইসি	৪১৩	৮৭২৪	৫২	৮৯
বিসিক	৪৪৫	৪৩৬৭	৬৮	৯৮
বিএসইসি	৩৭২	৭৭৮	৩০	৫৪
বিএসটিআই	১৮২	৬২৩	২০২	৩৬৮

বিটাক	৯৪	২৬০	৩৬	৬৪
বিআইএম	৩৩	২৬৭	৩	২৭
ডিপিডিটি	১০৪	৩৯৩	১২২	১৩১
বিএবি	৪৮	৮৪	৬৯	৬০
এনপিও	১৯	২৭	১২২	১৮০
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	৩৪	৪৩	১১	১৯
এসএমই ফাউন্ডেশন	২৩৮	৪১৪	৫৫	১৪০
মোট=	৩৫৪৮	২৫৮৮৯	১২৭১	২২০৯

(খ) শিল্প মন্ত্রনালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০০৯-২০২১ পর্যন্ত উদ্যোক্তা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের তথ্য

সংস্থার নাম	স্থানীয় প্রশিক্ষন	
	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
শিল্প মন্ত্রণালয় (জাহাজ পুন:প্রক্রিয়া জাতকরণ)	৩৬২	২২৫০৭
বিসিআইসি	৩৭২	৪৬৩৪
বিএসএফআইসি	৮৫৫	২৪৪৬২
বিসিক	৪৭৭৭	১৪১৪১২
বিএসইসি	১৬	৪৫১
বিএসটিআই		
বিটাক	৪৯	৬৭৭৯৮
বিআইএম	১৫৫২	৪২৭৭৪
ডিপিডিটি	---	----
বিএবি	৮৫	২০৭৪
এনপিও	৪৬৯	১৫৬২৬
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	---	-----
এসএমই ফাউন্ডেশন	১৫১১	৩৯০১৩
মোট=	১০০৪৮	৩৬০৭৫১

৫.৩.৭ দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক

দেশের শিল্পখাতের বিকাশে বৈদেশিক বিনিয়োগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিল্পখাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে বৈদেশিক বিনিয়োগের সুরক্ষা প্রদান এবং শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি বাংলাদেশী শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং অন্যান্য বৈশ্বিক সংস্থাসমূহের নিয়মাবলী প্রতিপালন এবং প্রদত্ত সুবিধাবলী গ্রহণ।

এ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিগত ১২ বছরে ০৭টি দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, ০২টি বহুপাক্ষিক আঞ্চলিক চুক্তি, ৩০টিরও বেশি সমঝোতা স্মারক ও সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এসব চুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশই স্বাক্ষরিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের বিনিয়োগকারীদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতবিনিময়ের মাধ্যমে। এসব চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের বাংলাদেশে শিল্পখাতে বিনিয়োগ পরিবেশ সুগম হয়েছে এবং কারখানাগুলোর উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন ও পণ্যে বৈচিত্র্য করণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৫.৩.৭.১ দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি

(ক) বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই গত ০৯.০২.২০০৯ তারিখে ভারতের সাথে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(খ) ০৫.১১.২০০৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(গ) বাংলাদেশ সরকার ও সংযুক্ত আরব আমীরাত সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি গত ১৭.০১.২০১১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

(ঘ) তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ১১-১৩ এপ্রিল ২০১২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তুরস্ক সফরকালীন ০৭টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মধ্যে শিল্প মন্ত্রনালয় কর্তৃক চুড়ান্তকৃত বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে 'পারস্পরিক পুঁজি বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ চুক্তি' অন্যতম।

(ঙ) গত ১১-১৩ নভেম্বর ২০১৩ বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময়ে ১২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও পারস্পরিক সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বেলারুশের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

(চ) ১৬-১৮ জুন ২০১৪ কম্বোডিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় গত ১৭ জুন ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ উন্নয়ন ও পারস্পরিক সুরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষিরত হয়। কম্বোডিয়া সরকারের পক্ষে সে' দেশের H.E. Mr.SOK Chenda Sophea, Minister attached to prime Minister and Secretary-General of Cambodian Council for Development এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি, চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

(ছ) কুয়েতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৩-০৫ মে ২০১৬ সময়ে বাংলাদেশ সফরকালীন গত ০৪মে ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও কুয়েত সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কুয়েত সরকারের পক্ষে কুয়েতের উপ প্রধান মন্ত্রী জনাব আনাস খালিদ আল-সালেহ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি সমূহ বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধির একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরের ফলে উভয় দেশের বিনিয়োগকারীদের অপর দেশে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে দু'দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকতর অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে-

(ক) দু'দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি;

(খ) শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি;

(গ) প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুযোগ বৃদ্ধি;

(ঘ) স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি।

৫.৩.৭.২ বহুপাক্ষিক আঞ্চলিক চুক্তি

৫.৩.৭.২.১ সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে-

সার্কভূক্ত ০৮ (আট) টি দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাঁধা দূর করার প্রয়াসে গত ১০-১১ নভেম্বর ২০১১ মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত ১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ০২ (দুই) টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

i. Agreement on Mutilateral Arrangement on Recognition of Conformity Assessment

ii. SAARC Agreement on Implementation of Regional Standard.

সার্ক সদস্যভুক্ত ০৮ (আট) টি দেশ এই চুক্তি স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে সার্ক এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। স্ব-স্ব দেশে আন্তর্জাতিক মান (Internationl Standard) ও সাযুজ্য নিরুপণ (Conformity) ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে, যার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার এ অঞ্চলে দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যে কারিগরি বাঁধা (Technical Barrier to Trade) অপসারিত হবে। অধিকতর বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে সার্কভুক্ত দেশসমূহের অর্থনীতিতে আরও গতিশীলতা আসবে মর্মে আশা করা যায়।

৫.৩.৭.২.২ অন্যান্য সহযোগিতামূলক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক

(১) বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় গত ১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে Belarusian State Centre on Accreditation ও বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের সংস্থা ০২ (দুই) টির মধ্যেএই সহযোগিতামূলক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে দু'দেশের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের একটি অভিন্ন মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

(২) বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় গত ১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বেলারুশের শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মধ্যে Agro-Industrial Manufacturing সংক্রান্ত সহযোগিতামূলক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। দু'দেশের মধ্যে এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে উভয় দেশের শিল্প ক্ষেত্রে যৌথ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

(৩) Asia Pacific Trade Agreement (APTA) এর আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অংশগহণে Investment promotion & ProtectionAgreement among the APTA Participation States স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে 'আপটা' ভুক্ত সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশ, চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, লাওস, শ্রীলংকা, নেপাল ও ফিলিপাইন এর মধ্যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

(৪) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় গত ০৭ জুন ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) ও ভারতীয় মান সংস্থা ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস) এর

মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একইসাথে ভারত ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণ ভারতের সহায়তায় বিএসটিআই এর মান উন্নীত পরীক্ষাগারের উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করেন।

(৫) গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাহরাইন সফরকালে বাংলাদেশ সরকার ও বাহরাইন সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাহরাইন সরকারের পক্ষে বাহরাইরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খালিদ বিন আহমেদ আল খলিফা এবং গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

(৬) মাননীয় শিল্প মন্ত্রী গত ১-২ মার্চ ২০১৬ তারিখ সৌদি আরব সফর করার সময় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এবং সৌদি আরবের জাতীয় মান সংস্থা সৌদি স্ট্যান্ডার্ডস মেট্রোলজি অ্যান্ড কোয়ালিটি অর্গানাইজেশন (SASO) এর মধ্যে মান বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক কারিগরি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৭) গত ১০-১১ মে ২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভায় বিএসটিআই ও নেপালের মান প্রণয়নকারী সংস্থা Bangladesh Standards and Testing Institution

(BSTI) and Nepal Bureau of Standars and Metrology (NBSM) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়।

(৮) ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে মেধা সম্পদ বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মেধাসম্পদ বিষয়ক দপ্তর SIPO (The State Intellectual Property Office of People's Republic of China) এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding স্বাক্ষরিত হয়।

(৯) ২৬/০৪/২০১৭ তারিখে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও চীনের মান সংস্থা Standardization Administration of China (SAC) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়।

(১০) ১৮/০৪/২০১৭ তারিখে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও ভুটানের মান সংস্থা Buhtan Standards Bureau (BSB) এর মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষর (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়।

(১১) ১৮/১২/২০১৭ তারিখ তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও তুরস্কের জাতীয় মান সংস্থা (TSE) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(১২) ১৯/১২/২০১৭ তারিখ তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে Small and Medium Enterprises Foundation (SMEF) ও তুরস্কের Small and Medium Enterprises Development Organization (KOSGEB) এর মধ্যে এসএমই বিষয়ক সহযোগিতার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(১৩) ০৫/০৩/২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ ভিয়েতনামের মধ্যে Machinery Manufacturing Cooparation বিষয়ক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(১৪) Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও ASTM International USA এর মধ্যে গত ৩০/০৪/২০১৮ তারিখ মান বিষয়ক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(১৫) ০৪/১০/২০১৭ তারিখ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ইতোপূর্বে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সুরক্ষা চুক্তির সম্পূরক অংশ হিসাবে Joint Interpretative Notes (JIN) স্বাক্ষরিত হয়।

(১৬) ০৬ মার্চ ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ এবং নেপালের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য অধিক প্রসারের লক্ষ্যে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) এবং নেপালের জাতীয় মান সংস্থা Department of Food Technology and Quality Control (DFTQC)-এর মধ্যে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(১৭) দেশে সিমেন্টের চাহিদা পূরণকল্পে ছাতক সিমেন্ট কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে ২০/১২/২০১৮ তারিখে সৌদি আরবের Engineering Dimension এর সাথে ৩২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে অত্যাধুনিক সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের নিমিত্ত Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে।

Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সাথে গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানির কাজ এগিয়ে নেয়ার নিমিত্ত ০২ (দুই) টি কমিটি গঠন করা হয়েছে; (১) Land Demarcation Committee এবং (২) প্রোগ্রেস মনিটরিং কমিটি। EDII সংক্রান্ত কোম্পানি গঠন গত ২৮/০৬/২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। কোম্পানির নাম Saudi Bangla Integrated Cement Company Limited (SBICCL).

(১৮) দেশে ডাবল কেবিন পিকআপ (L-200) সংযোজনের জন্য জাপানের মিৎসুবিসি কোম্পানির সাথে ১২/০৯/২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

(১৯) জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিঃ (জিইএমকো) এবং সৌদি আরবের 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন (ইডি)' নামক প্রতিষ্ঠান-এর সঙ্গে গত ০৭-০৩-২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১০০ (একশত) মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৮৫০কোটি টাকা) একটি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় Registrar of Joint Stock Companies সৌদি জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড (এসজিইএমকো) নামে কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। প্রথম ফেজে বিনিয়োগের নিমিত্ত ট্রান্সফরমার উৎপাদন/সংযোজনের প্রয়োজনীয় মেশিনারীজ ও ইকুইপমেন্টস এসজিইএমকো এর ফ্যাক্টরীতে পৌঁছেছে। বর্তমানে ইনষ্টলেশন এর কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও ট্রান্সফরমার উৎপাদন/সংযোজনের বিভিন্ন SKD যন্ত্রাংশ

বিদেশ হতে শিপমেন্ট সম্পন্ন হবে। এসজিইএমকো কর্তৃক Transformer, Circuit-breakers, Fork- lift, Precision Engineering, Products, Elevators, Steel Structures ইত্যাদি উৎপাদন করা হবে। ইডির মোট বিনিয়োগ-১০০ (একশত) মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(২০) বৈদ্যুতিক ক্যাবলস উৎপাদনে সৌদি আরবের Riadh Cable Group Company এর সাথে বিএসইসি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২১) দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে সম্পন্ন মোটর সাইকেল উৎপাদন ও সরবরাহের লক্ষ্যে এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড (ABL) চীনের বিখ্যাত জংশেন আই/ই করপোরেশন এবং টিভিএস-এর সহিত মোটর সাইকেল সংযোজন ও বিপণনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২২) ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের Al-Rajhi, এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২৩) নতুন পাল্প এন্ড পেপার মিল স্থাপনের লক্ষ্যে কেপিএম-এ CMC, China এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২৪) পরিবেশ বান্ধব ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী চিনি ও লিকার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে থাইল্যান্ড, জাপান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৩টি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২৫) আধুনিক ফুড বেকারী স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের Al-Afaliq Group এর সাথে বিএসএফআইসি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২৬) বাংলাদেশের কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পখাতের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জাইকার (JICA) সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি ঋণ চুক্তি ৬-২-২০২০ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তি অনুযায়ী স্বল্পসুদে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাপান সরকার প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা অর্থায়ন করবে। এর আওতায় কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ৬% হারে ঋণ সুবিধা পাবেন।

(২৭) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ও Korean Intellectual Property Office (KIPO) এর মধ্যে Knowledge Sharing বিষয়ে ২৭-১১-২০১৪ তারিখে Activity Agreement স্বাক্ষর হয়।

(২৮) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ও World Intellectual Property Organization (WIPO) এর মধ্যে Technology and Innovation Support Center (TISC) স্থাপনের বিষয়ে ১৩-০১-২০১৫ তারিখে Service Level Agreement (SLA) স্বাক্ষর হয়।

(২৯) ২৯ জুন ২০২০ তারিখে ছাতক সিমেন্ট বা এর নিকটস্থ জায়গায় যৌথবিনিয়োগের মাধ্যমে একটি নতুন সিমেন্ট ও ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরব/Engineering Dimension International Investment LLC (EDII)-এর সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৩০) ০২/০৯/২০২১ তারিখে মিটসুবিশি ব্রান্ডের গাড়ি তৈরি কারখানা স্থাপনের সমীক্ষা কার্যক্রম (Feasibility Study) সম্পাদনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এবং জাপানের মিটসুবিশি মোটর কর্পোরেশন (এমএমসি) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে বিএসইসি ও মিটসুবিশি মোটর কর্পোরেশন বাংলাদেশে মিটসুবিশি ব্র্যান্ডের গাড়ী তৈরির জন্য একটি যৌথ উদ্যোগে কোম্পানি স্থাপনের সুযোগ সম্পর্কে সমীক্ষা এবং আলোচনার ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে কারখানা স্থাপনের উপায় নির্ধারনের লক্ষ্যে এ সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

৫.৩.৮ মেলা আয়োজন

৫.৩.৮.১ প্রথম জাতীয় শিল্প মেলা-

টেকসই শিল্পখাতের বিকাশে শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র স্থাপন, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন এবং পণ্য বৈচিত্র্যকরণের জোরদার প্রয়াসের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৩১ মার্চ ২০১৯ হতে ০৮ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ৯ দিনব্যাপী প্রথমবারের মত জাতীয় শিল্পমেলা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, শেরে বাংলানগর, ঢাকায় আয়োজন করা হয়। ৩১ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থেকে উক্ত মেলাটির শুভ উদ্বোধন করেন।

জাতীয় শিল্প মেলার শুভউদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি

৫.৩.৮.২ বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহন

উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয়, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করতে বিসিক ও এসএসইএফ মেলার আয়োজন করে থাকে। গত ০৪ মার্চ ২০২০ শিল্প মন্ত্রণালয়ের এসএমইএফ এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় ৮ম জাতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) পণ্যমেলা ২০২০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৯ দিন ব্যাপী এ মেলা উদ্বোধন করেন। মেলায় ২৯৬ জন এসএমই উদ্যোক্তা (যার মধ্যে ১৯৫ নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন) তাঁদের পণ্য প্রদর্শন করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে- পাটজাতপণ্য, কৃষি ও চামড়াজাত পণ্য, ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রি, হাল্কা প্রকৌশল শিল্পপণ্য, হস্ত ও কুটিরশিল্প, প্লাষ্টিক এবং সিনথেটিকজাত পণ্য। তাছাড়া ৫ ডিসেম্বর ২০২১ শিল্প মন্ত্রণালয়ের এসএমইএফ এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় ৯ম জাতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) পণ্য মেলা ২০২১।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (০৫ ডিসেম্বর, ২০২১) রোববার সকালে গণভবন থেকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রান্তে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে আয়োজিত নবম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২১ এর ভার্চুয়ালী উদ্বোধন করেন

নবম জাতীয় এসএমই পণ্যমেলা-২০২১

বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পণ্য মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহন সংক্রান্ত তথ্য-

সন	আয়োজিত ও অংশগ্রহনকৃত মেলার সংখ্যা		মোট
	বিসিক	এসএমইএফ	
২০০৯-১০	২৮	-	২৮
২০১০-১১	৩১	-	৩১
২০১১-১২	২৭	১	২৮
২০১২-১৩	২০	২	২২
২০১৩-১৪	২০	১	২১
২০১৪-১৫	২০	৪	২৪

২০১৫-১৬	২৫	৮	৩৩
২০১৬-১৭	৯৬	৯	১০৫
২০১৭-১৮	৯৯	১৬	১১৫
২০১৮-১৯	১১৭	২৪	১৪১
২০১৯-২০	২৪	২৯	৫৩
২০২০-২১	৮৫	৩৫	১২০
মোট	৫৯৫	১২৯	৭২৪

৫.৪ শিল্প উন্নয়ন

শিল্প মন্ত্রণালয়র আওতাধীন ১ টি কর্পোরেশন, দপ্তর ও সংস্থা দেশের শিল্প উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে কাজ করছে।

৫.৪.১ সার এবং অন্যান্য রাসায়নিক শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

৫.৪.১.১ সার উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। দেশের কৃষি উৎপাদনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সার কারখানাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে দেশের অভ্যন্তরীণ সারের চাহিদা মিটানো এবং সুলভমূল্যে কৃষকদের নিকট সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। সে লক্ষ্যে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে আধুনিকায়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নতুন সার কারখানা স্থাপন ও বিদ্যমান সরকার খানাগুলোর প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর অধীনস্থ ০৪টি ইউরিয়া সার কারখানা, ০১টি টিএসপি সার কারখানা এবং ০১টি ডিএপি সার কারখানা বর্তমানে চালু রয়েছে।

সার কারখানায় উৎপাদিত ইউরিয়া সার

ক. ইউরিয়া

বিগত ১২ বছরে ইউরিয়া সারের ব্যবহার বছর ভিত্তিক কিছু কম বেশী হলেও প্রায় স্থিতিশীল ছিল বিগত ১২ বছরে প্রতি বছর গড়ে ২৪৫৭৪৫৫ মে. টন ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রতি বছর গড়ে ৯০১৪০১ মে. ইউরিয়া সার টন দেশের বিভিন্ন সার কারখানায় উৎপাদিত হয়েছে এবং প্রতি বছর গড়ে বাকী ১৫৫৬০৫৩ মে.টন ইউরিয়া সার আমদানির মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া উৎপাদন ও আমদানির মাধ্যমে ইউরিয়া সারের নিরবচ্ছিন্নভাবে বিতরণের ফলে বিগত ১২ বৎসরে ইউরিয়া সারের কোন ঘাটতি হয়নি।

দেশে বিগত ১২ বৎসরে ইউরিয়া সারের উৎপাদন (মে. টন)

তথ্যসূত্রঃ বিসিআইসি

খ. ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি)

টিএসপি সারের মূল্য কমানোর ফলে সারের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বিগত ১২ বছরে প্রতিবছর গড়ে ৬৭৫৪৫৫ মে.টন টিএসপি সার ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রতি বছর গড়ে ৮৩৯১৪ মে. টন টিএসপি দেশের ১টি টিএসপি সারকারখানায় উৎপাদিত হয়েছে এবং প্রতি বছর গড়ে বাকী ৫৯১৫৪১ মে.টন টিএসপি সার বেসরকারিভাবে আমদানির মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া উৎপাদন ও আমদানির মাধ্যমে টিএসপি সারের নিরবচ্ছিন্নভাবে বিতরণের ফলে বিগত ১২ বৎসরে টিএসপি সারের কোন ঘাটতি হয়নি।

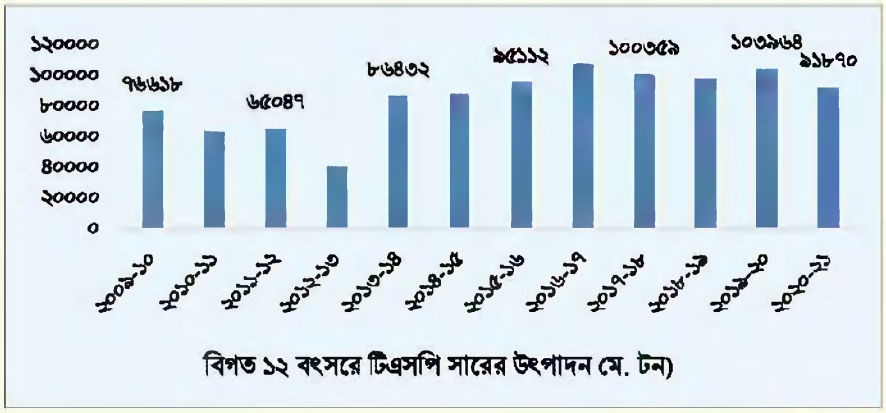

বিগত ১২ বৎসরে টিএসপি সারের উৎপাদন মে. টন)

তথ্যসূত্রঃ বিসিআইসি

গ. ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি)

ডিএপি সারের মূল্য কমানোর ফলে সারের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বিগত ১২ বছরে প্রতি বছর গড়ে ৫৪৯৩৬৪মে.টন ডিএপি সার ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রতি বছর গড়ে ৫১৭৯২ মে. টন ডিএনপিয়ার দেশের ১টি ডিএপি সার কারখানায় উৎপাদিত হয়েছে এবং প্রতি বছর গড়ে বাকী ৪৯৭৫৭১ মে.টন ডিএপি সার বেসরকারি ভাবে আমদানির মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উৎপাদন ও আমদানির মাধ্যমে ডিএপি সারের নিরবচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের ফলে বিগত ১২ বৎসরে ডিএপি সারের কোন ঘাটতি হয়নি ।

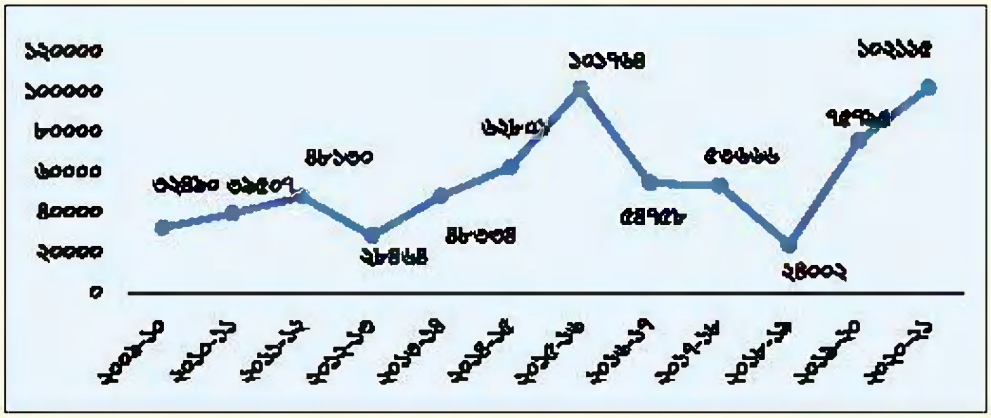

দেশে বিগত ১২ বৎসরে ডিএপি সারের উৎপাদন (মে. টন) তথ্যসূত্র: বিসিআইসি

ঘ. নতুন সার কারখানা শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ স্থাপন

বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন, শক্তিসাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে শাহজালাল সার কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শাহজালাল সার কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় দেশে ইউরিয়া সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিসিআইসি'র তত্ত্বাবধানে মোট ৪৯৮৪.৯৭ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ৩৯৮৬.০৮ কোটি টাকা) ব্যয়ে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জে বাৎসরিক ৫,৮০,৮০০ মেট্রিক টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন 'বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাতে নিয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কারখানাটি ১ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে বাণিজ্যিক উৎপাদনে রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২০১২ সালে শাহজালাল সার কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শী জিনপিং এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে যৌথভাবে কারখানাটির শুভ উদ্বোধন করেছেন। প্রায় ৫০ বছরের পুরাতন ইউরিয়া সারকারখানা ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ (NGFFL)এর স্থানে স্থাপিত শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ এর উৎপাদিত গ্রানুলার ইউরিয়া সার দেশের কৃষি ক্ষেত্রে কৃষির উপকরণ হিসাবে অত্যন্ত কার্যকরী ও ফলপ্রসু অবদান রেখে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সফররত গণচীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং (Xi Jinping)
১৪ই অক্টোবর শুক্রবার ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চীনের সহায়তায় গৃহীত
বিভিন্ন প্রকল্পের বিবরণ সম্বলিত ফলক উন্মোচন করেন। পিআইডি

ঙ. পরিবেশবান্ধব, জ্বালানি সাশ্রয়ী নতুন সার কারখানা "ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার" প্রকল্প বাস্তবায়ন

বর্তমানে নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লি. (পিইউএফএফএল) এবং ঘোড়াশাল ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লি (জিইউএফএফএল) নামে দুইটি সারকারখানা রয়েছে। সারকারখানা দুইটিতে প্রতি টন ইউরিয়া উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার, ডাউন টাইম এবং রক্ষণাবেক্ষণ পুনরাবৃত্তির হার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবং কারখানাগুলো অতি পুরাতন হওয়ায় গত ২৪ আগস্ট ২০১৪ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্পমন্ত্রণালয়পরিদর্শনকালে উক্ত জায়গায় একটি নতুন, আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা নির্মাণের জন্য লোন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রদত্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় অবস্থিত ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানা ও পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা-এ দু'টি সার কারখানার স্থলে দুই কারখানায় ব্যবহৃত মোট গ্যাস (৬৪.৭ এমএমসিএফডি) দিয়ে বর্তমানে উৎপাদিত দৈনিক ৮০০ - ৯০০ মে. টন সারের স্থলে প্রায় ৩ (তিন) গুন অর্থাৎ দৈনিক ২৮০০মে.টন (বার্ষিক ৯,২৪,০০০ মে. টন) গ্রানুলার ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন, শক্তিসাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক প্রযুক্তির একটি সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে "ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ০৯/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০,৪৬০.৯১ কোটি টাকা এবং মেয়াদকাল হল অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২২। প্রকল্পটি Mitsubishi Heavy Industries (MHI), জাপান এবং CC7, China Consortium, চীন কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দৈনিক ২৮০০ মে. টন গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদিত হবে। বর্তমানে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মাস পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৫১.৩১ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬১.৫০ %।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিসিআইসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ সারকারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিরাট ভূমিকা রাখবে। নতুন সারকারখানাটি স্থাপিত হলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি সার আমদানির উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে, কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

চ. ইউরিয়া ফরমালডিহাইড (UF-85) প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প

দেশে উৎপাদিত ইউরিয়া সারের কোটিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে প্রয়োগের জন্য একটি নতুন ইউরিয়া ফরমালডিহাইড (UF-৮৫) প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড (UF-৮৫) প্ল্যান্ট স্থাপন' প্রকল্পটি ২৫/০১/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭২৪.৩০ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশে ইউরিয়া

ফরমালডিহাইডের আমদানি নির্ভরতা থাকবে না। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। এছাড়া মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

ছ. সার ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ কাঠামোয় পরিবর্তন

১৯৯৬ সালের পূর্বে দেশে কৃষক পর্যায়ে সার বিপণনে পর্যাপ্ত সুব্যবস্থা ছিলনা। সার বিতরণে সরকারি নিয়ন্ত্রণ দুর্বল ছিল। কৃষকগণকে দূর-দূরান্ত হতে সার সংগ্রহ করতে হত এবং সার ক্রয়ের জন্য হয়রানির শিকার হতে হত যা এক পর্যায়ে কৃষকের প্রাণহানির কারন ঘটায়। দেশে প্রায়শই সার সংকটের খবর পাওয়া যেত।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯ এর আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে বিসিআইসি কর্তৃক সার ডিলার নিয়োগ এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে খুচরা সার ডিলার নিয়োগ করা হয়। ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায় সার মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে সার বিপণনের সুব্যবস্থা হয় এবং সার মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার হয়।

জ. নন-ইউরিয়া সারের মূল্যহ্রাস

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই নন-ইউরিয়া সারসমূহ যেমন-টিএসপি,এমওপি ও ডিএপি সারের দাম পর পর ৩-৪ বার কমিয়ে সারের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসে। নন-ইউরিয়া সারের দাম কমানোর ফলে কৃষকদের সুষমভাবে সার ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং ফলশ্রুতিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

সারের নাম	১৪/১/২০০৯ তারিখের পূর্বের মূল্য (কেজি/টাকা)	১৪/১/২০০৯ তারিখের পূর্বের মূল্য (কেজি/টাকা)	২/১১/২০০৯ তারিখের পরের মূল্য (কেজি/টাকা)	২৪/১০/২০১০ তারিখ হতে মূল্য কেজি/টাকা	১/১১/২০১০ তারিখ হতে কেজি/টাকা	৪/১২/২০১৪ তারিখ হতে অদ্যাবদি কেজি/টাকা
টিএসপি	৮০-৮৫	৪০	২২	২২	২২	২২
এমওপি	৭০-৭৫	৩৫	২৫	১৫	১৫	১৫
ডিএপি	৮৫-৯০	৪৫	৩০	২৭	২৫	১৬

ঝ. রাসায়নিক সারে ভর্তুকির পরিমান

সারের নাম	টন প্রতি ব্যয় (টাকা)	টন প্রতি বিক্রয়মূল্য (টাকা)	টন প্রতি ভর্তুকি (টাকা)	মন্তব্য
ইউরিয়াসার (আমদানীকৃত)	২৮,৮৮৪.৬৫	১৪,০০০.০০	১৪,৮৮৪.৬৫	
ইউরিয়া সার (উৎপাদিত)	১৯,৬২৭.০৮	১৪,০০০.০০	৫,৬২৭.০৮	
ডিএপি সার (উৎপাদিত)	৫৭,১৮৭.২৪	১৪,০০০.০০	৪৩,১৮৭.২৪	
টিএসপি সার (উৎপাদিত)	৩২,১৯৬.৪২	২০,০০০.০০	১২,১৯৬.৪২	

ঞ. সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য বাফার গুদাম নির্মাণ

সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য ১ম পর্যায়ে দেশের ১৩টি জেলায় ৫৪৫.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৩০,০০০ মে.টন. সার সংরক্ষণের জন্য ১৩ (তেরো)টি বাফার গুদাম নির্মাণ এবং ২য় পর্যায়ে ৩৩টি জেলায় ১৯৮৩.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫,১০,০০০মে. টন. সার সংরক্ষণের জন্য ৩৪ (চৌত্রিশ)টি বাফার গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাফার গুদাম স্থাপনের ফলে সারাদেশে সারের মজুদ সমভাবে থাকবে। দ্রুত কৃষকের নিকট সার সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

পঞ্চগড় জেলার সারের বাফার গুদাম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

৫.৪.১.২ সিমেন্ট শিল্প

দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সিমেন্ট কারখানা 'ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ' দীর্ঘ পুরাতন ও পুরনো প্রযুক্তির হওয়ায় লোকসানে পরিচালিত হচ্ছে। এ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার দৈনিক ১৫০০ মে. টন (বার্ষিক ৪,৫০,০০০ মে. টন) ক্লিংকার ও দৈনিক ৫০০ মে. টন (বার্ষিক ১,৫০,০০০ মে. টন) সিমেন্ট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন "ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ" প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি গত ০৮/০৩/২০১৬ তারিখে এবং প্রকল্পটির ১ম সংশোধন গত ০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি ২০১৬ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৯০.১১ কোটি টাকা (বৈদেশিক মুদ্রা ৪৪২.৯৬ কোটি টাকা)। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে M/S Nanjing C-HOPE Cement Engineering Group Co. Ltd.,China-কে প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন ছাড়াই পরবর্তী ১০ (দশ) বছর সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন অব্যাহত রাখা যাবে, উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নত হবে এবং মিলটি লাভজনকভাবে পরিচালিত হবে। পরিবেশ দূষণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হবে।

৫.৪.১.৩ "মডার্ণাইজেশন এন্ড স্ট্রেংদেনিং অব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প

দেশের রাসায়নিক শিল্প কারখানাসমূহের জনবলের কারিগরি দক্ষতা এবং কারিগরি সেবা প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'মডার্ণাইজেশন এন্ড স্ট্রেংদেনিং অব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৯/০৮/২০১৮তারিখে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু উদ্বোধন করেন। প্রকল্পটি গত ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় হয়েছে ৫০.৪২ কোটি টাকা।

৫.৪.১.৪ উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. এর জায়গায় রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

পুরান ঢাকার নিমতলী ও চুড়িহাট্টায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের প্রেক্ষিতে সরকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হতে প্লাস্টিক, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ও গোডাউন সমূহ ঢাকা শহরের বাইরে নিরাপদ স্থানে পরিকল্পিত আকারে পরিবেশ সম্মতভাবে স্থানান্তরের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী পুরোনো ঢাকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা

পদার্থের রাসায়নিক কারখানাও গুদামসমূহ একটি নিরাপদ জায়গায় দ্রুততম সময়ে স্থানান্তরের লক্ষ্যে উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি., শ্যামপুর, ঢাকায় "অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প জরুরি ভিত্তিতে হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১.৪৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত গত প্রকল্পটি বাস্তবায়নকল্পে মেসার্স ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, নারায়ণগঞ্জকে নিয়োজিত করা হয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি'র অনুদান অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের শুরু থেকে জানুয়ারি-২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪৭.০৪%।

৫.৪.২ শিল্পায়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ১৯৫৭ সালে সংসদীয় আইনের মাধ্যমে বিসিকের জন্ম। দেশের শিল্প সমৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্বায়ন এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব মোকাবেলায় বিসিক বিদ্যমান ও নতুন শিল্পোদ্যোগের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণসহ বেশ কিছু সেবা দিয়ে থাকে।

৫.৪.২.১ বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ

ক্র.	গৃহীত পদক্ষেপ/কার্যক্রম		২০০৮-২০২১ (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)
১.	শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	১,১৬,১২৮ জন
		দক্ষতা উন্নয়ন	৫৮,৮১২ জন
২.	শিল্প নিবন্ধীকরণ	মাঝারি শিল্প	১২০ টি
		ক্ষুদ্র শিল্প	১০,৭৪৮ টি
		কুটির শিল্প	২৪,৭০৭ টি
৩.	নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ	উন্নয়ন	৬,৪১৪ টি
		বিতরণ	৩১,৯৯৭ টি
৪.	কারিগরী তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ	সংগ্রহ	৮৩৪ টি
		বিতরণ	১৩,৭৮০ টি
৫.	ক) মেলা আয়োজন (অনলাইনসহ)		২৭১ টি
	খ) মেলায় অংশ গ্রহণ		৪১৯ টি
	গ) ক্রেতা- বিক্রেতা সম্মিলন আয়োজন		৫৬ টি
৬.	লবণ উৎপাদন		১৯৩.৫০ লক্ষ মে.টন
৭.	মধু উৎপাদন		২২,৪৯৮.৩৪ মে.টন
৮.	সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন		৭০৭ টি
৯.	সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রমের আওতায় পণ্য সরবরাহের আদেশ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান		১৯৬.৪৮ কোটি টাকা
১০.	সাবসেক্টর স্টাডি প্রণয়ন ও প্রকাশ		৬১৭টি
১১.	শিল্প জার্নাল/প্রযুক্তি বার্তা প্রণয়ন ও প্রকাশ		১০৪টি
১২.	সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন		৬৪টি
১৩.	নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ		১৩৩৪টি
১৪.	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন		৫২৭৫টি
১৫.	সৃষ্ট কর্মসংস্থান		৭,২৪,০৩৯ জন

১৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ-২ (২০০০০ কোটি টাকা) এর আওতায় ঋণ বিতরণ প্রথম পর্যায়	১৫,০৭৯ কোটি টাকা (৯৬ হাজার ১ শত ৪৬ টি শিল্প ইউনিটের মাঝে)
১৭.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ-২ (২০০০০ কোটি টাকা) এর আওতায় ঋণ বিতরণ দ্বিতীয় পর্যায় (১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	৫ হাজার ৩ শত ১৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা (৩৫ হাজার ২ শত ৯৬ টি ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ইউনিটের মাঝে)
১৮.	বিসিকের অনুকূলে সরকার প্রদত্ত ১০০ কোটি টাকার মধ্যে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণ (২০২০-২০২১ অর্থবছর)	৫০.০০ কোটি টাকা (১৫৭৮ জন ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে)
১৯.	বিসিকের অনুকূলে সরকার প্রদত্ত ৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণ (২০২১-২০২২ অর্থবছরের ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	৩০ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা (১০৫৩ জন ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে)
২০.	"বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ" কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ (৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	৪৬.০৭ কোটি টাকা (২৬৯৭ জন উদ্যোক্তার মাঝে)
২১.	বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ বিতরণ (শুরু ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	৬৮.৩৬ কোটি টাকা (৫৩৩৮টি জন উদ্যোক্তার মাঝে)
২২.	সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	৯৫৮ টি
২৩.	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	প্রায় ৮.৫০ লক্ষ জন
২৪.	শিল্প ইউনিটসমূহ কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত বিভিন্ন রাজস্বের পরিমাণ (২০০৯ হতে জুন ২০২১)	৩৪,৮৮৪.৩৫ কোটি টাকা

৫.৪.২.২ অভ্যন্তরীণ শিল্পকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে শিল্প আইআরসির সুপারিশ প্রদান ;
- নারী উদ্যোক্তাগণের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান (১০% শিল্প প্লট কোটা, ঋণ গ্রহণে অগ্রাধিকার, প্রশিক্ষণ গ্রহণে অগ্রাধিকার) ;
- কর, শুল্ক ইত্যাদি মওকুফ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান ;
- শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে প্রাধিকার নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান ;

- ওয়ান স্টপ সার্ভিসে বিসিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিসিক-এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল (https://ossbscic.gov.bd) ১৩ জুন, ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে । ইতোমধ্যে ৪৫০৫ জন শিল্পোদ্যোক্তাকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।
  - শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ঐক্য ফাউন্ডেশন এবং বিসিকের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে উদ্যোক্তারা ঐক্য ফাউন্ডেশনের অনলাইন মার্কেটিং প্লাটফর্ম (www.oikko.com.bd) এর মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারবেন ;
  - বিসিক-ঐক্য ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে ৪৯৩টি উপজেলায় সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য "বিসিক-ঐক্য ডিজিটাল ডিসপ্লে এন্ড সেলস সেন্টার" স্থাপনের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ স্বাক্ষরিত হয়েছে ;
  - বিসিকের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে "বিসিক অনলাইন মার্কেট" (www.bscic-emarket.gov.bd) উদ্বোধন করা হয়েছে।
  - বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে ২০১৬ সালে 'জামদানি' এবং ২০২১ সালে ঐতিহ্যবাহী পণ্য রংপুরের 'শতরঞ্জি' কে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
  - মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় দেশের ঔষধশিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব বিসিক অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক স্থাপন;

- ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কেমিক্যালস, হালকা প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক পণ্য, প্লাস্টিক, মুদ্রণ শিল্প কারখানাসমূহকে পরিবেশ বান্ধব শিল্পপার্কে স্থানান্তরের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে;
- দেশে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ পদ্ধতি প্রচলন এবং বিসিক মধু প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট স্থাপন;
- এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অনলাইন ডাটাবেজ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে;
- ২০৪১ সাল নাগাদ ৪০ হাজার একর জমিতে ১০০টি শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে বিসিকের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিক আইন যুগোপযোগী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৪.২.৩ শিল্প নগরী ও শিল্প পার্ক স্থাপন

বিসিক কর্তৃক সেবাগুলোর মধ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য উন্নত অবকাঠামো সুবিধা সম্বলিত শিল্পনগরী কার্যক্রমটি অন্যতম। সরকারের সুষম উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র যাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যে বিসিকের শিল্পনগরী স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য উন্নত অবকাঠামো সুবিধা সম্বলিত শিল্প প্লট তৈরী এবং জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও টেকসই শিল্পায়নের প্রসার ঘটাতে এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। বিসিক সাধারণ শিল্পনগরীর পাশাপাশি বিশেষায়িত বা মনোটাইপ শিল্প নগরী বাস্তবায়ন করে আসছে। বিসিকের মনোটাইপ শিল্পনগরীর মধ্যে হোসিয়ারী, জামদানি, বেনারসী, এপিআই, চামড়া শিল্প নগরী, শতরঞ্চি পল্লী, ইলেক্ট্রোনিক্স কমপ্লেক্স ইত্যাদি অন্যতম।

বিসিকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ষাটের দশক থেকে বিসিক শিল্প নগরী কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করে আসছে। বিসিক ষাটের দশক থেকে এখন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৯ টি শিল্পনগরী স্থাপন করেছে। বিসিকের ৭৯টি (ধামরাই শিল্পনগরী সম্প্রসারণ, শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী এবং ঝালকাঠি শিল্প নগরীসহ) শিল্প নগরীতে মোট ১১,৬৩৬ টি প্লট আছে। এর মধ্যে ১০,৬৪৭টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫,৯৯৮ টি শিল্প ইউনিট এ সমস্ত শিল্প নগরীতে গড়ে উঠেছে। ৭৯টি বিসিক শিল্পনগরীতে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৮.৫০ লক্ষ লোকের এবং পরোক্ষ ভাবে প্রায় ৩১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

বিসিক শিল্পনগরীর একটি ইউনিটের উৎপাদন কার্যক্রম

৫.৪.২.৪ প্লাস্টিক ও মুদ্রণ শিল্প

বাংলাদেশে প্লাস্টিক শিল্প একটি উদীয়মান শিল্প। ৫৪৬ বিলিয়ন ডলার বৈশ্বিক এ শিল্পের বাজারে বাংলাদেশের অবদান মাত্র ০.৬%। বাংলাদেশে এ খাতে কর্মসংস্থানের পরিমান ১২ লাখ এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ৫০৩০ টি। এ পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রায় ২১০০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশে ১৪০ টির বেশী প্লাস্টিক আইটেম তৈরী হয় এবং ৬০ টি দেশে রপ্তানি হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্লাস্টিক, মুদ্রণ, হালকা প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক পণ্য, শিল্প কারখানা সমূহকে ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জে একটি আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব জায়গায় স্থানান্তরের জন্য ২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য ইতোমধ্যেই বিসিক প্লাস্টিক শিল্প নগরী এবং বিসিক মুদ্রণ শিল্প নগরী প্রকল্পসমূহের কাজ চলছে। মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় ৫০ একর জমিতে "বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী" শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে, যার আওতায় বিভিন্ন আকারের ৩৭০টি প্লট তৈরী করা হচ্ছে। তাছাড়াও প্লাস্টিক নীতিমালা ২০২২ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

৫.৪.২.৫ ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পসমূহ স্থানান্তরের নিমিত্ত বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

সরকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হতে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ও গোডাউনসমূহ ঢাকা শহরের বাইরে নিরাপদ স্থানে পরিকল্পিত আকারে পরিবেশসম্মতভাবে স্থানান্তরের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় ৩১০ একর জমিতে 'বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ "শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে (প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৬১৫৭৩.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২)।

৫.৪.২.৬ হস্ত, কারু, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

বাঙালির জীবন আচরণের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে সুপ্রাচীন সংস্কৃতির ধারা। এই ধারা প্রভাবিত করে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উৎসব রীতি ও আয়োজনকে। বিশেষ করে ভাষা ও শিল্পচর্চা বাঙালির হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যের ইতিহাসকে লালন করে বাঙালিকে তার বাঙালিত্ব চেতনায় প্রেরণা যুগিয়ে আসছে। হস্ত, কারু ও কুটির শিল্প এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে বলে এ শিল্পখাত আমাদের সংস্কৃতি ও

ঐতিহ্যের পরিচায়ক। এ শিল্পে উৎপাদিত পণ্যে জাতীয় কৃষ্টির প্রতিফলন ঘটে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে হস্ত, কারু ও কুটির শিল্পের ঐতিহ্যবাহী ৩টি পণ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশের ৩টি পণ্য জামদানি, নকশিকাঁথা এবং সিলেটের শীতল পাটি ইতোমধ্যে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

শুরু থেকেই দেশের হস্ত ও কারুশিল্পের ঐতিহ্য রক্ষার্থে নকশাকেন্দ্র কাজ করে আসছে। বাজারে টিকে থাকার জন্য হস্তশিল্পের নতুন নতুন নকশা উদ্ভাবন করে উদ্যোক্তদের সরবরাহ করার মূল উদ্দেশ্য নিয়েই নকশাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা।বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারুশিল্পের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য পটুয়া শিল্প কামরুল হাসানের উদ্যোগে ১৯৬০ সালে নকশা কেন্দ্রের যাত্রা শুরু। তারই ধারাবাহিকতায় নকশা কেন্দ্র বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দূ দূরান্ত থেকে আসা ক্রেতা বিক্রেতার সাথে নতুন নতুন পণ্যের পরিচয় ঘটে, ভাব বিনিময় হয় এবং পণ্যের নতুন সংযোজন ধারণার পরিবর্তন ঘটে। দেশব্যাপী সকল কারুপণ্য পুনরুজ্জীবনের ফলে পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। নকশা কেন্দ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্পীদের দক্ষতা ও পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ।১২টি ট্রেডে দুই মাসব্যাপী প্রতি বিষয়ে বৎসরে ৬টি অর্থাৎ মোট ৭২টি অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানী ছাড়াও নকশা কেন্দ্র দেশের বিভিন্ন স্থানে বহিরাঙ্গণ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এবং শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়নেও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কোনরূপ বিনিময় ছাড়া সরকারি উদ্যোগে সারা দেশ ব্যাপী হস্ত কারুশিল্পের উন্নয়নে নতুন নকশা উদ্ভাবন এবং বিতরণ একমাত্র "বিসিক নকশা কেন্দ্র" করে থাকে। বিসিক নকশাকেন্দ্র বস্ত্র ছাপা (ব্লক, বাটিক, স্ক্রীন প্রিন্টিং), সাধারণ নকশা (ফ্যাশন ডিজাইন), পাট শিল্প, চামড়া শিল্প, পুতুল শিল্প, প্যাকেজিং শিল্প. বুনন শিল্প. বাঁশ ও বেত শিল্প, মৃৎ শিল্প, ও ধাতব শিল্পের এপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নকশা কেন্দ্র বিসিক ১২টি ট্রেডে এপর্যন্ত ২৮ হাজার ৪১৫ জন উদ্যোক্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়াও বিসিক নকশা কেন্দ্র ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প পণ্য ক্রয় বিক্রয় ও বিপননের জন্য মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে।

দেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সরকারের উন্নয়ন কৌশলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত আছে। শ্রমঘন শিল্প হিসেবে হস্ত ও কারুশিল্প খাত এ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ও কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে হস্ত ও কারুশিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে একটি হস্ত ও কারু শিল্প নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ হস্ত ও কারু শিল্পজাত পণ্যসমুহের মধ্যে তাঁতজাত, বস্ত্রজাত, চামড়াজাত, কাঠজাত, বাঁশজাত, বেতজাত, পাটজাত, আঁশজাত, মৃৎশিল্প, ঝিনুক ও অলংকার জাতীয় পণ্যই প্রধান।

৫.৪.২.৭ বিসিক কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান সরকারের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে বিসিক সারাদেশব্যাপী উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিদ্যমান কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন অধিকাংশ প্রকল্পই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার অর্ন্তভূক্ত। গত এক যুগে (২০০৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরও ১৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পগুলো হলো :

(১) বেনারশী উন্নয়ন প্রকল্প
(২) শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)
(৩) পাবনা শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প

(৪) বিসিক শিল্পনগরী মিরসরাই প্রকল্প
(৫) বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল প্রকল্প
(৬) বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি প্রকল্প
(৭) আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন প্রকল্প,
(৮) সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতিপূরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়),
(৯) বিসিকের ৪টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প
(১০) ধামরাই বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প
(১১) শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
(১২) গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প
(১৩) চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা
(১৪) অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্প পার্ক প্রকল্প
(১৫) বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা
(১৬) বিসিক শিল্প নগরী, চুয়াডাঙ্গা
(১৭) তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ
(১৮) মাদারীপুর বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ
(১৯) জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ
(২০) রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২

উক্ত প্রকল্পগুলো ১,৯৫,৮০৭.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রকল্পে ৪,৮৯৬টি শিল্প প্লটে ২,৩৭৩টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ১,৮৭,৭০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

১. বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (৩য় সংশোধিত)
২. বিসিক শিল্প নগরী, ভৈরব (২য় সংশোধিত)
৩. Poverty Reduction through Inclusive& Sustainable Markets (PRISM)
৪. রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (১ম সংশোধিত)
৫. বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল (১ম সংশোধিত)
৬. বিসিক প্লাস্টিক শিল্প নগরী (২য় সংশোধিত)
৭. নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)
৮. বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী
০৯. বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী (১ম সংশোধিত)
১০. বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান (১ম সংশোধিত)
১১. বরিশাল বিসিক শিল্প নগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
১২. বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধিত)
১৩. বিসিকের ৮টি শিল্প নগরী মেরামত ও পুনঃনির্মাণ(১ম সংশোধিত)

৫.৪.২.৮ শিল্প নগরী ও শিল্প পার্কে স্থাপিত শিল্পের সাফল্য

সরকারের শিল্পবান্ধব নীতিকাঠামো, স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সহায়তা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিতকরণের ফলে বিসিকের শিল্পনগরীতে অনুকরণ যোগ্য শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। বিসিকের শিল্পনগরীতে সারাদেশে বহু শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিল্পোদ্যোক্তার সাফল্যগাঁথা তুলে ধরা হল।

(১) ঔষধ শিল্প: আমাদের ঔষধ শিল্পের জগতে একটি পরিচিত নাম স্কয়ার ফার্মাসিউক্যালস। আর এটি ১৯৮৯ সালে বিসিক শিল্প নগরী পাবনায় স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৮৮ খ্রীঃ নিজ মালিকানায় বেগমগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরীতে ছোট পরিসরে ঔষধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন এবং সফলতার সাথে ১৯৯১ সালে গ্লোব ফার্মসিউটিক্যালস লিঃ নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

(২) আর এফ এল (রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড): বর্তমান সময়ে পরিচিত একটি ব্রান্ড "আরএফএল (রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড) এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৮০ সালে বিসিক শিল্প নগরী রংপুরে। ১৯৮১ সালেশিল্পনগরী, বিসিক, রংপুরে মাত্র ৩৯,৬০০ বর্গফুট জায়গায় রংপুর ফাউন্ড্রী লিমিটেড এর সমৃদ্ধ যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ১,৫৪,৬৬০ বর্গফুট জায়গায় কাজ চলছে।

(৩) নারায়ণগঞ্জে হোসিয়ারী শিল্পনগরী: নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত বিসিক হোসিয়ারী শিল্পনগরী বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের পথ প্রদর্শক। বাংলাদেশে হোসিয়ারী শিল্পনগরী তৈরি পোশাক রপ্তানীতে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে হোসিয়ারী শিল্পনগরী থেকে ১২০০০ কোটি টাকা মূল্যের তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

(৪) কৃষিজ যন্ত্রপাতি উৎপাদন: বিসিক শিল্পনগরী সিলেটে কৃষিজ যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য ১৯৮৯ সালে স্থাপিত আলিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড একটি কৃষি যন্ত্রপাতি গবেষণা উন্নয়ন ও প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি বিসিক শিল্পনগরী গোটাটিকর কদমতলী সিলেট-এ অবস্থিত। এম এ আলীম চৌধুরী ১৯৯০ সালে তার দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন ও প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সিলেটের গোটাটিকর বিসিক শিল্পনগরীতে তার শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানএ উৎপাদিত পাওয়ার ট্রিলার, ধানমাড়াইকল, ধান শুকানোকল, পাওয়ার রিপার (ধান/শস্য কাটারযন্ত্র) ভুট্টা মাড়াইকল ও ধান লাগানো মেশিন কৃষিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

(৫) অটোমোবাইল শিল্প: বিসিকের বগুড়া শিল্পনগরীতে ১৯৭৯ সালে স্থাপিত মেসার্স বগুড়া মটর লিমিটেড দেশের উত্তরাঞ্চলে সর্বপ্রথম গাড়ির ফিল্টার এবং একই শিল্পনগরীতে উত্তরা অটোমোবাইল উত্তরাঞ্চলে সর্বপ্রথম মটরসাইকেল উৎপাদন (সংযোজন) উৎপাদন ও বিপণন করে। আব্দুল্লাহ ব্যাটারী কোং (প্রাঃ) লিঃ এর নামে বিসিকের একটি প্লটে ১৯৮৩ সালে ব্যাটারী উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করেন। উক্ত কারখানায় প্রথমে এ্যাবকো ব্র্যান্ডের ব্যাটারী এবং ব্যাটারী প্লেট তৈরি করেন এবং পরবর্তীতে হ্যামকো ব্র্যান্ডের গুনগত মানসম্পন্ন ব্যাটারী তৈরি করে দেশের প্রতিটি জেলা ও থানা পর্যায়ে পরিবেশক নিয়োগের মাধ্যমে পন্য বিক্রয়, বিপনন ও বিতরন শুরু করেন। বর্তমানে সর্ববৃহৎ ব্যাটারী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

(৬) বৈদ্যুতিক তার উৎপাদন: বিসিক শিল্পনগরী কুষ্টিয়ায় ১৯৭৮ সালে স্থাপিত "বিআরবি কেবলস " বৈদ্যুতিক তার উৎপাদনে প্রথমদিকের কারখানা। বৈদ্যুতিক তার উৎপাদনে বিআরবি কেবলস শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিদেশেও সুনাম কুড়িয়েছে।

(৭) পাদুকা শিল্প: ২০১২ সালে বরিশালের কাউনিয়া এলাকায় ফরচুন সুজ লিঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা বাংলাদেশের অন্যতম স্বনামধন্য শীর্ষ জুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এখন প্রায় ৪১০০ অফিসার, সুপারভাইসর এবং কর্মীরা ফরচুন গ্রুপ অফ কোম্পানীজ এ কাজ করে এবং বরিশালের প্রায় ১৫০০০ মানুষ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অধিকাংশই নারী।

(৮) জামদানি শিল্প নগরী: ঢাকার মসলিনের উত্তরসুরি, বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের ঐতিহ্যবাহী জামদানি দেশে বিদেশে ব্যাপক সুনামের অধিকারী ও সৃজনশীল মনোমুগ্ধকর শিল্প শৈলীর ঐতিহ্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি বিধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁতিদের একত্রিভূতকরনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় তারাব পৌরসভার নোয়াপাড়া গ্রামে ২০ একর জমির উপর জামদানি শিল্প নগরী ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। যার ফলে শিল্প নগরীতে এলাকাবদ্ধ

জায়গায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিল্পীরা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে উন্নতমানের কাপড় তৈরী করতে পারে। দেশের জামদানি শিল্পকে ঐতিহ্যবাহী মসলিনের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ইতোমধ্যে জামদানিকে বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। এর ফলে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পণ্য হিসেবে জামদানির সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের জামদানি শিল্প এখন ইউনেস্কো ওয়ান্ড হেরিটেজের অন্ত ভূক্ত। জামদানি শিল্প নগরীতে কারুশিল্পীদের জন্য মোট ৪১৬ টি প্লট রয়েছে। তার মধ্যে জামদানির জন্য বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট ৪০৭ টি। উক্ত প্লটে মানসম্পন্ন জামদানি শাড়ী উৎপাদিত হয় এবং দেশে বিদেশে বিক্রি হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বেগবান করতে শিল্প খাত এগিয়ে চলেছে। আর এই এগিয়ে যাওয়ার লাগামটি ধরে আছে বিসিক। আর এটি হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত "ইপসিক" বা বিসিক গঠনের কারণে।

৫.৪.২.৯ লবণ শিল্প

(ক) লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় শিল্পপণ্য, যা খাদ্যে ব্যবহৃত এক প্রকার দানাদার পদার্থ, যার প্রধান উপাদান সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)। নাগরিক গণের দৈনন্দিন জীবন এবং বিভিন্ন শিল্পে লবণ একটি অপরিহার্য উপাদান। লবণের উৎস সমুদ্রের পানি এবং ভূগর্ভে বিবর্তনের ধারায় জমে থাকা খনিজ লবণ। ব্রিটিশ সরকারের সময় লবণের চাহিদা মেটানো হতো আমদানি করে। পাকিস্তান আমলের শুরুতেই উপকূলীয় এলাকার মানুষ সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি করতো, তবে করাচী থেকে লবণ এনেই মূলত চাহিদা মেটানো হতো। দেশের উপকূলীয় অঞ্চল চট্টগ্রামের দক্ষিণ ও কক্সবাজার এলাকায় সৌর পদ্ধতিতে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদনের উদ্যোগ নেয় জাতির পিতার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক (তৎকালীন ইপসিক)। শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে বিসিকের লবণ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প ১৯৬১ সালে ৬ হাজার ৭৭৪ একর জমিতে লবণ চাষের মাধ্যমে দেশে লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু করে। সে সময় চাষিদেরকে লবণ উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য ঋণ প্রদান এবং লবণের ন্যায্যমূল্য প্রদানের লক্ষ্যে বিসিকের মাধ্যমে চাষিদের নিকট হতে লবণ ক্রয় করা হতো।

বিসিক সৌর পদ্ধতিতে কাঁদাযুক্ত লবণ উৎপাদনের অভ্যাস পরিবর্তন করে লবণ চাষিদেরকে পলিথিন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে সাদা লবণ উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করেছে। সনাতন পদ্ধতির চেয়ে পলিথিন পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে কম শ্রমে অধিক উৎপাদন ও ভাল মানের লবণ পাওয়া যায়। বেশি বিক্রয় মূল্য ও বেশি লাভের কারণে পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন বেড়েছে। সনাতন পদ্ধতির তুলনায় নতুন পদ্ধতিতে একই পরিমাণ জমিতে শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ লবণ বেশি উৎপাদিত হয়ে থাকে এবং এর বাজার মূল্যও বেশি। বৎসরের নভেম্বর হতে মধ্য মে মাস পর্যন্ত সময়কালে লবণ উৎপাদন হয়ে থাকে। পানিতে লবণাক্ততার পরিমান পিপিটি (প্রতি হাজার ভাগ) যেখানে বেশি সেখানে লবণ উৎপাদনের পরিমানও বেশি। এজন্যই কক্সবাজারের প্রায় সর্বত্র এবং চট্টগ্রামের কিছু এলাকা লবণ চাষের জন্য উপযোগী বলে বিবেচিত। কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া, রামু, মহেশখালী, কক্সবাজার সদর, চকরিয়া, পেকুয়া, উখিয়া, টেকনাফসহ চট্টগ্রাম জেলাধীন বাঁশখালী উপজেলায় মূলত লবণ উৎপাদন হয়ে থাকে। এ সকল এলাকায় প্রতিবছর গড়ে ৬০০০০ একর জমিতে লবণের চাষ হয়।

দেশের উপকূলীয় এলাকা থেকে ক্রুড লবণ সংগ্রহ করা হয়, যা সূর্যের তাপে পানি বাষ্পীভবন করে উৎপাদন করা হয় এবং এতে বিভিন্ন অপদ্রব্য থাকে যা পরিশোধন করা হয়। দেশে আটটি লবণ পরিশোধন জোন ছড়িয়ে আছে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, ঝালকাঠি, পটিয়া, কক্সবাজার, চাদপুর এবং চট্টগ্রাম এর বিভিন্ন এলাকায়। পরিশোধন শুধু লবণের অপদ্রব্যই দূর করে না, এটি লবণ ঝরঝরে করে, গুণগত মান বাড়ায় এবং আয়োডিনযুক্তকরণে সহায়তা করে যা লবণে আয়োডিনের স্থিতিকাল বৃদ্ধি করে। ট্রেডিশনাল/প্রচলিত পরিশোধন

প্রণালী, মেকানিক্যাল/ যান্ত্রিক পরিশোধন প্রণালী এবং ভ্যাকুয়াম/বায়ুশূণ্য পরিশোধন প্রণালী এই তিন ধরনের পরিশোধন প্রণালীতে দেশে লবণ পরিশোধন করা হয়।

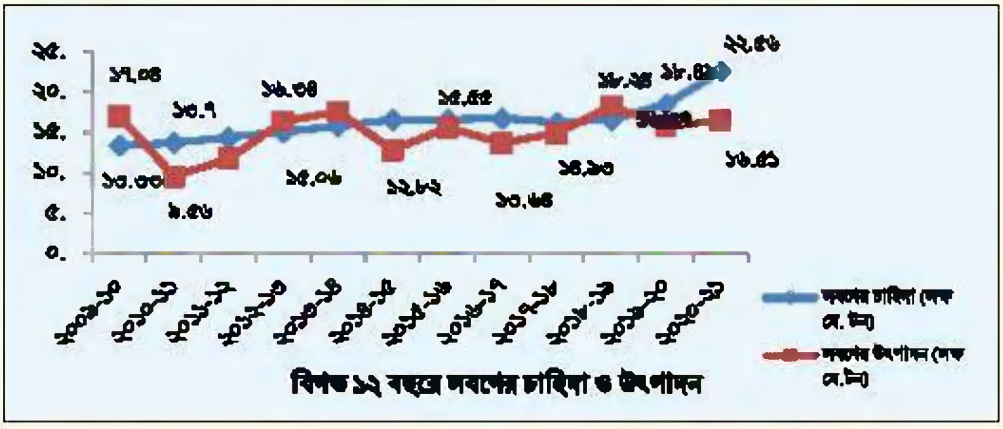

বিগত ১২ বছরে লবণের চাহিদা ও উৎপাদন

লবণ শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের সাথে সাথে লবণ উৎপাদন পরিস্থিতি সফলতার সাথে মনিটরিং, লবণের গুণগত মান উন্নয়ন এবং কাঙ্খিত মাত্রায় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় লবণ নীতি-২০১১ এবং ২০১৬ প্রণয়ন করতঃ বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় লবণ নীতি ২০২২ প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ খাতের শিল্প বিকাশে উদ্যোক্তাদের লবণ চাষে উৎসাহিত করতে ২০১৬ সালের জাতীয় লবণ নীতিতে নতুন উদ্যোক্তাদের লবণ চাষে উদ্বুদ্ধকরণে প্রশিক্ষণ প্রদানের উপায় অন্বেষণ ও অগ্রাধিকার দেয়া যেমন প্রয়োজন তেমনি দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে, বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় যে সমস্ত জমিতে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট উন্নত নয়, সে সব এলাকায় লবণ চাষের জন্য অগ্রাধিকার প্রদানকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এর ফলে সরাসরি লবণ চাষি এবং তাদের পরিবার উপকৃত হচ্ছে এবং ইতিবাচক সামাজিক প্রভাব স্থানীয় এলাকায় পড়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) জাতীয় লবণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এতে ভোজ্য লবণ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশ স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। শিল্পসহ অন্যান্য খাতের জন্য প্রয়োজনীয় লবণ চাহিদার একটা বড় অংশ ও দেশীয় লবণের মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে।

লবণের চাহিদা: দেশে বছর ভিত্তিক লবণের চাহিদা নিরুপণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে ভোজ্য লবণের চাহিদা ৮.৯০ লক্ষ মে. টন (১৪ গ্রাম/জন/দিন হিসেবে), শিল্পখাতে ৬.৯২ লক্ষ মে. টন, প্রাণিসম্পদ খাতে ৩.৩৬ লক্ষ মে. টন এবং মৎস প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে ০.৩৪ লক্ষ মে. টন সর্বমোট ১৯.৫২ লক্ষ মে. টন। মোট লবণের চাহিদার ১৭% প্রসেস লস ধরে মোট লবণের চাহিদা ২৩.৫২ লক্ষ মে. টন।

কক্সবাজারে বিসিকের সহায়তায় কৃষকদের মাধ্যমে লবণ উৎপাদন

(খ) সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ (সিআইডিডি)

আশির দশকের পূর্বে বাংলাদেশে মানবদেহে আয়োডিন অভাব জনিত সমস্যাবলী প্রকট আকার ধারণ করেছিল। আয়োডিন নামক পুষ্টি উৎপাদনের অভাবে গলগণ্ড, বামনত্ব, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, অকাল গর্ভপাত ও অপুষ্টিহীনতা সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। জনগণের মধ্যে দীর্ঘসময় ধরে বিরাজমান পুষ্টিহীনতা বে কোনো জাতির জন্যই একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক ঘটনা। পুষ্টিহীনতা মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে, বিশেষ করে মানুষের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে এই পুষ্টিহীনতা। মানবদেহে আয়োডিনের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন ১৯৮৯ এবং বিধিমালা ১৯৯৪ প্রণয়ন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) লবণে আয়োডিন মিশ্রণের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ (সিআইডিডি) প্রকল্পটির কার্যক্রম ১৯৮৯ সাল হতে শুরু হয়। প্রকল্পটির ১ম পর্যায় জুলাই ১৯৮৯ হতে জুন ১৯৯৯, ২য় পর্যায় জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০১১ এবং ৩য় পর্যায় জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। প্রস্তাবিত ৪র্থ পর্যায়ের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় গত ০৬-১০-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিক পরিচালনা পর্ষদের ৬৬ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিআইডিডি প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম বর্তমানে রাজস্বখাতের আওতায় লবণ সেল গঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

বিসিকের সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি জনিত সার্বিক সমস্যা অনেকাংশে কমে এসেছে। আয়োডিনযুক্ত প্যাকেট লবণের ব্যবহার বেড়েছে এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে সচেতনতাও বেড়েছে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনুপুষ্টির চাহিদা পূরণসহ জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে সারাদেশে সমানতালে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমে সরকারের সাথে তিনটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউনিসেফ, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল (এন.আই) এবং গেইন (Global Alliance Improved Nutrition) কাজ করছে।

বিসিকের সিআইডিডি প্রকল্প বিগত একযুগে যে সকল সাফল্য অর্জন করেছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

১. আয়োডিনের অভাবজনিত সার্বিক সমস্যা জাতীয় পুষ্টি জরিপ ১৯৯৩ অনুযায়ী ৬৮.৯০% বর্তমানে আয়োডিন জণিত সমস্যা কমে আসছে দেশে বর্তমানে আয়োডিনের অভাবজনিত সার্বিক সমস্যা আর দেখা যায় না।

২. জাতীয় পুষ্টি জরিপ ১৯৯৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ৪৭% মানুষের গলগণ্ড রোগ ছিল। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে ২০০৪-০৫ সালের জরিপ অনুযায়ী গলগন্ডের হার কমে ৬.২০% এ নেমে আসে এবং বর্তমানে আরও নীচে নেমে এসেছে। দেশে বর্তমানে দৃশ্যমান গলগন্ড রোগী আর দেখা যায় না।

৩. ১৯৯৩ সালের জরীপ অনুযায়ী দেশে বামনত্ব ছিল ০.৬০% যা ২০০৪-০৫সালের জরিপ অনুযায়ী ০.৪০% এবং বর্তমানে দেশ থেকে আয়োডিনের অভাবজনিত বামনত্ব দুর হয়েছে। (সূত্রঃ বিসিক, আইপিএইচএন, আইসিসিআইডিডি, আইএনএফএস, ইউনিসেফের জরীপ)।

৪. ২৬৭টি লবণ মিলে বিনামূল্যে লবণে আয়োডিনযুক্তকরন (এসআইপি) মেশিন সরবরাহ করা হয়। ২০০টি লবণ মিলের লবণে আয়োডিন যুক্তকরন (এসআইপি) মেশিন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৫. লবণের জলীয় অংশের পরিমান হ্রাস করে শুষ্ক ও ঝরঝরে লবণ উৎপাদনের জন্য ১৬টি লবণ মিলে আংশিকমূল্য পরিশোধের (কস্ট শেয়ারিং) ভিত্তিতে সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন সরহরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও নিজ স্ব উদ্যোগে ১৫টি কারখানা সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন স্থাপন করেছে।

৬. লবণ প্রক্রিয়াজাত অঞ্চল গুলোতে বিসিক কার্যালয়ে লবণের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য আটটি অত্যাধুনিক মানের ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

৭. কারখানা পর্যায়ে লবণের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ২০০ টিরও অধিক কারখানায় ব্যক্তিগত/ বেসরকারিভাবে ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

৮. দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লবণ কারখানার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী , মালিক- ম্যানেজার এবং টেকশিনিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯. বিগত ১ দশকে জন সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে আয়োডিনযুক্ত প্যাকেট লবণের ব্যবহার বেড়েছে কয়েকগুণ।

১০. ২০০৪-০৫ সালে প্যাকেট জাত লবণের ব্যবহার ছিল ৭১.৪% যা ২০১১-১২সালে ৭৫.৮% এ উন্নীত হয়েছে।

১১. কারখানা পর্যায়ে লবণে আয়োডিনের উপস্থিতি ১৯৯৩ সালে যেখানে ৬৭% ছিল বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬.৬ %।

১১. ভালো মানের লবণ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে 'বেষ্ট আইয়োডাইজড সল্ট মিলস এ্যাওয়ার্ড-২০১৭' প্রদান করা হয়েছে।

১২. জন সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের ৯০% মানুষকে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

১৩. লবণে আয়োডিনের উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য টেস্টিং কিট বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ।

১৪. লবণ চাষি এবং লবণ মিলাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় অর্ন্তভুক্ত করে সরকার আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ এবং জাতীয় লবণনীতি, ২০২২ প্রণয়ন করেছে;

১৫. স্বল্পসুদে লবণ চাষিদের জন্য বিসিকের নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হচ্ছে;

১৬. সোডিয়াম সালফেট/ডাই সোডিয়াম সালফেট আমদানি শুল্কহার বৃদ্ধি করা হয়েছে;

১৭. বন্ড ওয়্যার হাউজ সুবিধার আওতায় লবণ মিলের মাধ্যমে লবণ আমদানি বন্ধ করা হয়েছে;

১৮. মাঠ পর্যায়ে লবণের গুনগতমান বৃদ্ধিকল্পে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;

১৯. প্রকৃত লবণ চাষিদের নিকট সেবা মূল্যের বিনিময়ে লবণ চাষের জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে;

২০. লবণ চাষিদের ডাটাবেজ এবং লবণ চাষের নতুন প্রযুক্তি পাইলটিং করা হচ্ছে;

২১. কস্টিক সোডার কাঁচামাল হিসেবে লবণ আমদানির ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান লোকবল/যন্ত্রপাতি/ অবকাঠামো/উৎপাদন ক্ষমতা পর্যালোচনাসহ সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

২২. সরকারিভাবে লবণ চাষিদের নিকট হতে লবণ ক্রয় এবং বাফার গুদাম স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২৩. লবণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিসিকের মাধ্যমে একটি লবণ সেল গঠন করা হয়েছে।

২৪. কক্সবাজার জেলায় লবণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প অঞ্চলের জন্য প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২৫. আইন ও বিধির আলোকে সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদনের জন্য বিসিক উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় লবণ মিলসমূহে বিনামূল্যে সল্ট আয়োডাইজেশন প্লান্ট (এসআইপি) স্থাপন, পটাশিয়াম আয়োডেট সরবরাহ, লবণ মিলারদের প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং মান নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ করে যাচ্ছে।

৫.৪.২.১০ চামড়া শিল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে প্রায় ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের পর বাংলাদেশ আরও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য পূরণে তৈরি পোশাক শিল্পের পর সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত হলো চামড়া। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত। অধিকন্তু মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে চামড়াশিল্প দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত। কারণ, এ শিল্পের সকল উপকরণ দেশীয় ভাবে যোগান দেয়া সম্ভব। এ শিল্পখাতে পণ্য বৈচিত্র্য করণের বিরাট সুযোগ রয়েছে এবং বাংলাদেশে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য একটি পুরাতন শিল্প। প্রতি বছর এদেশে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে ২-৩-২৫% চামড়া দিয়ে দেশের অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণ হয় এবং অবশিষ্ট চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পকে একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও প্রতিযোগিতামূলক খাতে রূপান্তর করে এ শিল্পের সক্ষমতা অর্জন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাসহ 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শিল্প খাতে ব্যাপক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হিসেবে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলে এ খাতটিও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ২০২৪ সাল নাগাদ এ খাত থেকে রপ্তানি বাবদ ৫ বিলিয়ন ডলার আয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে।

চামড়া শিল্পনগরী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চামড়া শিল্পের উন্নয়নে 'চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধিত)'- শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১০১৫.৫৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৯৯.৪০ একর জমির মধ্যে ১২১.৬৩ একর জমিতে ১৫৫ টি ট্যানারি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ২০৫ টি শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট জমির মধ্যে ১৭.৩০ একরে কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি), সিইটিপি সংশ্লিষ্ট ৩টি ইপিএস ও ৩টি সিসিআরইউ এবং ৬০.৪৭ একর জমিতে রাস্তা, ড্রেন, কার্পার্ট, ফায়ার স্টেশন, পুলিশ ফাঁড়ি প্রভৃতি রয়েছে। চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা-এর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, দৈনিক ২৫,০০০ কিউবিক মিটার তরল বর্জ্য পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এর টেন্ডার কাজসহ অন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই সরকারের আমলেই শুরু করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সরকারের সঠিক সময়ে যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদানের ফলে কারিগরি দিক থেকে জটিল এই সিইটিপি ও তার সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ করে

তার মাধ্যমে গত ৫ বছরেরও অধিক সময় ধরে ট্যানারি হতে উৎপন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক নদীতে নিষ্কাশন করা সম্ভব হচ্ছে। প্রকল্পে দুইটি আধুনিক ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে, এতে এখন কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। গত ৩০ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রকল্প এলাকাস্থ ট্যানারি শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপন্ন তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত গঠিত কোম্পানি Dhaka Tannery Industrial Estate Wastage Treatment Plant Company Limited প্রকল্প সমাপ্তির পর ০১ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে অদ্যাবধি তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন করে আসছে। বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা এবং Dhaka Tannery Industrial Estate Wastage Treatment Plant Company Limited এ লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

- আধুনিক কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সমূহ সম্পন্ন চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা বিসিক কর্তৃক স্থাপনের ফলে হাজারীবাগ ও বুড়িগঙ্গা নদীসহ তৎসংলগ্ন এলাকার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে এবং চামড়া শিল্পের ক্ষতিকর দূষণ প্রায় দূরীভূত হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩.২৩ মোতাবেক পরিবেশবান্ধব শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ সুরক্ষা করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি অন্যতম অঙ্গীকার যা তার দশটি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম।
- ২০১২ সালে চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা-এর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সমূহ যেমন সিসিআরইউ, ইপিএস, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয় এবং কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সমূহ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়।
- নির্মিত কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সমূহের ট্রিটমেন্ট প্রসেসের কারণে বর্তমানে ট্যানারির তরল বর্জ্য সরাসরি ধলেশ্বরী নদীতে গিয়ে পড়ছে না। সিইটিপির মাধ্যমে ট্যানারির তরল বর্জ্য পরিশোধিত হয়ে নদীতে পড়ছে।
- ২০১৭ সাল থেকে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকাস্থ সকল ট্যানারিসমূহকে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে তা থেকে আয়রণ ও অন্যান্য অপদ্রব্য দূরীভূত ও পরিশোধিত করে সাপ্লাই দেয়া হচ্ছে।
- ২০১৭ সালের ৮ এপ্রিল হাজারীবাগস্থ ট্যানারি সমূহকে আধুনিক ও পরিকিল্পিত শিল্পাঞ্চল "চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা"-তে স্থানান্তরিত করা বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।
- করোনা মহামারীতে পৃথিবীর স্থিতাবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা প্রকল্পটির বাস্ত বায়ন কাজ জুন ২০২১ এ শেষ করাও বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।
- "চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা" প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) -এর ও অধিক মানুষের স্থায়ী কর্মসংস্থান হয়েছে এবং "চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা" প্রকল্প এলাকার আশেপাশের অঞ্চলের মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়াসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে।
- "চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা" প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ট্যানারি শিল্পের মতো একটি দূষণপ্রবণ শিল্পকেও পরিবেশগত দিক থেকে একটি সিস্টেমের মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে যার মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করে চামড়া খাতকে আরো সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

চামড়া শিল্পের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিসিক কর্তৃক বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০.০০ একর জমিতে 'বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা"-শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মোট ৩৫২০৩৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিসিক চামড়া শিল্পনগরীর আধুনিক কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা "চামড়া শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে আরও একটি করে চামড়া শিল্প নগরী স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।"

নির্দেশনা অনুযায়ী "বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী CETP স্থাপনের সম্ভাব্যতা, পানির উৎস, শিল্প নগরীতে ব্যবহৃত পানি পরিবেশ সম্মতভাবে ডিসচার্জ করার পর্যাপ্ত সুবিধা, গ্যাসের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো যাচাইকরণের জন্য অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে গঠিত ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশের আলোকে রাজশাহী-নওগাঁ/রাজশাহী- নাটোর মহাসড়কের পাশে ৫০০ একর জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্রের জন্য জেলা প্রশাসক রাজশাহী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসন থেকে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন বরূপনগর ও ভরুয়াপাড়া মৌজায় মাত্র ১২৪.২১০১ একর জমির মূল্যসহ সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনকরত প্রকল্প এলাকার লে-আউট ডিজাইন, ড্রইং এবং পূর্তকাজের প্রাক্কলনের কাজ চলমান আছে।

বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য মিরসরাই বেজা হতে জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বেজা থেকে জানানো হয় বেজা থেকে জমি বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিসিক কর্তৃক মিরসরাইতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন নতুন জায়গা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং উক্ত জমি অধিগ্রহণের সম্মতি চেয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৫.৪.২.১১ ঔষধ শিল্পের উন্নয়নে এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক স্থাপন

বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পে বর্তমানে দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ শতাংশের বেশি ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি ৪৩ টি কোম্পানির বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের প্রায় ৯২ টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় ও রপ্তানিমুখী ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন পঞ্চারিয়া উপজেলার বাউশিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমিতে সিইটিপি এবং অত্যাধুনিক ফায়ার ফাইটিং ব্যাবস্থা সহ সকল অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্প পার্ক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই শিল্প পার্কে এ-টাইপ (৩.২৭ একর) ৩০ টি, বি-টাইপ (২.৩৫ একর) ০৫ টি, এস-টাইপ (বিভিন্ন সাইজের) ০৭ টি মোট ৪২ টি উন্নত শিল্প প্লট তৈরি করে তা বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সুপারিশক্রমে ২৭ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প উদ্যোক্তাগন শিল্প কারখানার নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। এর মধ্যে ০১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান হেলথ কেয়ার কেমিক্যালস লিঃ এর শিল্প কারখানার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায় এবং তাদের নির্মিত ল্যাবরেটরিতে ইতোমধ্যে ০৩ টি ঔষধের কাঁচামাল পরিক্ষামূলকভাবে উৎপাদন শুরু করেছেন। এপিআই শিল্প পার্কটি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করে দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভবপর হবে। এতে করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে এবং নতুন করে বিপুল পরিমাণ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় তাঁর কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাভারের চামড়া শিল্পনগরী মুন্সীগঞ্জের অ্যাকটিক ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই)শিল্পপার্ক এবং সিরাজগঞ্জের বিসিক শিল্পপার্ক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন (মঙ্গলবার, ৬ নভেম্বর ২০১৮)। পিআইডি

৫.৪.৩ খাদ্যে পুষ্টিমান উন্নয়ন

ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ সমৃদ্ধকরণঃ শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি বুদ্ধিদীপ্ত, সমৃদ্ধশীল ও মেধাবী জাতি গঠনে কাজ করছে। জনসাধারণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ভিটামিন-'এ' এর অভাব জনিত সমস্যা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে বাংলাদেশে ভোজ্য তেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমের ওপর Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) এর আর্থিক এবং UNICEF এর কারিগরী সহায়তায় 'Fortification of Edible Oil in Bangladesh'-শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩' বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২৭ নভেম্বর ২০১৩ সালে পাশ হয়। এ আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রথম বারের মত ভোজ্যতেলের সাথে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন 'এ' মিশ্রণ বাধ্যতামূলক করে জনগণের ভিটামিন-'এ' এর অভাবজনিত সমস্যা দূরীকরণে ভোজ্যতেলকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এ আইনের বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা, ২০১৫' গত ১৬ নভেম্বর ২০১৫ সালে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। এছাড়া, এ আইনটিকে সারা দেশে প্রয়োগের সুবিধার্থে ২০১৬ সালে 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' এর তফসিলভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার কর্তৃক এ আইনটি বাস্তবায়নের ফলে সারা দেশের জনগণ ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল গ্রহণ করছে। এর ফলে ভিটামিন 'এ' এর ঘাটতিজনিত রোগব্যাধি (যেমনঃ রাতকানা রোগ, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি) থেকে জনসাধারণ মুক্তি পাচ্ছে এবং উন্নত জাতি গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' মিশ্রিত করে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন : সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের লবণ মিল মালিকদের উন্নয়নে সম্প্রসারণমূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদনমান নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে, দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সার্বজনীন আয়োডিন লবণ তৈরি কার্যক্রমের ইতোঃমধ্যে দেশব্যাপী ২৬৭টি সল্ট আয়োডাইজেশন প্ল্যান্ট (এসআইপি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ৯০ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহারের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং ভবিষ্যতে শতভাগে উন্নীত করা হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরের ৮.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন ভোজ্য লবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ করা হয়েছে।

মধু উৎপাদন : মধু একটি উৎকৃষ্ট পুষ্টি সমৃদ্ধ পানীয় খাদ্য। বিসিক মধু উৎপাদন করে খাদ্যের পুষ্টিমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। মধুতে প্রায় ৪৫ টি খাদ্য উপাদান রয়েছে। মধু শর্করা জাতীয় খাদ্য হলেও এতে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, এনজাইম ও খনিজ পদার্থ থাকে। বিসিক কর্তৃক পরিচালিত মৌমাছি পালন প্রকল্পটি সমাপ্তির পর এর সম্পদ ও জনবল ২০১০ সালে রাজস্ব বাজেটে আত্মীয়করণ করা হয়েছে। বিসিক ৬ টি জেলায় মৌমাছি পালন কর্মসূচি-কাম উৎপাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে মৌচাষি/মৌচাষে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এতে আধুনিক পদ্ধতিতে মৌচাষির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং গুনগত মানের মধু উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি মৌমাছির মাধ্যমে সফল পরাগায়নের ফলে ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৌমাছি পালনের গুরুত্ব বিবেচনা করে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন আলাদা একটি প্রকল্প ১১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০০০ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫ টি মধু মেলার আয়োজন, ৭ টি সেমিনার ও ১০০ টি মৌ-খামারকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। দেশে গুনগত ও মান সম্পন্ন মধু আহরণের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় ধামরাই একটি মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১০১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং মধু উৎপাদন হয়েছে মোট ৮৪৫০.৬২ মেট্রিক টন।

বিগত ১২ (বার) বছরে বিসিক কর্তৃক মধু উৎপাদন (মে. টন)

৫.৪.৪ ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প উন্নয়নে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন ৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে ১৯৭২ সালে কার্যক্রম শুরু করে। পরে বিএসইসি নিজস্ব উদ্যোগে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ নামে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেসরকারিকরণ আইন ২০০০, সরকারি নির্দেশনা, মূল মালিকানায় ফেরত ও হস্তান্তরের ফলে বর্তমানে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় ৯ টি চালু ও ৪টি বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২০১২ সালে জয়েন্ট ভেঞ্চারে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লি.(বিএইচএল) নামে একটি কোম্পানি গঠন করেছে। যেখানে বিএসইসি'র ৩০% শেয়ার রয়েছে। এছাড়াও চট্টগ্রামস্থ দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (জিইসি) নামক কোম্পানীতে ২৫.৪৭% শেয়ার বিএসইসি'র রয়েছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যথা ইস্টার্ন কেবলস লি. বিভিন্ন বৈদ্যুতিক কেবলস, জিইএমকোলি. ট্রান্সফরমার, ইস্টার্ন টিউবস লি. ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, এলইডি বাল্ব, গাজী ওয়্যারস লি. সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, ইত্যাদি উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে অবদান রাখছে। বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি. বাস, ট্রাক, জীপ, এটলাস বাংলাদেশ লি. ও বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লি. মোটর সাইকেল সংযোজন ও উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ করে দেশে পরিবহন খাতে অবদান রাখছে। এছাড়াও বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টিউবস লি. জিআই/এমএস/ এপিআই পাইপ, ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লি এমএস রড এবং বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লি. সেফটি রেজর ব্লেড উৎপাদন করে।

৫.৪.৪.১ প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি.

সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (পিআইএল) ও মিৎসুবিশি মোটরস করপোরেশন জাপানের মধ্যে সম্পাদিত দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির পূর্বে মিৎসুবিশি পাজেরো-৩১ সংযোজিত হতো। পরবর্তীতে আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন মিৎশুবিশি পাজেরো স্পোর্ট (সিআর-৪৫) জীপ গাড়ী সংযোজনের নিমিত্ত গত ০৮/০৬/২০১০ তারিখে মিৎশুবিশি মোটরস্ করপোরেশন, জাপান এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে প্রগতির কারখানায় মিৎশুবিশি পাজেরো স্পোর্ট (সিআর-৪৫) জীপ-এর সাকসেসর মডেল মিৎশুবিশি পাজেরো স্পোর্ট (কিউআরএম) সংযোজন করা হচ্ছে। এছাড়া প্রগতির কারখানায় জাপানের মিৎসুবিশি এল-২০০ ডাবল কেবিন পিকআপ সংযোজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রগতির কারখানায় সংযোজিত মিৎসুবিশি পাজেরো স্পোর্ট(সিআর-৪৫) জীপ প্রত্যক্ষ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

এ লক্ষ্যে ২৪/০৯/২০১৭ তারিখে মিৎসুবিশির লোকাল এজেন্ট কোকসাই লিঃ (KLC) এর সাথে প্রগতির একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর পন্য বহুমুখীকরণের স্বার্থে ভারতের মাহিন্দ্র এন্ড মাহিন্দ্র লিঃ সাথে গত ২১/১০/২০১৫ তারিখে ডাবল কেবিন পিক-আপ গাড়ী এবং চীনের জয়াভং কোর্ড অটোমোবাইলস কোঃ লিঃ-এর সাথে গত ০৬/০১/২০১৬ তারিখে ল্যান্ডফোর্ড এসইউভি জীপ ও সায়ন এক ২২ ডাবল কেবিন পিকআপ গাড়ী সংযোজনের নিমিত্ত চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রগতিই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, কর্পোরেশন কে সাশ্রয়ী মূল্যে জীপ, ডাবল কেবিন পিকআপ, সংযোজন (Assembly) করে বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্য সরবরাহ করে চলছে। তাছাড়া বাস, মিনিবাস, ট্রাক সংযোজন চলমান রয়েছে। প্রগতি ট্রেডিং এর মাধ্যমেও বিভিন্ন জনপ্রিয় ব্রান্ডের প্রাইভেট কার, জীপ, এ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি সরকারী বিভিন্ন সংস্থাকে DPM এর ভিত্তিতে সরবরাহ করে চলেছে। বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সিটিতে দক্ষ প্রকৌশলীদের দ্বারা সার্ভিস সেন্টারে নাম মূল্যে After sale service দিয়ে চলেছে। ৮টি বিভাগীয় শহরে শীঘ্রই প্রগতির সার্ভিস সেন্টার খোলার বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। ২০২৫ সালে বাংলা ব্রান্ড কার, জীপ, প্রাইভেটকার, পিকআপ, বাস, ট্রাক, মিনিবাস ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রগতি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রগতি বিগত ৪৯ বৎসরে ৫২০০০ (বায়ান্ন হাজার) গাড়ী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। একমাত্র গাড়ি সংযোজনকারী মাল্টিন্যাশনাল কারখানা হিসাবে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. বাংলাদেশের পরিবহন খাতে বাস, মিনি বাস, ট্রাক, মিনি ট্রাক, কার ও ট্রাক্টর সংযোজন ও বাজারজাত করে সড়ক পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে এককভাবে অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

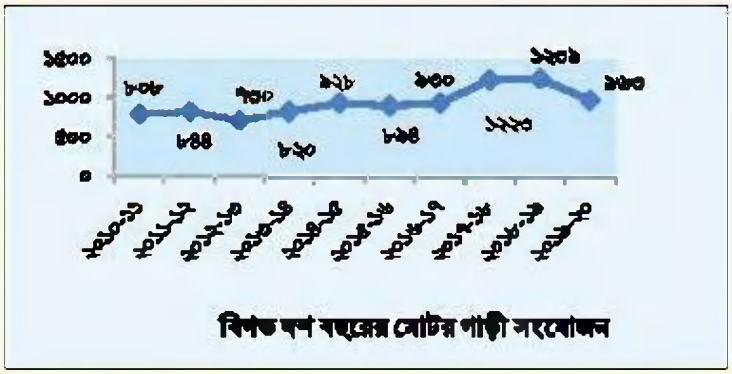

বিগত দশ বছরের মোটর গাড়ী সংযোজন

৫.৪.৪.২ এটলাস বাংলাদেশ লিঃ (এবিএল)

বাংলাদেশের একমাত্র মোটরসাইকেল সংযোজনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিঃ (এবিএল) জাপানের মেসার্স হোন্ডা মোটরস-এর কারিগরী সহযোগিতায় ১৯৬৬ সালে টংগী শিল্প এলাকায় ০৯.৬২ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর এটি জাতীয়করণ করা হয় এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে দেশের একমাত্র সরকারি মোটর সাইকেল সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বহুল পরিচিত এ মোটর সাইকেল সংযোজন অব্যাহত রাখা এবং স্থানীয়ভাবে সামগ্রী মূলে মানসম্পন্ন মোটরসাইকেল উৎপাদন ও সরবরাহের লক্ষ্যে (এবিএল) গত ১১/০৮/২০১৫ তারিখে চীনের বিখ্যাত জংশেন গ্রুপ আই/ই কর্পোরেশনের সাথে এক বছরের জন্য ডিস্ট্রিবিউটরশিপ এন্ড টেকনিক্যাল এসিসটেন্স এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করে। বিএসইসি এর মালিকানাধীন এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড জংশেন ব্র্যান্ডের মোটর সাইকেল উৎপাদন ও বাজারজাত করছে। পরবর্তীতে এটলাস বাংলাদেশ লি.-এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি.-এর সাথে গত ২৪/০৫/২০১৮ তারিখে এটলাস টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ এর সাথে কর্পোরেট পার্টনার সমঝোতা স্মারক করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ৩০/০১/২০১৯ তারিখে ৫ বছরের জন্য বিজনেস এন্ড টেকনিক্যাল এসিসটেন্স এগ্রিমেন্ট করা হয়েছে। এর ফলে ২০১৩ সালের পরে হিরো মটোকর্প-ভারত, এবিএলের সাথে চুক্তি বর্ধিত না করা স্বত্তেও শিল্প প্রতিষ্ঠানটি সকল ভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

শিল্প সচিব মহোদয়ের এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড পরিদর্শন

এছাড়া জাপানের হোন্ডা মোটরস কোম্পানি লিঃ এর সাথে বাংলাদেশের বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিঃ নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। এই কোম্পানিতে বিএসইসি তথা সরকারের ৩০% শেয়ার রয়েছে। কোম্পানিটি দীর্ঘদিন সুনামের সাথে বাংলাদেশে ১১০ সিসি হতে ১৬৫ সিসির হোন্ডা ব্রান্ডের মোটরসাইকেল উৎপাদন/সংযোজন ও বাজারজাত করে আসছে। বিএইচএল এ বিএসইসি'র ৩০% শেয়ার এবং হুন্ডা ও এএসএইচ ৭০% শেয়ার রয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিঃ ৮৮ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা (করবাদে) লাভ করে। ৩০/০৮/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় সর্বসম্মতিক্রমে লাভের ৮৮.২৭ কোটি টাকা পুনঃবিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের ৩০% হিসেবে প্রাপ্য ২৬.৪৮ কোটি টাকা পুনঃবিনিয়োগ করা হয়।

২০১৬ সালে দেশে মোটর সাইকেল এর চাহিদা ছিল ২ লক্ষ ৭০ হাজার, যার প্রায় পুরোটাই আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশীয় মোটর সাইকেল শিল্প বিকাশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১৬ সালে এসআরও জারী করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রণীত ২০১৮ সালের জাতীয় মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতির ফলে পাল্টে গেছে পুরো চিত্র। গত তিন বছর বাজারটি সম্প্রসারণ হয়েছে গড়ে ৩০ শতাংশ হারে। বিপণন ছাড়িয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ। এক সময়ে মোটর সাইকেল সংযোজনকারী দেশ হতে বর্তমানে বাংলাদেশ মোটর সাইকেল প্রস্তুতকারী দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। স্থানীয় চাহিদার ৮০ শতাংশ মোটর সাইকেল ই এখন দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। পৃথিবীর নাম করা ব্র্যান্ডের মোটর সাইকেল গুলোর বেশির ভাগ মডেলই দেশে উৎপাদন হচ্ছে। তন্মধ্যে হোন্ডা, ইয়ামাহা, বাজাজ, হিরো, টিভিএস, সুজুকী, জংশেন উল্লেখযোগ্য। নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত হয়ে বাজারে এসেছে বাংলাদেশী ব্র্যান্ড রাসার মোটর সাইকেল। বর্তমানে রাসার মোটর সাইকেল দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে। এ ছাড়া ও বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) বিশ্ব বিখ্যাত জাপানি ব্র্যান্ড হোন্ডা এর সাথে যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি বাংলাদেশ হোন্ডা লিমিটেডের হোন্ডা মোটর সাইকেল বাজারজাত করছে এবং বিএসইসি এর মালিকানাধীন এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড বর্তমানে জংশেন ব্র্যান্ডের মোটর সাইকেল বাজারজাত করছে।

এটলাস বাংলাদেশ লি. এ সংযোজিত মোটর সাইকেল দেশের মোটর সাইকেল বাজার

৫.৪.৪.৩ ইস্টার্ন টিউবস লি. এর এনার্জি সেভিং বাল্ব ও টিউব লাইট উৎপাদন

১৯৬৪ সালে বাওয়ানী শিল্প গোষ্ঠী নিজস্ব অর্থায়নে ইস্টার্ন টিউবস লিমিটেড (ইটিএল) নামে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ০১.০০ একর জায়গার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। ১৯৬৭ সালে এটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়। স্বাধীনতার পর জাতীয়করণপূর্বক বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের

নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হয়। ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ (ইটিএল)-এর কারাখানায় প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতেই ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট উৎপাদিত হতো। পরবর্তীতে জুন, ২০১২ সাল হতে ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইটের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এনার্জি সেভিং বাল্ব (সিএফএল) উৎপাদনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিএসইসি প্রতিষ্ঠার পর প্রায় চল্লিশ বছরের প্রথম এডিপিভুক্ত প্রকল্প ইস্টার্ন টিউবস লি. (ইটিএল)-এর 'এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেম্বলিং প্লান্ট ইন ইটিএল' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ১৯-০১-২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ব্যয় ৪৮.২৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। ইতোমধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইটিএল'র কারখানায় ফ্লোরেসন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বালব উৎপাদনের পাশাপাশি অধিকতর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি টিউব লাইট ও বালবের বাণিজ্যিক উৎপাদনের কার্যক্রম চলছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়।

প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত নতুন ভবন ও মেশিনারীজ

৫.৬.৪.৬ গাজী ওয়্যারস্ লিঃ

বাংলাদেশের একমাত্র সুপার এনামেল তামার তার উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান গাজী ওয়্যারস্ লিঃ জাপানের ফুরুকাওয়া ইলেকট্রিক কোম্পানী-এর কারিগরী সহায়তায় ১৯৬৬ সালে ব্যক্তি মালিকানায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট শিল্প এলাকায় ৩.৮৯ একর জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করা হয় এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠানটি অদ্যাবধি পরিচালিত হচ্ছে। গাজী ওয়্যারস্ লিঃ সুপার এনামেল ও হার্ডড্রন বেয়ার কপার ওয়্যার উৎপাদন করে, যা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার, মোটর, ফ্যান ও ইলেকট্রিক সার্কিটসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিতে ব্যবহার করা হয়। ১৯৬৬ সালে স্থাপিত গাজী ওয়্যারস লি.-এর ৫০ বছরের বেশি পুরাতন মেশিনারিজ প্রতিস্থাপন করে পরিবেশবান্ধব সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন মেশিনারী ও ডিজেল জেনারেটর ব্যবহারের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, পণ্যের গুনগতমান বৃদ্ধি, অপচয় হ্রাস, অধিকতর লাভজনক করা এবং আধুনিক কারখানা ভবনসহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ করে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "অক্টোবর'২০১৮-ডিসেম্বর'২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে গাজী ওয়্যারস লি. কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ০৩/১২/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পের মোট ব্যয় ৬৮.৯৮ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সাইজের কপার ওয়্যারের ট্রায়াল প্রডাক্টশন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫.৪.৪.৫ ন্যাশনাল টিউবস লিঃ

১৯৬৪ সালে আদমজী গ্রুপ কর্তৃক আদমজী পাইপ নামে একটি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় টঙ্গীতে ১৪.৩১ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ হয় এবং ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড (এনটিএল) নামে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে অদ্যাবধি পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার অফলোড করা হয়। ন্যাশনাল টিউবস লিঃ দেশে আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট-এর লাইসেন্স প্রাপ্ত একমাত্র প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি এপিআই, জিআইও এমএস পাইপ উৎপাদন করে। প্রতিষ্ঠানটির সিংহভাগ পণ্য দেশে গ্যাস সঞ্চালন কাজে ব্যবহৃত হয়। ন্যাশনাল টিউবস লিঃ-এর পরিত্যক্ত দন্তায়ন প্লান্ট/গ্যালভানাইজ প্লান্ট সংস্কারপূর্বক নতুনভাবে চালু করা হয়েছে। বিএসইসির নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরীতে দ্বিতীয় বারের মতো "National Productivity and Quality Excellence Award-2017" অর্জন করে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টিউবস লি. পরিদর্শন করছেন

৫.৪.৪.৬ ইস্টার্ন কেবলস্ লিঃ

জার্মানীর M/S. Continhocar & Co.-এর সহযোগিতায় এবং M/S. Kabel Were Reinshagen-এর সরবরাহকৃত প্রযুক্তিতে ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় ৩৭.৬৯ একর জায়গায় (কারখানা ও অফিস বিল্ডিং ২৫ একর) ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৭ সালে অফলোড করা হয়। ইস্টার্ন কেবলস্ লিঃ এ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ডোমেষ্টিক কেবলস্, এলটি পাওয়ার কেবলস্, এইচটি পাওয়ার কেবলস্ এবং এ্যালুমিনিয়াম দ্বারা এএসি/এসিএসআর ও এএসি/এসিএসআর কন্ডাক্টর উৎপাদন করা হয়।
প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন কেবলস লি.-এর পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের জন্য পর্যায়ক্রমে মেশিনারীজ প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সেভেন ওয়্যার স্ট্র্যান্ডিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

৫.৪.৪.৭ বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ

ইংল্যান্ডের মেসার্স উইলকেনসন সোর্ড কোম্পানির কারিগরি সহযোগিতায় ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮৪ সালে সম্পন্ন করা হয়। ০১-০৭-১৯৮৫ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিমিটেড (বিবিএফএল) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। টঙ্গীতে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ-এর ০.৮৯ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত এবং ১১-১০-১৯৮৬ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত। সোর্ড নামে স্টেইনলেস শেভিং ব্লেড উৎপাদন করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের প্রদত্ত ঋণ ও সুদের

কারণে,বাজারে নিম্মানের ব্লেড উপস্থিতির জন্য এবং যন্ত্রপাতি অধিক পুরাতন হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় ক্রমান্বয়ে লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক করার নিমিত্ত যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনসহ পণ্য বহুমুখীকরণের নিমিত্ত ডিসপোজেবল রেজর ব্লেড প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্ট আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭.৭০ কোটি টাকা নির্ধারিত আছে এবং প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন/২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ১২টি প্যাকেজের মধ্যে ৭টি প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি প্যাকেজের মধ্যে মূল মেশিনারিজ ক্রয় প্যাকেজের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদনের চেষ্টা অব্যাহত আছে। নতুন ফ্যাক্টরী বিল্ডিং নির্মাণের লক্ষ্যে পুরাতন কারেখানা বিল্ডিংয়ের অর্ধেকাংশ ভাঙ্গার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই লাভজনকে পরিনত হবে।

৫.৪.৪.৮ জনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি লিঃ (জিইএমকোলি)

১৯৬৩ সালে পাওয়ার কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালে Economical Power Developent Programme- এর আওতায় জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি লিঃ (জিইএমকো)-এর গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যের মেসার্স A. E (Overseas) Ltd. কোম্পানি লিঃ এবং রাশিয়ার M/s PROMASH EXPORTএর কারিগরী সহায়তায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ফিডিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় ১২২.৯৬ একর জমিতে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় এবং জিইএমকো ১৯৮০ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। জিইএমকোলি বিভিন্ন ক্যাপসিটির বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, লাইটনিং এ্যারেষ্টর, ডিসকানেক্টর, সুইচ গিয়ার, ড্রপ আউট ফিউজ, ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি লাভজনকে পরিনত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির পণ্য IS0 ৯০০১:২০১৫ মান সম্পন্ন। এছাড়া Type Test সনদ অর্জনেরও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ মান অর্জন হলে পণ্যের মাণ অধিক বৃদ্ধি পাবে।

৫.৪.৪.৯ বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান চালুকরণ

বিএসইসি'র বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ ১৯৯২ সালে উচ্চতর আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি পে-অফ ঘোষণা করা হয় এবং উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটি মূল মালিককে ফেরৎ প্রদানের জন্য বারবার নোটিশ প্রেরণ এবং সর্বশেষে গেজেটে প্রজ্ঞাপনও জারি করা হয়। কিন্তু মূল মালিক প্রতিষ্ঠানটি ফেরৎ নেয়নি। তবে পে-অফ ঘোষণার পর হতে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, মামলা পরিচালনা ব্যয় ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে উচ্চ আদালতের নিদের্শনা অনুসরণে মূল মালিক ফেরৎ না নেওয়া পর্যন্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় । সে মতে প্রায় ২৫ বছর বন্ধ থাকার পর গত ০৫-০৭-২০১৮ তারিখে ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড-এ পুনরায় উৎপাদন চালু করা হয়েছে। ঢাকা ষ্টীল ওয়ার্কস লি. আধুনিকায়নের নিমিত্ত "Feasibility study for Modernization of Dacca Steel Works Ltd." শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ডিপিপি প্রণয়ণপূর্বক শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দহীন অনুমোদিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ঢাকা ষ্টীল ওয়ার্কস লি. পুনঃচালুকরণ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

৫.৪.৪.১০ চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্প

(ক) বর্তমানে চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্পের ব্যয় (কোটি টাকায়)
১।	ডিসপোজেবল রেজর ব্লেড প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান মেশিনারিজ আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প এবং প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন/২০২৩ পর্যন্ত।	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭.৭০ কোটি টাকা নির্ধারিত আছে
২।	রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ প্রকল্প, প্রকল্পের মেয়াদকাল ১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/১২/২০২১	৯১.৯৪ কোটি টাকা

(খ) সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১।	এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেমব্লিং প্ল্যান্ট ইন ইটিএল (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী'২০১৬- জুন'২০২১)	৪৮২৮.১১ (সম্পূর্ণ জিওবি)
২।	"Feasibility Studz for Modernization of Dacca Steel Works Limited"- (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল'২০১৯- জুন'২০২১)	৩০৮.৪৪ (সম্পূর্ণ জিওবি)
৩।	গাজী ওয়্যারস্ লিঃ কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ (অক্টোবর'২০১৮-ডিসেম্বর'২০২১)	৬,৮৯৮.৫৩ (সম্পূর্ণ জিওবি)

৫.৪.৪.১১ ২০০৯ হতে ২০২১ পর্যন্ত বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভ/ (ক্ষতির) বিবরণ

২০০৯ হতে ২০২১ পর্যন্ত বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ৯৫৩.৭৯ কোটি টাকা করপূর্ব নীট মুনাফা অর্জন করেছে এবং উক্ত সময়ে বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ৪১১০.৯০ কোটি টাকা (ভ্যাট-ট্যাক্স) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদান করেছে

৫.৪.৫ জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

১৯৮০' র দশক থেকে ধীরে ধীরে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে গড়ে ওঠে জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ সেক্টর। কিন্তু এর দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ দূষণরোধ করতে না পারা, বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনা এবং দেশে-বিদেশে নানা নেতিবাচক প্রচার ইত্যাদি বহুবিদ কারণে ২০১০ সাল নাগাদ উদীয়মান এ সেক্টরটি বন্ধ হওয়ার উপক্রমহয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি দূরদর্শী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে সর্বপ্রথম জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পমন্ত্রণালয় ২০১১ সাল থেকে শুরু করে বিগত ১০ বছরে এ শিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে গত ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ বাংলাদেশের PHP Ship Breaking and Ship Recycling Industries Ltd. নামীয় একটি ইয়ার্ড এ শিল্প সংক্রান্ত সর্বোচ্চ কমপ্লায়েন্সসনদ (Statement of Compliance for the Hong Kong Convention) অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাপী এ অর্জনকে বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের মাইল-ফলক অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ ও উৎসাহে বর্তমানে আরও বেশ কিছু ইয়ার্ডে উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইয়ার্ড উক্ত কমপ্লায়েন্স সনদ অর্জন করবে মর্মে আশা করা যায় অর্থাৎমাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর যে দূরদর্শী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০১১ সালে জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমকে 'শিল্প' ঘোষণার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার ফলশ্রুতিতেই এ শিল্পে আজ পরিবেশগত এবং পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য (Environmental and Occupational Safety and Health) বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিশ্বের জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রধান পাঁচটি দেশের অন্যতম। বর্তমানে দেশে প্রতি বছর গড়ে ২০০টি জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয় এবং এ থেকে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ মেট্রিক টন স্ক্যাপ স্টীল পাওয়া যায়-যা কাঁচা লোহার দেশীয় চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করে থাকে। দেশজ অর্থনীতিতে এখাত বছরে প্রায় ৬০০০-৮০০০ কোটি টাকা যোগ করে এবং এ খাত হতে সরকার বছরে প্রায় ৮০০-১০০০ কোটি টাকা রাজস্ব পেয়ে থাকে। এ শিল্পের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় পর্যায়ে অনেক ছোট ও মাঝারি ব্যবসা (এসএমই) গড়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এ শিল্পে কয়েক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় এ শিল্পের পরিচালনা, উন্নয়ন ও বিকাশের অংশ হিসেবে ২০১১ সালে 'শীপ ব্রেকিং এন্ড শীপ রিসাইক্লিং রুলস' জারি করে এবং ২০১৮ সালে 'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন' প্রণয়ন করে। উক্ত আইনে বেশ কিছু উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এ আইন কার্যকর হওয়ার ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে জাতিসংঘের সমুদ্র সংস্থা International Maritime Organization (IMO) প্রবর্তিত The International Convention on Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 এর শর্ত পালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করা। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় IMO এর কারিগরি সহায়তায় এবং নরওয়েজিয়ান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ২০১৫ সাল থেকে Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh (SENSREC) শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের আলোকে ইয়ার্ডসমূহের কারিগরি ও কাঠামোগত উন্নয়নের

ইতোমধ্যে ৮৫টি ইয়ার্ড Ship Recycling Facility Plan (SRFP) প্রস্তুত করেছে এবং আগামী দুই বছরের মধ্যে SRFP বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত অঙ্গীকার (কৌশলগত উদ্দেশ্য৩.২৩) এবং সুনীল অর্থনীতি সংক্রান্ত অঙ্গীকার (৩.২২) পূরণে সরাসরি অবদান রাখছে। এ শিল্পে চলমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আগামী বছরের মধ্যে এটি একটি বিশ্বমানের শিল্প সেক্টরে পরিণত হবে এবং বাংলাদেশ 'হংকং কনভেনশন কমপ্লায়েন্ট এবং গ্রীন' জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে মর্মে আশা করা যায়।

পিএইচপি শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড শিপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রি, চট্টগ্রাম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি:
দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমেরামত পয়েন্টে জাহাজ আদা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ করতে হবে।

আরও উল্লেখ্য যে, সম্ভাবনাময় জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২ টি প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে।

(ক) বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় আধুনিক ও টেকসই পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুন: প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

(খ) পটুয়াখালী জেলায় পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপন

জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ মেরামতের শিল্প শ্রম নিবিড় শিল্প এবং এটি কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় পায়রা বন্দর এলাকায় পরিবেশ বান্ধব জাহাজ

নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের সম্ভাবত্য যাচাইয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম এবং বিএসইসি'র মধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত সমঝোতা স্মারক ১৪-০১-২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম কর্তৃক কোভিড-১৯ এর প্রভাবে কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করা সম্ভব হয় নাই বিধায় গত ১৮-০৭-২০২১ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩য় বার ১৪-০৭-২০২১ তারিখ হইতে আরও ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে ১০-০১-২০২২ তারিখে Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি'র নিকট ডামেন গ্রুপের
উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা হয়

৫.৪.৬ চিনি শিল্প

খাদ্যশিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দেশের কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টিমানের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার (কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩.১৪)। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা যেমন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই), বিসিক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
চিনি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর নিত্যপণ্য যা শিশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। তাই দেশের অভ্যন্তরীণ চিনির বাজার স্থিতিশীল রাখা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ১৫টি চিনিকল দেশের চিনির বাজারে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারের ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশন তার দীর্ঘদিনের লোকসান থেকে বেরিয়ে আসতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় গত জুলাই ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ছয়টি প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি চিনিকলগুলির লোকসানের হার কমছে এবং দেশের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য চিনি'র বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পাশাপাশি, সরকারের নীতিগত সম্মতির ফলে বিএসএফআইসি এর চিনিকলসমূহের জমিতে চিনি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য উপযোগী খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বিএসএফআইসির চিনিকলের চিত্র

৫.৪.৬.১ চিনি শিল্প উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

ক. চিনি শিল্পের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

২০০৯ হতে ২০২১ পর্যন্ত বিএসএফআইসি'র আওতায় চিনি শিল্পের উন্নয়নে ৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ২টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্প (৬ টি)

ক্রম	প্রকল্প নাম	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয়
১	০৭ (সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্টিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন	জুলাই ২০০৯- জুন ২০১১	৭১১.৭০ লক্ষ টাকা
২	কেরুজ সুগার মিলস এ প্রেসমাড হতে অরগানিক জৈবসার উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপন	জুলাই ২০০৯-ডিসেম্বর ২০১২	৭১৯.১৩ লক্ষ টাকা
৩	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি.	জুলাই ২০০৯-জুন ২০১৩	২৩০৭.৩৩ লক্ষ টাকা
৪	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন	জুলাই ২০১০-জুন ২০১৫	৪১৩৬.০০ লক্ষ টাকা
৫	ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১	১১৫৬.৭০ লক্ষ টাকা
৬	নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (২য় সংশোধিত)	ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন২০২১	৭২৩.৩০ লক্ষ টাকা

চলমান প্রকল্পের সংখ্যা (২ টি)

ক্রম	প্রকল্প নাম	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয়
১	বিএমআর অব কেরু এ্যান্ড কোং (বিডি) লিঃ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১২- জুন ২০২২	১০২২১.৩৮ লক্ষ টাকা
২	১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন	জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২২	৫০৫০.৮২ লক্ষ টাকা

খ. বিদেশী বিনিয়োগের নিমিত্ত চুক্তি স্বাক্ষর

(১) Sharkara International of UAE(২International Company for Water and Power Projects (ACWA), সৌদি আরব (৩) VSS Consultancy & Management, Netherland সহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

গ. ই-পুর্জিঃ ২০১০ সালের ১২ই ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক যোগে সকল চিনি কলে ই-পুর্জি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। আখ চাষীদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি নিরসন ও আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণের জন্য মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে চিনিকলে আখ সরবরাহের পুর্জি প্রাপ্তির খবর আখ চাষীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিট ও কেন্দ্রের সিডিএ ও সিআইসির মাধ্যমে চাষিদের নিকট পুর্জি পৌঁছানোর কাজটি সম্পন্ন হতো। ফলে চাষিগণ আখ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়রানির শিকার হতেন। বর্তমানে চাষিগণ যে কোন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) অথবা ইন্টারনেট এর মাধ্যমেই-পুর্জির ওয়েবসাইট (https://epurjee.surecashbd.com) থেকে পুর্জি সংগ্রহ করতে পারেন। ফলে আখ চাষিদেরকে পুর্জির জন্য কোনো দালালের পিছনে ঘুরতে হয় না স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে।

ঘ. ই-গেজেটঃ মিলগুলোতেই- পুর্জি কার্যক্রম চালু হওয়ায় আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ই-পুর্জি ব্যবস্থাপনায় সফলতার পর সেবার পরিধি আরো বিস্তৃত করতে চালু করা হয়েছে ই-গেজেট। এর মাধ্যমে চাষির ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে অনলাইনে পুরো মৌসুমের কেন্দ্রে ও ইউনিট ভিত্তিক আখ ক্রয়ের আগাম কর্মসূচি দেখতে পাবেন।

চিনি কলে ই-পুর্জি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ঙ ই-পেমেন্ট-সিওর ক্যাশ: ই-পূর্জি ও ই-গেজেট প্রচলনের পর চিনি কলগুলোতে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখের মূল্য পরিশোধের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যা রুপালি ব্যাংক শিওর ক্যাশ এর মাধ্যমে সকল চিনিকলে একযোগে চালু করা হয়েছে। মাড়াই মৌসুমে সকল চিনিকলের আখচাষিদের আখের মূল্য মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। পাশাপাশি চাষিদেরকে আখ চাষে প্রণোদনার অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।

চ. জৈব সার 'সোনার দানা': বিএসএফআইসি'র অধীন কেরুজ জৈবসার কারখানায় উৎপাদিত উন্নতমানের জৈবসার 'সোনার দানা। 'সোনার দানা'সার বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে এবং ডিলারদের মাধ্যমে বাজারজাত করা হচ্ছে। এখানে জৈবসারের কাঁচামাল হিসেবে চিনিকলের উপজাত ফিল্টারমাড এবং ডিস্ট্রিলারি কারখানার বর্জ্য ব্যবহার করা হচ্ছে যার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারকে জনপ্রিয় করে তোলা এ কারখানার অন্যতম লক্ষ্য।

ছ. আখ চাষিদের প্রণোদনা প্রদান: চাষিদের কল্যাণে বর্তমান সরকার টিএসপি ও এমওপি সারে ভর্তুকি দিয়ে টন প্রতি মূল্য যথাক্রমে ৩৮০০০/- ও ২৫০০০/- টাকা থেকে কমিয়ে ২০০০০/- ও ১৩০০০/- টাকা নির্ধারণ করে। বিশেষ করে আখের মূল্য অনেক রকম থাকায় সারের মূল্য অত্যাধিক বেশী হওয়ায় আখ চাষ অনেক কমে যেতে থাকে। আখচাষীদের উৎপাদিত আখের মূল্য বিবেচনা করে সরকার ২০০৮ সনে ধার্য্যকৃত আখের মূল্য ১৬৬০.৫০ টাকা এর স্থলে ২০১৮ সালে ৩৫০০ টাকা ধার্য্য করে। বর্তমান সরকার কর্তৃক সারের মূল্য কমানো ও আখের মূল্য বৃদ্ধি করায় চাষিরা স্বাভাবিক ফসল উৎপাদনে এগিয়ে আসে। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশাপাশি আখ আবাদ ও বৃদ্ধি পায়।

জ. হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন : সামাজিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে মহামারি করোনা প্রতিরোধে ২০২০ সালের ২৩ শে মার্চ হতে 'কেরুজ হ্যান্ড স্যানিটাইজার' নামক জীবানুনাশক উৎপাদন কার্যক্রম অদ্যাবধি চলমান আছে। কেরুজ হ্যান্ড স্যানিটাইজারের চাহিদা ব্যাপক হওয়ায় স্বল্প মূল্যে সবার হাতে পৌঁছানোর জন্য সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্যানিটাইজার তৈরিতে ব্যবহৃত বিশ্বমানের এ্যালকোহল কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লি. এ উৎপাদিত হওয়ায় কেরুজ হ্যান্ড স্যানিটাইজার মানে ও গুনে অতুলনীয়।

৫.৪.৭ মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ও পণ্যের মান নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বিএসটিআই বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় মাননির্ধারণী প্রতিষ্ঠান। এটি National Standards Body (NSB) হিসেবে ১৯৭৪ সালে ISO সদস্যপদ লাভ করে। দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার গুণগত মান প্রণয়ন ও মানোন্নয়নের পাশপাশি আমদানিকৃত পণ্যের মান সংরক্ষণেও বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদকালে আইন ও বিধিমালা সংস্কার (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আইন, ২০১৮ ও ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন), নিম্নমানের পণ্যের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদারসহ নানামুখী কর্মকান্ডের ফলে বিএসটিআই'র পণ্যের মানোন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের মাঝে মান বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

বিভাগীয় শহরে বিদ্যমান দপ্তরসমূহের আধুনিকায়ন, নতুন ল্যাবরেটরী স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন ১৯৩টি পদ সৃজন, ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা, বিএসটিআই'র মান (বিডিএস) সমূহ অনলাইনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ, দেশের শিল্প কারখানায় বিএসটিআই ভ্রাম্যমান ক্যালিব্রেশন সেবা চালু (ক্যালিব্রেশন ভ্যানের মাধ্যমে সরাসরি শিল্প কারখানায় গিয়ে সেবা প্রদান) ও জেলা অফিস থেকে পণ্যের পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদানের ফলে এর সেবার মান, পরিধি ও দক্ষতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশি পণ্যের

আন্তর্জাতিক পরিচিতির জন্য পণ্যের মোড়কে 'b' মার্ক চালু করার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে মানসম্মত দেশীয় পণ্যের পরিচিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

৫.৪.৭.১ ল্যাবরেটরি ভবন, ন্যাশনাল মেট্রোলজি ও কেমিক্যাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা

Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বিএসটিআই'র প্রধান কার্যালয়ে ১০ তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ৬ তলা অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ করা হয়। এ ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণের ফলে সিমেন্ট, ইট, এমএস রড, টাইলস, বৈদ্যুতিক তার, সুইস, সকেট, ইলেক্ট্রিক মিটারসহ বিভিন্ন পণ্য পরীক্ষণ সুবিধা চালু হয়েছে।

দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন এবং শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপ যন্ত্রের সূক্ষ্মতা, (Accuracy) নির্ণয়ের জন্য বিএসটিআইতে National Metrology ল্যাবরেটরি (NML) স্থাপন করা হয়েছে। EU, NORAD এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং UNIDO এর কারিগরি সহায়তায় বিএসটিআইতে আন্তর্জাতিক মানের National Metrology Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিতে (i) Mass (ii) Length & Dimension, (iii) Temperature (iv) Volume, density & Viscosity, (v) Time, Frequency & Electrical Measurement, (vi) Force & Pressure Laboratory নামে ৬টি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবেরটরির মাধ্যমে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ল্যাবরেটরিসমূহে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন করা হচ্ছে । দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ইতিপূর্বে এ সকল যন্ত্রপাতি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে Calibration করে আনতে হতো।

Establishment of Chemical Metrology Laboratory (CML) at NMI in BSTI" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ে একটি অত্যাধুনিক কেমিক্যাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। এই ল্যাবরেটরিতে খাদ্যপণ্যের মান যাচাই ও স্বর্ণের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা হচ্ছে।

বিএসটিআই'র পরীক্ষণ ল্যাবে নতুন সংযোজন: নন ডেস্ট্রাকটিভ পদ্ধতিতে স্বর্ণের বিশুদ্ধতা নির্ণয়, টায়ার-টিউব ও হেলমেট পরীক্ষা, ইনফ্রান্ট ফর্মুলার ভিটামিন পরীক্ষা, এসি, ফ্রিজ ও ইলেকট্রিক মোটরের Energy efficient level পরীক্ষা, স্কিন ক্রিমে ক্ষতিকর হাইড্রোকুইনিন পরীক্ষা, গার্মেন্টস পণ্যের ক্ষতিকর AZO ও Formaldehyde পরীক্ষা, পাওয়ার ট্রান্সফরমার পরীক্ষা, আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সিমেন্ট ও ইট পরীক্ষা, সিএনজি মিটার পরীক্ষা, Static watt hour Meter (Pre-paid) পরীক্ষা।

বিএসটিআই'র প্রধান কার্যালয়ে ৬ তলা ল্যাবরেটরি ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

৫.৪.৭.২ মাঠ পর্যায়ে বিএসটিআই'র অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপন

- রংপুর ও ময়মনসিংহে বিভাগীয় সদরসহ ৩টি জেলায় (ফরিদপুর, কুমিল্লা ও কক্সবাজার) বিএসটিআই'র অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের ভোক্তা সাধারণের জন্য মানসম্মত পণ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অফিস ভবন এবং ল্যাবরেটরিসমূহ আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১০তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ ও অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের জনগণকে অধিকতর ও দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদানে বিএসটিআই'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- পণ্যের গুণগতমান এবং ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী বিএসটিআই'র কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, টাঙ্গাইল, পাবনা, রাঙ্গামাটি, গাজীপুর, নরসিংদী, নোয়াখালী এবং নওগাঁ জেলাসমূহে বিএসটিআই'র অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- "বিএসটিআই পদার্থ ও রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন"- শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় রসায়ন উইংয়ের ৩৮ (আটত্রিশ)টি ল্যাব ও পদার্থ পরীক্ষণ উইংয়ের ৩০ (ত্রিশ)টি ল্যাবসহ মোট ৬৮ (আটষট্টি)টি ল্যাব নির্মিত হবে। "ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাব সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণের সুবিধা সৃষ্টি" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সায়েন্টিফিক মেট্রোলজি ও লিগ্যাল মেট্রোলজির ২১টি ল্যাব স্থাপিত হবে। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের স্থায়ী অবকাঠামো সৃষ্টির প্রস্তাব রয়েছে।

বিএসটিআই কক্সবাজার জেলা অফিস উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী

৫.৪.৭.৩ বিএসটিআই এর এ্যাক্রেডিটেশন অর্জন

ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন অর্জন: বিএসটিআই'র বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL)এবং পরবর্তী পর্যায়ে Bangladesh Accreditation Board (BAB) থেকে এ্যাক্রেডিটেশন অর্জন।

Management System Certification (MSC) প্রদান: বিএসটিআই থেকে শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001,পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO ২২০০০ বিষয়ে সিস্টেম সার্টিফিকেশন ২০১০ সাল থেকে চালু করা হয়। এই কার্যক্রম বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড কর্তৃক এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত।

বর্তমানে বিএসটিআই পরীক্ষণ ল্যাব হতে ইস্যুকৃত সনদের ভিত্তিতে ২১টি বাংলাদেশি খাদ্যপণ্য ভারত সরকার বিনা পরীক্ষণে সেদেশে আমদানি করার ঘোষণা দিয়েছে। এ সব কার্যক্রমের ফলে দেশের আমদানি-রপ্তানি সহজতর হয় ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্যের সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৪.৭.৪ বিএসটিআই এর মান উন্নয়নে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা

আন্তর্জাতিক মান সংস্থা-ISO এর সদস্যপদ অর্জনের ধারাবাহিকতায় বিএসটিআই আরও ৭টি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা'র সদস্যপদ লাভ করে। সংস্থাসমূহ হচ্ছে: বিদ্যুৎ বিষয়ক পণ্যের মান প্রণয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা-International Electrotechnical Commission (IEC), খাদ্য পণ্যের মান প্রণয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা-Codex Alimentarius Commission (CAC), ওজন ও পরিমাপ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা-International Bureau of Weights and Measures (BIPM), International Organization of Legal Metrology (OIML) ও Asia Pacific Metrology Programme (APMP), হালাল পণ্যের মান প্রণয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা- Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC), সার্কভুক্ত দেশসমূহের মানের হারমোনাইজেশন সংক্রান্ত আঞ্চলিক সংস্থা- South Asian Regional Standards Organization (SARSO) । বিএসটিআই IEC, APMP, OIML, BIPM, CAC, SARSO এর সক্রিয় সদস্য WTO-TBT, Codex, AFIT এর ফোকাল/এনকোয়ারি পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে ভারত, সৌদিআরব, চীন, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের সাথে বিএসটিআই'র বিভিন্ন চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

গত ১৪ জুলাই, ২০১৭ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শ্রীলংকার মহামান্য প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপলা সিরিসেনার উপস্থিতিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি বিএসটিআইর পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

৫.৪.৭.৫ পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও মামলা দায়ের

বিএসটিআই পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, মামলা দায়ের ও জরিমানা আদায় করে থাকে। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং ওজন ও পরিমাপে কাঁরচুপি রোধে বিগত ১২ (বারো) মাসে (জানুয়ারি ২০২১- ডিসেম্বর ২০২১) মোট ৭৫৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১৩৬৪ টি মামলা দায়ের এবং ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এ সময়ে ১ হাজার ৩০০টি সার্ভিল্যান্স অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ১৮৬টি মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া উক্ত সময়ে ৪৪ টি প্রতিষ্ঠানকে সিলগালা করা হয়েছে। জরিমানাকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিল্যান্স অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে) ১২০৭টি। এছাড়াও বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে ৩২ জনকে।

বিএসটিআই কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অবৈধভাবে পণ্য জব্দ

৫.৪.৭.৬ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্যের মান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে সাম্প্রতিক সময়ে বিএসটিআই'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন

- আমদানিকৃত স্বর্ণের বিশুদ্ধতা যাচাইপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য স্বর্ণ পরীক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক তালিকায় আরও ৪৮টি পণ্য যুক্ত হওয়ার ফলে মোট ২২৯টি পণ্যকে বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস এর আওতাভুক্ত হয়েছে। এসব পণ্যের বিক্রয়, বিতরণ ও বাজারজাতকরণে বিএসটিআই হতে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক।
- বিএসটিআই'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গত ২০-১২-২০২০ তারিখ হতে "বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স" চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১০০ (একশত) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বিএসটিআই'র গ্রেড-১০ ও গ্রেড-১১ ভুক্ত কারিগরি পদ যথা: পরিদর্শক, পরীক্ষক ও ফিল্ড অফিসার পদকে গ্রেড-৯ এ উন্নীত করা হয়েছে। এতে অত্র প্রতিষ্ঠানের ১১০ (একশত দশ) জন কর্মকর্তা গ্রেড-৯ এ উন্নীত হয়েছেন। বিএসটিআই'র সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়সহ ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ১২৭টি নতুন পদ সৃজনের কাজ চলমান আছে।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু।
- বিএসটিআই'র লাইসেন্স/সার্টিফিকেট/টেস্ট রিপোর্ট এবং বিএসটিআই মানচিহ্ন এর অনৈতিক ব্যবহার রোধকল্পে ওয়েববেইজড মেশিন রিডেবল কোড বা QR Code প্রবর্তনের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

- অনলাইনে লাইসেন্স/ছাড়পত্রের জন্য আবেদন গ্রহণ, গ্রাহকদেরকে এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান, বিএসটিআই'র আয়-ব্যয়ের তথ্য এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য 'e-Application Management Sztem Software' শীর্ষক একটি সফটওয়্যার এর উন্নয়ন কাজ চলছে।
- বিএসটিআইতে অভিযোগ গ্রহণ ও দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য হট লাইন (হট লাইন নম্বর ১৬১১৯) চালু করা হয়েছে।
- পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ তে 'হালাল সার্টিফিকেট' প্রদানের জন্য নতুন প্রবিধি যুক্ত করে প্রবিধানমালা সংশোধন করা হয়েছে। হালাল সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চালু হয়েছে।
- সেবা সহজিকরণের জন্য বিএসটিআই প্রণীত বাংলাদেশ মান (বিডিএস) অনলাইনে বিক্রির জন্য 'ই-ক্যাটালগ এন্ড বিডিএস সেল' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে বিএসটিআই'র ওয়েবসাইট থেকে গ্রাহকগণ কাঙ্ক্ষিত বিডিএস স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাছাই করে তা অনলাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারছেন।

৫.৪.৮ দক্ষ জনশক্তি ও আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরিতে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

রূপকল্প ২০৪১, এসডিজি ২০৩০ এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরিতে বিটাক নানাবিধ কাজ করে আসছে। এ ক্ষেত্রে বিটাক প্রশিক্ষণ, টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইন প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে বিটাক কাজ করে যাচ্ছে।

৫.৪.৮.১ বিটাকের আইন প্রণয়ন

গত ১৪-১১-২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি, গবেষণার দ্বারা শিল্প ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামতপূর্বক শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি এবং এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) আইন' (২০১৯ সনের ১৯ নম্বর আইন) মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে।

আইন পাসের ফলে বিটাকের অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধা ও সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল প্রবিধানমালা, ক্রয়-নীতিমালা, আর্থিকবিধিমালা, নিয়োগ-নীতিমালা, চাকুরী প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে, যা পূর্বে ছিল না।

৫.৪.৮.২ দক্ষ জনশক্তি

(ক) কারিগরি প্রশিক্ষণ

বিটাকের নিয়মিত ও সেইপ (স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম) এর আওতায় ২০০৯ থেকে জানুয়ারি- ২০২২ পর্যন্ত কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪১,৫৯৬ জনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ৪৪০৮ জনকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকে (প্রায় ১০০ জন) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে নিজেরা স্বাবলম্বী হয়েছেন। এর ফলে দেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘরে ঘরে চাকরি প্রদান করার যে প্রতিশ্রুতি ছিল তদানুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০০৯ সালে "হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাক এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন" (Self-Emplo–ment and Poverty Alleviation) (SEPA) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ প্রকল্প সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র ও অসহায় যুবক/যুবতীদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য

দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫,৫১৮ জন নারী-পুরষকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষ করে তোলা হয়েছে। প্রশিক্ষণের পর এসব প্রশিক্ষণার্থীদেরমধ্যথেকে ৮৭৪৯ জনকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা প্রায় অর্ধেকের বেশি। ফলে অর্থনীতির মূলধারায় নারীর অংশ গ্রহন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য দূর করতে ভূমিকা রেখেছে প্রকল্পটি।

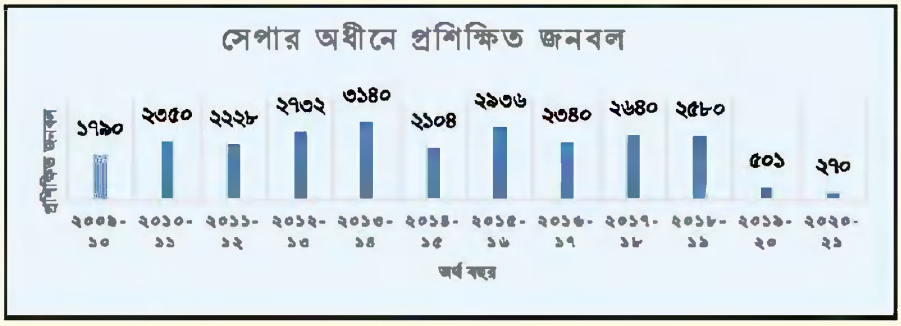

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বাস্তব প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ১৭৩৯১ জন শিক্ষার্থীকে বাস্তব (এ্যাটাচমেন্ট) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব কারিগরি জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও নিজেদেরকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

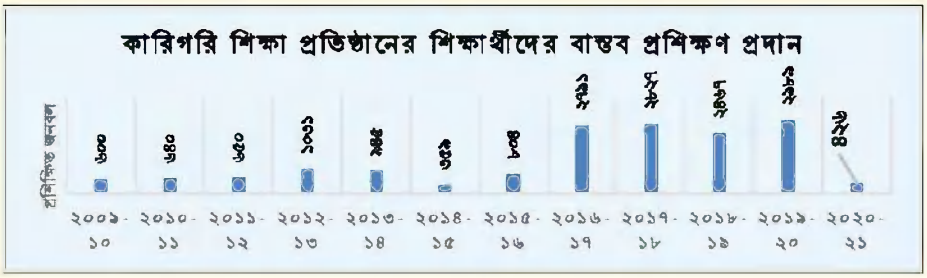

৫.৪.৮.৩ আমদানি বিকল্প মেশিনারি, খুচরা যন্ত্রাংশ প্রস্তুত ও মেরামতকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়

বিটাক কর্তৃক সরকারী-বেসরকারী ২৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় ২২৫ কোটি ৮১ লাখ টাকার আমদানি বিকল্প খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে আনুমানিক ৯০০ কোটি টাকা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা হয়েছে।

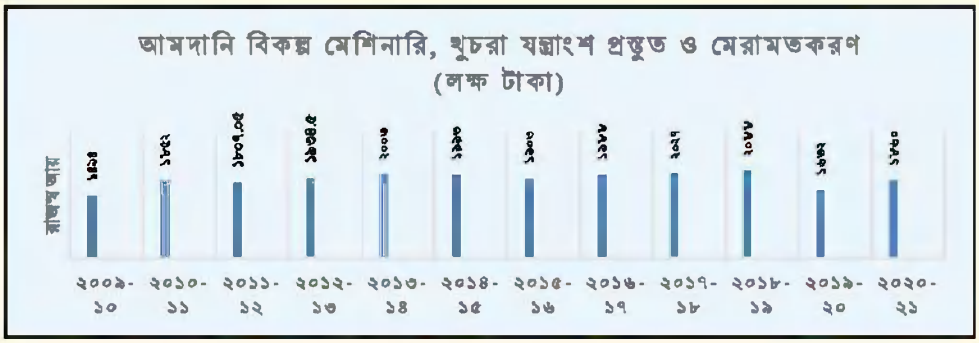

টুল এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট ভবন, বিটাক

৫.৪.৮.৪ আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন ও টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন

২০১০ সালের জুলাই মাসে ৯.১৫ একর জায়গার ওপর বিটাক, বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার জন্য টেস্টিং সুবিধাসহ ১০তলা ভিত্তি বিশিষ্ট টুল ইনস্টিটিউট ভবন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টুল এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (টিটিআই), বিটাক কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সিএনসি (কম্পিউটারাইজড নিউমেরিক্যাল কনট্রোল) লেদ এবং সিএন মিলিং মেশিন উদ্ভাবন করা হয়েছে। অল্প খরচে তৈরি এই অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে ধোলাইখালসহ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে ব্যবহৃত কনভেনশনাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা হলে দেশেই আন্তর্জাতিক মানের মেশিন এবং স্পেয়ার পার্টস তৈরি করা সম্ভব হবে। ফলে এ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা: দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ১ম পর্যায়ে বগুড়া, খুলনা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। গত ০৪-০৭-২০১৮ তারিখ থেকে শুরু হওয়া চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়ায় কেন্দ্রে ৩টি নারী হোস্টেল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি ৮০% কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজের বাকি অংশ জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে বিটাকের ছয়টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য গৃহিত প্রকল্প গত ২৫-০১-২০২২ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) অনুমোদন দিয়েছেন। জেলা পর্যায়ে কেন্দ্রগুলো হল- গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর। উক্ত ছয়টি প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ১৩২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।

৫.৪.৯ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে এ ধারণা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে ব্যয় হচ্ছে একটি সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ। মানব সম্পদের যথার্থ উন্নয়ন, বিকাশ এবং শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তার সফল ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিআইএম দেশের প্রধান বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানে দেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহে নিয়োজিত সর্বস্তরের ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

দেশের শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপকীয় মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় টিকে থাকা ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) বিগত পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধরে কাজ করে যাচ্ছে। বিআইএম এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে/খাতসমূহে নিয়োজিত সর্বস্তরের ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে বিষয় ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি কোর্স ও দীর্ঘমেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স আয়োজন, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ,বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে বিআইএম এর তিনটি ক্যাম্পাস অবস্থিত। প্রতিটি ক্যাম্পাস প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা এবং খাওয়াসহ যাবতীয় ব্যবস্থা আছে।

৫.৪.৯.১ বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে বিআইএম'র অর্জন

দীর্ঘমেয়াদি ডিপ্লোমা ও স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে উপনীত করার অগ্রযাত্রায় সহযোগী হিসাবে দক্ষ জনশক্তি গঠনে বিআইএম উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিআইএম এক বছরের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ও ছয়মাস ব্যাপী ডিপ্লোমা এই দুই ধরনের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। তাছাড়া ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন বিষয়ে এক/পাচ দিন, এক/দুই সপ্তাহ এবং এক/তিন মাস ব্যাপি স্বল্প-মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। ২০০৮ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে বিআইএম ৪২,৭৭৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

২০০৮-২০২১ মেয়াদকালে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা

বছর	স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণে	দীর্ঘমেয়াদী (ডিপ্লোমা)	মোট প্রশিক্ষণার্থীর
২০০৮-২০০৯	১০৫২	৩৪৫	১৩৯৭
২০০৯-২০১০	৫২৯	৩৬৩	৮৯২
২০১০-২০১১	১০৫	৩৭৬	৪৮১
২০১১-২০১২	৯২৫	৪১৭	১৩৪২
২০১২-২০১৩	১৭৪৮	৫৮৩	২৩৩১
২০১৩-২০১৪	২৬৯৭	৬৫৬	৩৩৫৩
২০১৪-২০১৫	৩৩৩৪	৬৬১	৩৯৯৫
২০১৫-২০১৬	৮১০৬	৭০৭	৮৮১৩
২০১৬-২০১৭	৬৭৭৭	৮৭৯	৭৬৫৬
২০১৭-২০১৮	২১২৭	৯০১	৩০২৮
২০১৮-২০১৯	২৩৭৫	৯৮১	৩৩৫৬
২০১৯-২০২০	১৯২৩	৮২৩	২৭৪৬
২০২০-২০২১	২০২৮	১৩৫৬	৩৩৮৪
মোট	৩৩,৭২৬	৯,০৪৮	৪২,৭৭৪

৫.৪.৯.২ গবেষণা

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের শিল্প উন্নয়ন ও গবেষণা কমিটির বরাদ্দকৃত অর্থে বিআইএম উল্লেখ্য মেয়াদে, ৩টি গবেষণা কার্যসম্পন্ন করেছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীতব্য প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর মনোনীত প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেন্টার , নবযাত্রা প্রজেক্ট, রিনিউএ্যাবল এনার্জি প্রজেক্ট, সাইক্লোন প্রিপ্রেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম এর ইমপ্যাক্ট এ্যানালাইসিস, বাংলাদেশ স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন এর পক্ষে হোন্ডা মটর বাইকের মার্কেট এ্যানালাইসিস সম্পর্কিত স্টাডি, বনশিল্পে কর্পোরেশন এর সিমেন্ট বন্ডেড পার্টিক্যাল বোর্ড এর মার্কেট এ্যানালাইসিস, শিল্পনীতি২০১৬-এর সমায়াবদ্ধ পরিকল্পণা বাস্তবায়নের নিমিত্তে রেজিস্ট্রেশন প্র্যাকটিসেস অন আইপিআরএস, উপজেলা গভর্ণ্যান্স প্রকল্পের সাথে চুক্তির আওতায় সাতটি বিভাগের ৬৫টি উপজেলা পরিষদের ২০১৩-১৪ সালের পারদর্শিতা মূল্যায়ন বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা, ব্যুরো অব ম্যান পাওয়ার, এ্যাম্পলয়মেন্ট এ্যান্ড ট্রেনিং এর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষাসহ বিআইএম এর নিজস্ব অর্থে বিগত ১ যুগে ৩১টি গবেষণা কার্য বিআইএম সম্পন্ন করেছে।
- বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি ও সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের সম্ভব্যতা যাচাই, ১০০ টি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর ১০টি জেলায় কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার কাজ চলমান রয়েছে।

৫.৪.৯.৩ পরামর্শ সেবা

বিগত ১ যুগে পরামর্শ সেবার আওতায় ৮০টির অধিক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। একত্রে বহুসংখ্যক আবেদনকারীর নিয়োগ পরীক্ষা আয়োজনের এবং দ্রুততম সময়ে ফলপ্রকাশের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত সহযোগিতা সেবাকে দ্রুততর করার জন্য অপটিক্যাল মার্ক রিডেবল (OMR) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

৫.৪.৯.৪ ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-কে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে বিআইএম কে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে উন্নীতকরণের নিমিত্তে বিআইএম এর ঢাকাস্থ প্রধান কেন্দ্রে আধুনিক অবকাঠামো সংযোজন ও অনুষদ সদস্যবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-কে শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি জিওবির অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪,৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা। বিগত ১৯ মার্চ, ২০২০ সালে প্রকল্পটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ২১.৩১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩০% হয়েছে।

বিআইএম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়।

বিআইএম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অধীনে নির্মিতব্য ১২ তলা ভবন

৫.৪.১০ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বা হালকা প্রকৌশল শিল্প

আমাদের রপ্তানি নীতি অনুযায়ী পণ্যভিত্তিক রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আমরা ২০২০ সালের জন্য 'লাইটই ঞ্জিনিয়ারিং পণ্য' কে জাতীয়ভাবে বর্ষ পণ্য ঘোষণা করছি। এ খাতে আমরা আরো বিনিয়োগ আহ্বান জানাচ্ছি। -মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দেশীয় শিল্পখাতের উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "হালকা প্রকৌশল পণ্যকে "হালকা প্রকৌশল বর্ষ পণ্য ২০২০" হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে হালকা প্রকৌশল শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দেশে ব্যাপক মাত্রায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ঢাকার ধোলাইখাল সহ দেশের বিদ্যমান লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর পুরাতন টেকনোলজি অনুযায়ী কাজ করছে বিধায় এর কোয়ালিটি এবং উৎপাদনশীলতা আন্তর্জাতিক মানের নয়। এ সেক্টরকে উন্নত করতে হলে কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল (সিএনসি) মেশিন ব্যবহারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের এসব অসুবিধা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় "বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপন" প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মেটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কাজে উচ্চ প্রযুক্তি ও উচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের ইন্সটিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ বাংলাদেশে এটাই প্রথম। স্থাপিত এ টুল এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়ন ও বিকাশসহ সঠিক মানের পণ্য উৎপাদন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের আওতায় ৭৬৬৭.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০তলা বিশিষ্ট টুল ইনস্টিউট ভবন নির্মাণসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে বিটাকের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের কমন ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে লাইট ঞ্জিনিয়ারিং পণ্য উৎপাদনকারীদের যথাযথ টেস্টিং সুবিধা প্রদান করে সঠিক মানের পণ্য উৎপাদন করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

হালকা প্রকৌশল শিল্প কারখানা

হালকা প্রকৌশল শিল্পে দেশের একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে মোটরসাইকেল শিল্প। বাংলাদেশের সড়কে সহজ যাতায়াতে যান্ত্রিকয ানবাহন হিসেবে মোটর সাইকেল অন্যতম। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। তুলনামূলক জ্বালানি সাশ্রয়ী ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নতির ফলে দিন দিন মোটর সাইকেলের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের মান উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশে নিজস্ব ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল উৎপাদন এবং দেশে মোটর গাড়ি উৎপাদনের শক্তিশালী বুনিয়াদ গড়ার লক্ষ্যে একটি শিল্প সহায়ক অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫.৪.১১ উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ খাত উন্নয়নে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক একটি বিশেষায়িত সংস্থা। এ অধিদপ্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মেধাসম্পদ সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। ডিপিডিটি মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্রমবর্ধমান ধারাকে ত্বরান্বিত করে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণে বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে একক দায়িত্ব পালনকারী জাতিসংঘের মেধাসম্পদ বিষয়ক সংস্থা World Intellectual Property Organization (WIPO) এর সহযোগিতায় কাজ করছে। অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম হচ্ছে নতুন উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট মঞ্জুর, শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের নতুন ও মৌলিক শিল্প নকশার নিবন্ধন, শিল্পজাত পণ্য বাণিজ্যিককরণের লক্ষ্যে ট্রেডমার্কস নিবন্ধন এবং ঐতিহ্যবাহী ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহ নিবন্ধন ও সুরক্ষা করা। উক্ত কার্যক্রমসমূহ দেশী ও বিদেশী সকল ধরনের পণ্য ও সেবার জন্য প্রযোজ্য।

উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রেক্ষাপটে দেশে নানাবিধ খাতে উদ্ভাবন বাড়ছে। একই সাথে বাড়ছে দেশের মেধাসম্পদের সুরক্ষা এবং উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানের গুরুত্ব। বিশেষ করে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তীর্ণ হবার প্রাক্কালে দেশের মেধাসম্পদ ও উদ্ভাবনের পেটেন্ট সুরক্ষা, দেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যের নিবন্ধন, সুরক্ষা এবং ভৌগোলিক নির্দেশক মালিকানা স্বত্ব সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। তাই দেশের উদ্ভাবন, মেধাসত্ব খাত এবং ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা প্রদানের জন্য বর্তমান সরকার নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছে যার সুফল ইতোমধ্যে দেশের জনগণের নিকট দৃশ্যমান হয়েছে।

৫.৪.১১.১ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস নিবন্ধন

২০০৯ সাল হতে অদ্যাবধি পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ১৮১৫ টি উদ্ভাবনের পেটেন্ট মঞ্জুর করেছে, ৯৩৫৪ টি শিল্প নকশাকে ডিজাইন নিবন্ধন প্রদান করেছে এবং ৩৭,৫৩৩ টি পণ্যপ্রতীককে ট্রেডমার্কস নিবন্ধন প্রদান করেছে। বর্তমান সরকারের সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রেডমার্কস বিধিমালা, ২০১৫ নতুনভাবে বাংলায় প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি প্রণয়নের ফলে বাংলাভাষীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। এ বিধিমালার ফলে ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত দরখাস্ত বাংলায় দাখিল করাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিধিমালায় আবেদন নিস্পত্তির সময় কমিয়ে আনাসহ বাণিজ্যিক পণ্যের ব্রান্ডিং এর ক্ষেত্রে জটিলতা কমিয়ে আনা হয়েছে। নতুন বিধিমালা প্রণীত হওয়ায় একদিকে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ এবং সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা সহজিকরণ হয়েছে, অন্যদিকে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.৪.১১.২ বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহের নিবন্ধন প্রদান

বর্তমান সরকার কর্তৃক ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করার ফলে বাংলাদেশে উৎপাদিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সুরক্ষা ও বানিজ্যিক প্রসারের নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে। এই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন ও সুরক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ বিধিমালার আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের ফলে দেশের বিভিন্ন জেলায় ঐতিহ্যবাহী ও গুনগত মানসম্পন্ন পণ্য সনাক্ত করা হয়েছে। ২০১৬ সাল হতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ১০ (দশ)টি ঐতিহ্যবাহী পণ্য জামদানি, বাংলাদেশ ইলিশ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম, বিজয়পুরের সাদা মাটি, দিনাজপুরের কাটারীভোগ, বাংলাদেশ কালিজিরা, রংপুরের শতরঞ্জি, রাজশাহী সিল্ক, ঢাকাই মসলিন ও বাগদা চিংড়ি কে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে এতে করে এই সকল পণ্যে বাংলাদেশের মালিকানা স্বত্ব আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা অদুর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান রাখবে আশা করা যায়। তাছাড়া ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় উক্ত পণ্য সামগ্রীর রপ্তানী মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

জিআই পণ্যের নাম ও ছবি	জিআই পণ্যের নাম ও ছবি
 ১. জামদানি	 ৬. বাংলাদেশ কালিজিরা
 ২. বাংলাদেশ ইলিশ	 ৭. রংপুরের শতরঞ্জি

৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম

৮. রাজশাহী সিল্ক

৪. বিজয়পুরের সাদা মাটি

৯. "ঢাকাই মসলিন "

৫. দিনাজপুর কাটারীভোগ

১০.বাগদা চিংড়ী

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম" এর সনদ প্রদান অনুষ্ঠান

৫.৪.১১.৩ জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন

জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়নের ফলে উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতার বিকাশে নতুন দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন দেশের মেধাসম্পদের উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার বিকাশ তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে আশা করা যায়।

৫.৪.১১.৪ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস (IP Day) উদযাপন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস (IP Day) উদযাপন করে থাকে। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এ অধিদপ্তরের র‍্যালি ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১৭/০৬/২০২১ তারিখে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস কর্তৃক IP Day Celebration & Certificate Awarding Ceremony আয়োজন করা হয়।

মেধা সম্পদ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

৫.৪.১১.৫ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্য ভুক্তি

দেশের শিল্পখাতের বিকাশে শিল্পপণ্যের বৈশ্বিক বিপণন অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশী শিল্পপণ্যের বৈশ্বিক পরিচিতি সূলভ চিহ্ন বা ট্রেডমার্কস নিবন্ধন একটি আবশ্যিক কর্ম। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের পণ্য যেন স্বল্প খরচে এবং সহজে বিদেশে ট্রেডমার্কস নিবন্ধন করতে পারে সে জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রিসভা গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত বৈশ্বিক প্রটোকল 'মাদ্রিদ প্রটোকল' এর সদস্যভুক্ত হওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। মাদ্রিদ প্রটোকলে যোগদানের ফলে World Intellectual Property Organization (WIPO)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীগণ স্বল্পখরচে একবার ফি পরিশোধ করে এবং বাংলাদেশে একক আবেদন দাখিলের মাধ্যমে মাদ্রিদ ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে তাদের ট্রেডমার্কস নিবন্ধন করতে পারবেন এবং সহজে বাংলাদেশি ট্রেডমার্কসকে বিদেশে ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এছাড়া বাংলাদেশের মাদ্রিদ সিস্টেমে যোগদানের ফলে ব্যবসা- বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও প্রসার লাভসহ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক হবে।

দেশের মূল্যবান মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও শিল্পে এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করার জন্য মেধাসম্পদ যাতে অন্য কোন দেশে পাচার না হয়ে যায় সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এ লক্ষ্য অর্জনে মেধাসম্পদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্লাটফরম Patent Cooperation Treaty (PCT)তে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। PCT প্লাটফরম হচ্ছে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মেধাসত্ত্ব বা পেটেন্ট নিবন্ধনের আন্তর্জাতিক কাঠামো, যা দ্বারা একক আবেদনের মাধ্যমে বিশ্বের PCT এর সদস্যভুক্ত সকল দেশে পেটেন্ট নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা যায়। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত কোন আবিষ্কার বাংলাদেশসহ PCT'র সদস্যভুক্ত দেশে বাংলাদেশী উদ্ভাবক ও আবিষ্কারকদের পেটেন্ট অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের PCT'র সদস্যভুক্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিশেষত, ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে উন্নয়নশীল দেশের তালিকাভুক্ত হবার পর দেশীয় মেধাসম্পদের সুরক্ষা এবং বিদেশী পেটেন্ট এর সুরক্ষা প্রদান এই দুই ক্ষেত্রেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধানাবলী বাংলাদেশের জন্য প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক হবে। এই প্লাটফরমে বাংলাদেশের যোগদানের ফলে একদিকে যেমন বাংলাদেশী উদ্ভাবক, আবিষ্কারকগণের মেধাসত্ত্বের সুরক্ষা পাওয়া যাবে অন্যদিকে দেশীয় পেটেন্ট আইনের আওতায় বাংলাদেশে বিদেশী পেটেন্ট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে রাজস্ব পাওয়া যাবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদের সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে Patent Cooperation Treaty (PCT) তে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

৫.৪.১২ শিল্পের বিকাশে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান

দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন বা স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০০৯ সাল পর্যন্ত সংস্থাটির তেমন কোন কার্যক্রম ছিলনা। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসবার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক বিএবি-কে গতিশীল ও কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ২০০৯ সালেই প্রথম সংস্থাটির জনবল কাঠামো অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা হয়। সরকারের গৃহীত নীতি কাঠামোর কারণেই দেশীয় এবং বহুজাতিক বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের মাধ্যমে বিএবি দেশে সাযুজ্য নিরূপণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ্যাক্রেডিটেশনকে দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে পরিচিতকরণের লক্ষ্যে বিএবি ২০১১ সাল থেকে প্রতিবছর ৯ জুন বিশ্বব্যাপি বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে আসছে। এ্যাক্রেডিটেশনের গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার ২০১৪ সালে বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবসকে 'গ' ক্যাটাগরিভুক্ত জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

৫.৪.১২.১ বৈদেশিক সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২০১২ সালে অ্যাক্রেডিটেশনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বাণিজ্যে কারিগরি বাধা অপসারণের লক্ষ্যে বিএবি Belarusian State Center for Accreditation (BSCA) এর সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিএবি ও বিএসসি এ'র মধ্যে কারিগরি সহযোগিতার পথ সুগম হওয়াসহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আরো কয়েকটি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫.৪.১২.২ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন

বিএবি ২০১৪ সালে Asia Pacific Accreditation Cooperation (পূর্বে APLAC) এবং International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) এর পূর্ণ সদস্যপদ অর্জনকরে। ২০১৫ সালে টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য APAC এবং ILAC এর সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতি ব্যবস্থা

(Mutual Recognition Arrangement MRA) স্বাক্ষর করেছে। মেডিকেল ল্যাবরেটরি ও পরিদর্শন সংস্থা এ্যাক্রেডিটেশন ক্ষেত্রে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে APAC এবং ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে ILAC এর MRA স্বাক্ষর করে। MRA স্বাক্ষরের ফলে বিএবি'র অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিএবি এ্যাক্রেডিটেড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পণ্য ও সেবার গুণগত মান সনদ বা পরীক্ষণ রিপোর্ট বিশ্বব্যাপি গ্রহণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। এতে করে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার অবস্থান সুসংহত হচ্ছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর শেষে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক বিএবি দেশে Halal Accreditation Scheme চালুকরণ এবং International Halal Accreditation Forum (IHAF) এর সদস্যপদ অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। একইসাথে The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) ও International Accreditation Forum (IAF) এর সদস্যপদ অর্জনসহ Multilateral Recognition Arrangement (MLA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৫.৪.১২.৩ এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান

বিএবি অতি স্বল্প সময়ে মান ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের মাধ্যমে ২০১২ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর একটি খাদ্য-রসায়ন পরীক্ষাগার (INARS) প্রথম এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করে। অতঃপর বিএসটিআই, বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি কমিশন, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরসহ সরকারি, বেসরকারি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগার, মেডিকেল পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে বিএবি'র এ্যাক্রেডিটেশনের আওতায় আসতে থাকে। বিএবি এ পর্যন্ত খাদ্য, মৎস্য, কৃষি, পোশাক রপ্তানি, স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ শিল্প খাতের ৬২ টি টেস্টিং ল্যাবরেটরি, ১৩ টি ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি, ০৩ টি মেডিকেল ল্যাবরেটরি, ১৪ টি পরিদর্শন সংস্থা ও ০৩ টি সনদ প্রদানকারী সংস্থাসহ দেশীয় ও বহুজাতিক মোট ৯৫ টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে। এতে করে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন এবং রপ্তানি বাণিজ্যে কারিগরি বাধা দূরীকরণের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়তার পাশাপাশি রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিএবি'র এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করছেন মাননীয় শিল্প সচিব জনাব কে এম আলী আজম

৫.৪.১২.৪ আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণ

বিএবি APAC, ILAC সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরাম যেমনঃ IAF, SMIIC, IHAF, SAARC Expert Group on Accreditation (SEGA) ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া Standards Malaysia (SM), Norwegian Accreditation (NA), National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), India, PTB-Germany এর সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজ করে আসছে। ফলে বাংলাদেশ আজ মান অবকাঠামো উন্নয়নে উন্নত বিশ্বের কাতারে অবস্থান করছে।

৫.৪.১২.৫ কারিগরি সক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান

বিএবি অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের পাশাপাশি জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17065 এর উপর প্রায় অর্ধশতকের অধিক অ্যাসেসর ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে অবদান রেখে চলেছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে বিএবি'র অংশীজন ও সেবা গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ১৬০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কারিগরি জনবল জাতীয় অবকাঠামো উন্নয়নে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের শিল্প খাতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে। পূর্বে এ ধরনের প্রশিক্ষণ বিদেশ থেকে গ্রহণ করতে হত কিংবা বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা দেশে পরিচালিত হত। এখন বিএবি'র কর্মকর্তাগণ বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষক হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে। এতে একদিকে যেমন বৈদেশিক অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে, অপরদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জলতর হচ্ছে।

৫.৪.১৩ সকল সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি দপ্তর। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে নানামুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নের মহাসড়কে সামিল হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের এ যুগে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প কারখানা/সেবা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরীর পাশাপাশি মুনাফা বৃদ্ধিসহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বর্তমান সরকারের গৃহিত জনকল্যাণমূখী বিভিন্ন কর্মসূচি দক্ষতার সহিত বাস্তবায়ন করছে। এনপিও বাংলাদেশে জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি আর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবেও কাজ করছে এবং বিভিন্ন খাত, উপ-খাত এবং কুটিরশিল্পসহ এসএমই ও শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যুগোপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরি সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

এনপিও কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০০৯ হতে ২০২১ পর্যন্ত বিগত ১২ বছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কর্মকান্ড	অর্জন
১। প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৪৬৯টি, ১৫৬২৬জন
২। কর্মশালার সংখ্যা, অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	৫০ টি, ১৯৯৯জন
৩। গবেষণা প্রতিবেদন	৭৩টি
৪। কারখানায় ফাইভ-এস ও কিউসি সার্কেল গঠন	১০৯টি

৫। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ	৪২৮২৮৫টি
৬। উপদেষ্টা কমিটির সভা	৪৪টি
৭। এপিও প্রোগ্রামে বাংলাদেশ হতে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি (আন্তর্জাতিক)	৪৫৫জন
৮। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সেমিনার/সিম্পোজিয়াম (এপিও এর সহায়তা)	২৮টি
৯। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সেমিনার/সিম্পোজিয়ামেঅংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	৬২৯ জন
১০। টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (এপিও এর সহায়তায়)	২৫ টি
১১। কাইজেন বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৩৪ টি
১২। এপিও - এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট লার্নিং নেটওয়ার্কের আওতায় ডিসটেন্স লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	৪৩ টি

৫.৪.১৩.১ জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ও ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদানের ঘোষণা

বিগত ০২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে এনপিও'র উদ্যোগে হোটেল রুপসী বাংলা, ঢাকায় একটি বহুপক্ষীয় জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বহু পক্ষীয় জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন। তিনি উক্ত সম্মেলনে জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষিখাতসহ শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার জন্য উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব অনুধাবন করে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে রূপদানের লক্ষ্যে ০৩ (তিন) টি ঘোষণা প্রদান করেনঃ

(১) উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা করেন;

(২) জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য প্রতি বছর ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালনের ঘোষণা প্রদান করেন; এবং

(৩) প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেন

বিগত ০২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৫.৪.১৩.২ দেশ ব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন

২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বহুমুখী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উৎপাদনশীলতাকে "জাতীয় আন্দোলন" হিসেবে ঘোষণা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ থেকে বর্তমান সময় দেশব্যাপী ২ অক্টোবর "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন করা হয়।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

৫.৪.১৩.৩ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণানুযায়ী ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও),শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১২ সাল হতে উৎপাদনশীলতাকে "জাতীয় আন্দোলন" হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান ও সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর ০৬টি ক্যাটাগরিতে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদান করে আসছে। শিল্প মন্ত্রণালয় জাতীয় শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এযাবৎ ৬টি ক্যাটাগরিতে ১৩৭ টি শ্রেষ্ঠ শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান এবং সেরা উদ্যোক্তাদের "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়াও উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ এ পর্যন্ত ০৫টি ব্যবসায়ী সংগঠনকে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক Malcolm Baldrige কোয়ালিটি অ্যাওয়ার্ড মডেলের আলোকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা, ২০২০ নামে বাস্তবধর্মী নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যা গত ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে ।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদানের তথ্য-

সাল	ক্যাটাগরি-এ: বৃহৎ শিল্প	ক্যাটাগরি-বি: মাঝারি শিল্প	ক্যাটাগরি-সি: ক্ষুদ্র শিল্প	ক্যাটাগরি-ডি: মাইক্রো শিল্প	ক্যাটাগরি-ই: কুটির শিল্প	ক্যাটাগরি-এফ: রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ,কর্পোরেশন/ সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান	ইনস্টিটিউশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড	মোট
২০১২	১	১	৩	১	১	৩	-	১০
২০১৩	৩	৩	৩	২	৩	৩	-	১৭
২০১৪	মনোনয়ন দেয়া হয়নি							
২০১৫	৩	৩	৩	৩	৩	৩	-	১৮
২০১৬	৩	৩	২	১	-	৩	-	১২
২০১৭	৩	৩	৩	২	২	৩	-	১৬
২০১৮	১৫	৩	৩	২	২	৩	৩	৩১
২০১৯	১৬	৮	২	২	-	৩	২	৩৩
সর্বমোট	৪৪	২৫	১৯	১৩	১১	২১	৫	১৩৭

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ এবং ইনস্টিটিউশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠান

৫.৪.১৩.৪ উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে প্রণিত দশ বছরমেয়াদি মাস্টার প্ল্যান হস্তান্তর

বাংলাদেশের শিল্প, সেবা, কৃষিসহ বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাপানভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) কর্তৃক প্রণিত দশ বছর মেয়াদি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যান ২০২১-২০৩০' হস্তান্তর করা হয়েছে। গত ২২ জুলাই, ২০১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এপিও'র সেক্রেটারি জেনারেল ড. শান্তি কনকতানাপর্ন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনএমপি এর কাছে এটি হস্তান্তর করেন । এতে মাস্টার প্ল্যানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সিঙ্গাপুরের উৎপাদনশীলতা কৌশল বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. টন কিন চাং।

উল্লেখ্য, দশবছর ব্যাপী এ মাস্টার প্ল্যানে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরে তা উন্নয়নের কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ১৯৯৫ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশের শ্রম উৎপাদনশীলতা ৩.৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। একেত্রে এপিও সদস্যভুক্ত এশিয়ার ২০টি দেশের গড় প্রবৃদ্ধি হার ২.৫ শতাংশ। এ মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্যের গুণগতমান, প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হবে। এ মাস্টার প্লানে ২০২১-২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক গড় উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি ৫.৬ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষিখাতে গড়ে ৫.৪ শতাংশ, শিল্পখাতে ৬.২ শতাংশ এবং সেবাখাতে ৬.২ শতাংশ উৎপাদনশীলতা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। দশ বছর মেয়াদি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের ফলে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বেগবান হবে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করে বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা জোরদার হবে। ভবিষ্যতে এনপিও এবং এপিও'র মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও অংশীদারিত্ব বাড়বে ।

এপিও কর্তৃক দশ বছর মেয়াদী মাস্টার প্ল্যান হস্তান্তর

৫.৪.১৩.৫ এনপিও কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ

২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ও সেবা সেক্টরের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন পরিচালিত ১৫৬২৬ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

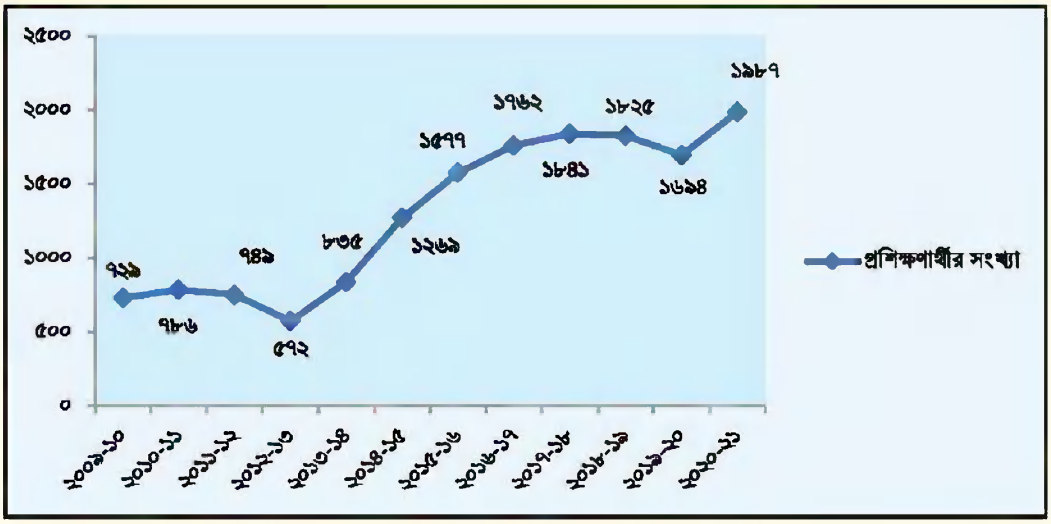

৫.৪.১৪ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)

শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিশেষ ভূমিকা ও অবদান আজ সারা পৃথিবীতে একটি স্বীকৃত বিষয়। উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত নির্বিশেষে পৃথিবীর সব দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) প্রতিষ্ঠা করে। এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের এসএমই খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রণীত এসএমই নীতিমালা-২০১৯, শিল্পনীতি-২০১৬, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১এবং অন্যান্য নীতিমালা, কৌশলপত্র ও সরকারের নির্দেশনার আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফাউন্ডেশন এসএমই-বান্ধব ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি, এসএমই ক্লাস্টার উন্নয়ন, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, অ্যাকসেস টু ফাইন্যান্স ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী-উদ্যোক্তাদেও নিয়ে আসা ও তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক কর্মসূচী পরিচালনা করে যাচ্ছে। সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৪ এর মধ্যে জাতীয় আয়ে (জিডিপি) এসএমই খাতের অবদান বিদ্যমান ২৫ শতাংশ থেকে ৩২ শতাংশে উন্নীতকরণের নিমিত্ত এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে ফাউন্ডেশন কাজ করছে।

৫.৪.১৪.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সময়ে এসএমই ফাউন্ডেশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

• এসএমই ফাউন্ডেশন সারাদেশে ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টার চিহ্নিত করেছে। তন্মধ্যে ৭৫টি ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। ক্লাস্টার সমূহের চাহিদার ভিত্তিতে ক্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বল্প সুদে অর্থায়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৩৩ টি ক্লাস্টারে চাহিদার ভিত্তিতে ৭৯ টি প্রশক্ষিণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি ক্লাস্টারে Common Facility Centre (CFC) স্থাপনের জন্য ফিডিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।

• ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের (এসএমই) উদ্যোক্তাদের পণ্যের বাজার সংযোগ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সর্ম্পূণ দেশীয় পণ্য নিয়ে ফাউন্ডেশনের আয়োজনে জাতীয় ও আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করা হয়। এ

যাবত ৮টি জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় ১৫৬১জন উদ্যোক্তা প্রায় ২১.৮৮ কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় এবং প্রায় ৩৬.৫০ কোটি টাকার অর্ডার গ্রহণ করেন। ৮৬টি আঞ্চলিক (বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে) এসএমই পণ্য মেলায় ৩১৬২জন এসএমই উদ্যোক্তা পণ্য প্রদর্শন করে ২৩.৩৩ কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় এবং ২১.১৪ কোটি টাকার অর্ডার পেয়েছেন। ২০০৮ সাল থেকে ৩৮জন উদ্যোক্তাকে এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২৫জন নারী, ১২জন পুরুষ এবং ১জন তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তা। ১২৭জন এসএমই উদ্যোক্তাকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, আইপিইউ মেলা, সিপিএ মেলাসহ দেশে-বিদেশে (জার্মানি, জাপান, ভারত, চীন, কাতার) আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

• নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও এসএমই উদ্যোক্তাদরে প্রতিযোগীতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ১০৪০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় মোট ৩১,২২০জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৬০% নারী। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সম্প্রতি একটি স্বতন্ত্র এসএমই ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

• ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১টি এসএমই ক্লাস্টার ও ক্লায়েন্টেল গ্রুপের প্রায় ২১০০ জন এসএমই উদ্যোক্তার (৫২০ জন নারী) মধ্যে মোট ১১৫ কোটি টাকা সিঙ্গেল ডিজিট সুদ হারে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা অংশীজনদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগের ফলে পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণে উদ্যোগী হয়েছে।

• ফাউন্ডেশন এসএমই খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধিতে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে বিভিন্ন বিভাগ/জেলা শহরে নিয়মিতভাবে ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন, ফাইন্যান্সিং ফেয়ার, সেমিনার, ঋণ সম্পর্কিত ম্যাচ মেকিং, ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ৮৫টি কর্মসূচি আয়োজন করেছে। উল্লিখিত কর্মসূচি সমূহে প্রায় ৩,০০০ ব্যাংকার ও উদ্যোক্তা অংশ গ্রহণ করেছে।

• ফাউন্ডেশন কর্তৃক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ৩২৮টি এসএমই-বান্ধব বাজেট প্রস্তাব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫৭টি প্রস্তাব আংশিক/সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়েছে।

• নতুন উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে দু'টি বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

• আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মোট ৪,৩৭০ জন উদ্যোক্তা এবং তাঁদের কর্মীদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

• অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে দেশব্যাপী নতুন ব্যবসা তৈরি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা, ব্যবসায়িক তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে ৫৪০০ জন সম্ভবনাময় উদ্যোক্তাকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের পণ্যপ্রদর্শনের জন্য একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

• ফাউন্ডেশন এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ১৭০টি সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। কর্মসূচিসমূহে ১০,২০০ জন এসএমই উদ্যোক্তা ও এসএমই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছে।

• বহিঃ বিশ্বে দেশের এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন কাজকরছে। ইতোমধ্যে বুলগেরিয়া, তুরস্ক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে এসএমই উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য দ্বিপাক্ষিক

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে এসএমই খাতের উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, ডি-৮ ভুক্তদেশ সমূহের সাথে ১টি বহুপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

৫.৪.১৪.২ নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন

- দেশের নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক উইং এর মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করছে। এক্ষেত্রে, নারী-উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও নারী-উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ২৫০টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মোট৭,২৫০জন নারী প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।এছাড়াও,দেশব্যাপী ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, পণ্য বহুমুখীকরণ এবং নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিসহ বিভিন্নকর্মসূচিরমাধ্যমে প্রায় ৫,০০০ নারী-উদ্যোক্তা উপকৃত হয়েছে।
- নারী আইসিটি ফ্রিল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪ জেলায় মোট ৩,০০০ জন নারী আইসিটি উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে।
- দেশের নারী-উদ্যোক্তাদের রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada) এর সাথে ফাউন্ডেশন পাঁচবছর মেয়াদি Women in Trade for Inclusive and Sustainable Growth (WITISG) প্রজেক্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৫.৪.১৪.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম

- এসএমই উদ্যোক্তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ১৮৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৪,২৭১ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮টি অ্যাসোসিয়েশন ও এসএমই ক্লাস্টার এবং ১০০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ওয়েবসাইট তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য ও প্রশিক্ষণ সমূহের নিবন্ধনের জন্য ফাউন্ডেশনের ডিজিটাল সার্ভিস (http://hrd.smef.gov.bd) ২০১৩ সাল হতে চালু করা হয়। প্রশিক্ষণ বিষয়ক এই ডিজিটাল সার্ভিসের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত প্রায় ১৪,০০০ জন সেবা গ্রহণ করে।

৫.৪.১৪.৪ গবেষণা কার্যক্রম

এসএমই ফাউন্ডেশন দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের সুষ্ঠুবিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএমই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে এসএমই খাতের (ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স, হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক, চামড়া, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফ্যাশনডিজাইনিং, সফটওয়্যার এবং ফার্নিচার খাত) ওপর ৮টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। সার্ক ট্রেড প্রমোশন নেটওয়ার্ক (SAARC-TPN) কর্মসূচির আওতায় ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকার সাথে যৌথভাবে ৩টি খাতের (টেক্সটাইল, কিউমিনসিড ও সাইট্রাস) Ici Global value chain বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও, ফাউন্ডেশন কর্তৃক এসএমই ক্লাস্টার ম্যাপিং, এসএমই ভ্যাট ম্যানুয়াল, National Consultation on SME Development, Comparative Study on Clusters and non-clusters Based SME Development in Bangladesh, Development of SMEs in Bangladesh: Lessons from German Experience সহ বাংলাদেশের নারী এসএমই উদ্যোক্তা বিষয়ে ২টি (২০০৯ ও ২০১৭) গবেষণা; ৭,০০০ নারী-উদ্যোক্তাদের তথ্য

সম্বলিত এসএমই উইমেন ডিরেক্টরি; ব্যবসায় নির্দেশিকা (বিজনেস ম্যানুয়াল), ৩টি খাতের (পাট, চামড়া ও হালকা প্রকৌশল) প্রোডাক্ট ডিরেক্টরি; এবং অন্যান্য বিষয়ে মোট ৩০টি বই প্রকাশ করা হয়েছে।

বর্তমানে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক নিম্নলিখিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে:

- Impact of Covid-19 on SMEs in Bangladesh;
- Business Opportunities of Plastics Recycling Industries in Bangladesh;
- Prospects of Garments/Textile Waste to Create Innovative Entrepreneurs;
- Industrial Subcontracting in Bangladesh; and
- Green SMEs for Sustainable Economic Development in Bangladesh.

এছাড়া, ফাউন্ডেশন নিয়মিত International Journal of SME Development (IJSMED) শীর্ষক জার্নাল নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে। এ যাবত জার্নালের ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত সম্বলিত স্টাডি
Women enterpreneurs in SMEs; Bangladesh perspective
শীর্ষক বই এর মোড়ক উন্মোচন

৫.৪.১৪.৫ ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট এপ্রোচ

দেশব্যাপী চিহ্নিত ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টারে উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসএমই এক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ পর্যন্ত ৩৩টি ক্লাস্টারের চাহিদার ভিত্তিতে ক্লাস্টার ভিত্তিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বল্প সুদে অর্থায়ন, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ইত্যাদি কর্মক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। নিম্নে চামড়া শিল্পের একটি ক্লাস্টারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টার, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টার টি ভৈরব উপজেলা পরিষদ এর সদর দপ্তর এলাকাসহ আশপাশের ৫-৬ কিলোমিটার এলাকাব্যাপি অবস্থিত। রাজধানী ঢাকা, বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য এলাকার সাথে সড়ক ও রেলপথ যোগাযোগ রয়েছে এই ক্লাস্টারের। ১৯৮৯ সালে শুরু হয়ে এখন এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাদুকা শিল্প ক্লাস্টার। বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি এই ক্লাষ্টার দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এখানে আনুমানিক ৩৫০০-৫০০০ কারখানা রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) লোকবল কাজ করছে। দেশের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উক্ত ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারের প্রধান পণ্য পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের পাদুকা (সেন্ডেল), এছাড়া ও এই ক্লাষ্টারে কেডস ও সু-জুতা উৎপাদিত হয়ে থাকে। উক্ত ক্লাষ্টারে চামড়া, পেষ্ট, সলিউশন, রেক্সিন, ফোম, রাবার, সূতা ও রং ইত্যাদি প্রধান কাচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টারের অধিকাংশ কারখানা মালিকের নিজস্ব শো-রুম বা বিক্রয় কেন্দ্র নেই। তারা সাধারণত বাজারের পাইকার / আড়তদার গণের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে থাকে। তবে কিছু কিছু কারখানা মালিক সরাসরি বড় ব্রান্ড কোম্পানী গুলোকে (যেমন ঃ এপেক্স, বাটা ইত্যাদি) পণ্য সরবরাহ করে থাকে। তবে কিছু কিছু উদ্যোক্তা মধ্যসত্ব ভোগীদের দ্বারা সাব-কন্ট্রাক্টিং এর মাধ্যমে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে থাকে। উদ্যোক্তাগণের দাবি সরকারি উদ্যোগে ভৈরবে একটি পাইকারি পাদুকা বাজার স্থাপন করা হলে সাধারণ কারখানা মালিকগণ উপকৃত হবে। এছাড়াও কারখানা মালিকগণ সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী ক্রেতাগণের কাছ থেকে অর্ডার / ক্রয়াদেশ সংগ্রহ করে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পাদুকা উৎপাদন ও সরবরাহ করে থাকে।

৫.৪.১৫ শিল্প খাতে নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এর কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩.১২ তে নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের নানামুখী উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে গৃহীত "শেখ হাসিনার দশটি উদ্যোগ" শীর্ষক কর্মসূচীর অন্যতম একটি উদ্যোগ হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। এ পরিপ্রেক্ষিতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শনকে ধারণ করে শিল্পখাতে নারীর অংশগ্রহণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) নানাবিধ কারিগরি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘরে ঘরে চাকরি প্রদান করার যে প্রতিশ্রুতি ছিল তদানুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০০৯ সালে "হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাক এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন" (Self-Employment and Poverty Alleviation) (SEPA) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ প্রকল্প সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র ও অসহায় যুবক/যুবতীদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১০৭৮৪ জন নারীকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষ করে তোলা হয়েছে। প্রশিক্ষণের পর এসব প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে ৪৫৩৫ জন নারীকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে অর্থনীতির মূলধারায় নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে প্রকল্পটি নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য দূর করতে ভূমিকা রেখেছে।

সেপা প্রকল্পের আওতায় নারীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ

এছাড়াও, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিসিক এবং এসএমই ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ নারী কর্মী এবং নারী উদ্যোক্তা তৈরি করতে কাজ করে যাচ্ছে। বিসিক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হস্তশিল্প ও কারুশিল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান। এ সকল প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই নারী যারা পেশাজীবী এবং উদ্যোক্তা হিসেবে সাফল্য অর্জন করছেন নানা খাতে। পাশাপাশি, এসএমই ফাউন্ডেশন তারা নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের নারী উদ্যোক্তাদেরকে সংগঠিত করছে। এ সব কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে, নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, উইম্যান চেম্বার/ট্রেডবডিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকার উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা, নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন ও নারী উদ্যোক্তা পণ্য মেলা আয়োজন এবং জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।

সফল নারী উদ্যোক্তা রেজবিন বেগম এর গল্প

নারী তুমি এগিয়ে চলো সম্মুখপানে, সফলতা তোমার অপেক্ষায়। এই মন্ত্রে বিশ্বাসী সফল এক নারী উদ্যোক্তার নাম রেজবিন বেগম। নানা চড়াই-উৎরাই মোকাবেলা করে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'পিপলস ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস্'এর তৈরি চামড়াজাত পণ্য দেশের বাজার পেরিয়ে আজ আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছেছে।

দেশে এসএমই উদ্যোক্তা তৈরি, চামড়াজাত পণ্য শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি, সর্বোপরি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে রেজবিন বেগম আজ এক সফল ও অনুকরণীয় উদ্যোক্তা। গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি থানার কাতলা মারী খাঁ পাড়া গ্রামে ১৯৮২ সালে জন্ম নেয়া রেজবিন বেগম রাতারাতি সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠেননি। পাড়ি দিয়েছেন দীর্ঘপথ। উচ্চ শিক্ষায় প্রতি আগ্রহী রেজবিন স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং বিষয়ে এমবিএ ডিগ্রি এবং ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেদার ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং বিষয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। ২০০৬ সালে ঢাকার বেগমজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এ শিক্ষক হিসেবে রেজবিন কর্মজীবন শুরু করেন। লেদার ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন নিজেদের মেধা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তাঁরা বিভিন্ন ফুটওয়্যার এবং লেদারগুডস তৈরির কারখানা পরিদর্শন করতে থাকেন। তাঁরা নিজেদের মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

২০১২ সালে রেজবিন স্বামীকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন স্বপ্নের উদ্যোগ 'পিপলস নাইক ইঞ্জিনিয়ারিং'। এই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত 'কাটিং নাইফ' ফুটওয়্যার ও লেদারগুডস এর এক্সেসরিজ হিসেবে খুবই মানসম্পন্ন একটি পণ্য হিসেবে বাজারে পরিচিতি পায়। এই পরিচিতি উৎপাদন বৃদ্ধি সহ নতুন পণ্য তৈরি ও সরবরাহ করার ক্ষেত্রে রেজবিনকে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ২০১৪ সালে একজন কর্মী, একজন সহযোগী, দুইটি মেশিন এবং তিন লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে ঢাকার আগারগাঁয়ে মাত্র ৫০০ বর্গফুটের একটি ঘর ভাড়া করে পিপলস ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস নামে জুতা তৈরির কারখানা গড়ে তুলেন। প্রাথমিক অবস্থায় স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য মাত্র ৭০ টাকা দামের লেডিস স্যান্ডেল তৈরি করে টেবিলে সাজিয়ে প্রতিদিন কারখানার সামনেই বিক্রয় করতেন। উত্তরায় পরিচিত শিক্ষিকা এই উদ্যোক্তার নিকট নতুন নতুন ডিজাইন ও আরও উন্নত জুতার জন্য নারী ক্রেতাদের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। সমান তালে বাড়তে থাকে পাইকারী ক্রেতার সংখ্যা। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে রেজবিন সামনে এগুতে থাকেন। বাড়তে থাকে কারখানা ও উৎপাদনের পরিসর। একটি বহুজাতিক সু-কোম্পানির সাবেক এক কর্মকর্তার একটি বড় অর্ডার রেজবিনের কারখানার উৎপাদনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই অর্ডার এবং যথা সময়ে ডেলিভারি রেজবিনের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে রেজবিনের পিপলস ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস বাটা সুকোম্পানি, এপেক্স ফুটওয়্যার, এজেন্ডার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস, করোনা ফুটওয়্যার, বিএফিলস বিভিন্ন কোম্পানির সাব-কন্ট্রাক্ট হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করে চলেছে। তাঁর আজকের এই অবস্থানের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সহযোগিতা তাঁকে উদ্দীপনা যুগিয়েছে। স্বপ্ন জয়ের পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছেন রেজবিন ও তাঁর প্রতিষ্ঠান পিপলস ফুটওয়্যার লিমিটেড।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২০' গ্রহণ করছেন
পিপলস ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস এর স্বত্বাধিকারী রেজবিন বেগম

৫.৪.১৬ বয়লার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ শিল্প

শিল্পখাতে বয়লার একটি অন্যতম অপরিহার্য যন্ত্র। কিন্তু বয়লার এর নিয়মিত মান পরীক্ষা, পরিদর্শন এবং মনিটরিং না করলে তা শিল্পখাতে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের কর্মপরিধি এবং সক্ষমতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ বয়লার রেগুলেশন' ১৯৫১ সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে এবং ১৯২৩ সালের বয়লার আইনকে সংশোধনের জন্য খসড়া বয়লার আইন ২০২১ অনুমোদনের জন্য মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশে স্থানীয় ভাবে বয়লার নির্মাণের দ্বার উন্মোচিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে পোষাক শিল্পের প্রায় ৯০% কারখানায় স্থানীয়ভাবে নির্মিত বয়লার ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে এবং বয়লার নির্মাণ শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। চাতালে বয়লার দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

(বিসিএসআইআর) কর্তৃক একটি স্বল্প চাপের মানসম্মত বয়লার প্রস্তুতপূর্বক পরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত বয়লারটি নিরাপদ, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব। উদ্ভাবিত বয়লারটি চাতালে ব্যবহার করা হলে দুর্ঘটনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে শিল্পেরএ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি এতদিন অবহেলিত ছিল এবং সেবার মান ও পরিধি কম ছিল।

বয়লারের ছবি

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ২০০৮-০৯ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন

- বয়লার নিবন্ধন করা হয়েছে ৬৫৩০ টি।
- স্থানীয়ভাবে তৈরীকৃত বয়লারের নির্মাণ সনদ প্রদান করা হয়েছে ২২৯৬ টি।
- বয়লার পরিচারক যোগ্যতা সনদ প্রদান হয়েছে ৭০৮১ টি।
- রাজস্ব আদায় করা হয়েছে ৪৯.২৭ কোটি টাকা।
- জনবল ১৭ জন হতে ১৪৪ জনে উন্নীত করা হয়েছে।
- ২০১২ সালে ঢাকা, চট্রগ্রাম ও রাজশাহীতে ৩টি আঞ্চলিক কলকারখানা স্থাপন করা হয়েছে সেবা প্রত্যাশীদের সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার জন্য ২০২০ খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় নতুন ০৭ (সাত) টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনপূর্বক পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ১০ টি আঞ্চলিক কার্যালয় হতে বয়লার সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে সেবা প্রত্যাশীদের সেবা সহজে পাওয়ার শ্রম ও সময় কম লাগছে।
- বয়লার দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিম্নমানের বয়লারের পরিবর্তে মানসম্মত, নিরাপদ, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব চাতালে ব্যবহার উপযোগী বয়লারের ডিজাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- অনলাইনে বয়লার নিবন্ধন ও নবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ই-নথির মাধ্যমে দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ই-নথির মাধ্যমে বয়লার ব্যবহারকারীদের বয়লার চালনার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ জানানোসহ বয়লার ব্যবহারের প্রত্যায়নপত্র প্রেরণ করা হচ্ছে।
- বয়লার ও সনদপ্রাপ্ত সকল বয়লার পরিচারকদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে ওয়েব সাইটে প্রদান করা হয়েছে। ফলে ওয়েবসাইটে বয়লার নম্বর ও সনদপত্র নম্বর ইনপুট করে বয়লার ও বয়লার পরিচারকের সকল তথ্য জানা সহজতর হয়েছে।
- বয়লার ও বয়লার পরিচারকদের তথ্য যাচাইয়ের জন্য বয়লার এ্যাপস তৈরি করা হয়েছে।

"বয়লার ব্যবহার ও পরিদর্শন সহায়িকা"এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রী, শিল্প প্রতিমন্ত্রী ও অন্যান্যরা

৫.৫ জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান

শিল্প ক্ষেত্রে সরকারের দূরদর্শী ও বহুমাত্রিক পরিকল্পনার ফলে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে অর্জিত ২৬.৭৮% এবং তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৫.০০% তে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপির-এর প্রায় ৩৫.০০% জোগানদাতা হচ্ছে বৃহৎ শিল্পখাত, তার মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২৩.৬৬%। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৪টি উপ খাত (১.খনিজ আহরণ, ২. ম্যানুফ্যাকচারিং, ৩. বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ ও ৪. নির্মাণ খাত) নিয়ে গঠিত। তার মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাতের অর্ন্তভুক্ত। বিগত বারো বছরে বাংলাদেশের জাতীয় জিডিপি-তে বৃহৎ শিল্পখাতে ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। জাতীয় জিডিপি-তে শিল্পখাতের এই ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং সাফল্যের মূলে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তা এবং সুযোগ্য নেতৃত্ব।

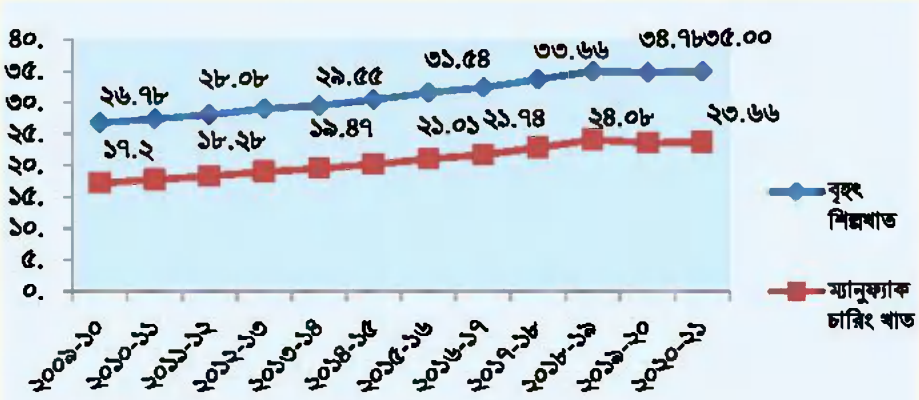

বৃহৎ শিল্পখাত ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপিতে অবদান (%)

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১

৫.৬ সুশাসন প্রতিষ্ঠা

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীতকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। সরকারের কর্মকান্ড দক্ষ, সেবামুখী এবং জবাবদিহিতামূলক একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা ছিল বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার (কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩.৩)। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। এ পরিপেক্ষিতে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪ সালে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১৭ সালে সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বা নাগরিক সনদ ও ২০১৫ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেন। তাই শিল্প মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকান্ডে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন চার্টার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহন ও বাস্তবায়ন করেছে।

৫.৬.১ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকারি কর্মে গতিশীলতা এবং জবাবদিহিতা আনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হচ্ছে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থার প্রবর্তন। এপিএ একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা। এতে প্রতিটি কাজ সম্পাদনের একটি সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। এপিএ অনুযায়ী সেবা সহজীকরণ ও ডিজিটাল সেবা পদ্ধতি চালু করার ফলে সেবাগ্রহীতাগণ দ্রুত সেবা পাচ্ছেন। যে সকল তথ্য ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে সরবরাহ করা সম্ভব তা সংশ্লিষ্ট ওয়েব পোর্টালে সংযোজন করা হয়েছে। ফলে জনসাধারণ ঘরে বসেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন। এপিএ-তে সিটিজেনস চার্টার হালনাগাদ করণ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও সেবা গ্রহীতাদের মতামত গ্রহণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এসব বাস্তবায়নের ফলে সেবার মান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীনদপ্তর/সংস্থা কতৃক বছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫১টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ২৩তম স্থান অধিকার করেছে। উল্লেখ্য যে, গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ছিল ৪৫ তম। এপিএ-তে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাসমূহ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে শিল্প মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করছে।

৫.৬.২ ওয়ার্কিং এপিএ (Working APA)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) যথাযথভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুবিভাগওয়ারী বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণপূর্বক ওয়ার্কিং এপিএ)ড়িৎশরহম অচঅ) প্রণয়ন করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার প্রতিটি কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কোন অনুবিভাগ/কর্মকর্তা ভদারক করবে তাও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। প্রতিমাসে সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ প্রধানগণ ওয়ার্কিংএপিএ-তে উল্লিখিত নিজ নিজ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং সার্বিক বিষয়ে পর্যালোচনান্তে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫.৬.৩ মন্ত্রণালয় সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা (IAP) প্রণয়ন

শিল্প মন্ত্রণালয় এপিএ এর আলোকে সরকারের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা (IAP) প্রণয়ন কার্যক্রম চালু করেছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্টকর্মকর্তা/ কর্মচারীর এক (০১) বছরের সম্পাদিতব্য কর্মকান্ডের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাকে ব্যক্তি কেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা বলে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা অবশ্যই উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ই সর্বপ্রথম মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। IAP বাস্তবায়নের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে সকলের মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পন্ন করার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর/সংস্থায় এপিএ, ওয়ার্কিং এপিএ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা ও শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ফলে সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি খাতে এটি একটি ইতিবাচক পরিবর্তন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শীর্ষক বুকলেট

৫.৬.৪ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও এ সংক্রান্ত বুকলেট প্রণয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার অন্যতম প্রয়াস হচ্ছে সুশাসনকে জনপ্রশাসন থেকে জনসেবায় রূপান্তরে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন। এরই ধারবাহিকতায় সকল মন্ত্রণালয় সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন করেছে। সেবা প্রদানের জন্য সিটিজেনস চার্টার হালনাগাদকরণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সেবা গ্রহীতাদের মতামত গ্রহণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এসব বাস্তবায়নের ফলে সেবার মান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিসমূহ সমন্বিত করে একটি বুকলেট প্রকাশ করেছে যেটি একটি হ্যান্ডবুক হিসেবে ব্যবহার উপযোগী এবং যার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসনের অন্যান্য সকল অনুষঙ্গ, যেমন-স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সেবাপ্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার, অভিযোগ

প্রতিকার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা, জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে।

মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত বুকলেট

৫.৬.৫ শুদ্ধাচার কৌশল

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতা বোঝায়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করে চলছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা দক্ষতার সংঙ্গে বাস্তবায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়কে যৌথভাবে ২য় স্থান অর্জনের ঘোষণা প্রদান করে।

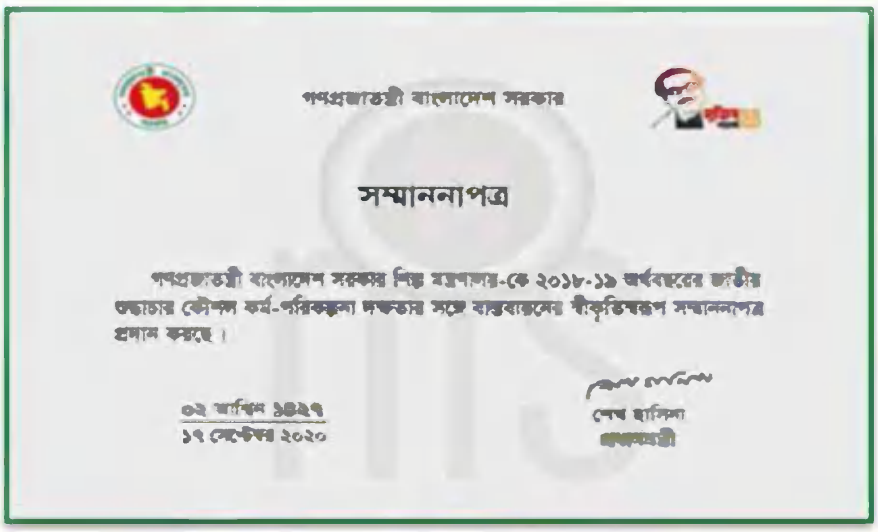
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্মাননাপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিল্প মন্ত্রণালয়-কে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননাপত্র প্রদান করছে।

০২ আশ্বিন ১৪২৭
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী

৫.৬.৬ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক। জনগণের নিকট জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহত করণের মাধ্যমে ভোগান্তি বিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। জনসেবার সংগে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে প্রতিশ্রুত সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং সেবা ও পণ্যের মান সম্পর্কে নাগরিকের অসন্তুষ্টি বা সংক্ষুব্ধতা থেকে অভিযোগের উৎপত্তি হতে পারে। শিল্প মন্ত্রণালয় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার কার্যক্রম সুসংহত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, সভা অনুষ্ঠান এবং প্রচারণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

৫.৬.৭ ই-ফাইলিংএ সাফল্য

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত একটি অন্যতম কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা (কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩.২১)। এ পরিপ্রেক্ষিতেই-ফাইলিং বা ইলেক্ট্রোনিক প্রক্রিয়ায় নথি নিস্পন্ন এবং কর্মসম্পাদন করা একটি অন্যতম ডিজিটাইজেশন উদ্যোগ। শিল্পমন্ত্রণালয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরেই-নথি বাস্তবায়নে ছোট ক্যাটাগরিতে ১ম-৫ম স্থান এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ম-৪র্থ স্থান অর্জন করে আসছে। এটুআই হতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মধ্যম ক্যাটাগরির ১৫টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ২০২০ সালের ১ম ৬ মাসের মধ্যে ফেব্রুয়ারি বাদে বাকী ৫মাসেই শিল্পমন্ত্রণালয় শীর্ষস্থান অর্জন করেছে।

৫.৬.৮ ই-সেবা ও ইনোভেশন

শিল্প মন্ত্রণালয় প্রতি বৎসর সেবাগ্রহীতাদের দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ই-সেবা ও ইনোভেশন বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়াও কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সেবাপ্রক্রিয়া সহজিকরণ (Service process simplification/SPS) এবং ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। যেমন: পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে জাহাজ আমদানির এনওসি প্রদান, স্টেশনারি মালামালের ইনভেন্ট্রি সফটওয়্যার ও এমআইএস রিপোর্ট আর্কাইভ সিস্টেম তৈরি ইত্যাদি ।

৫.৭ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

"এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে কাজ করছে। এসডিজি অভীষ্ট ৯ বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয় এসডিজি-এর ৪টি টার্গেট এর ক্ষেত্রে নেতৃত্ব (লিড), সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে যৌথভাবে ২টি টার্গেট এর ক্ষেত্রে সহ-নেতৃত্ব (কো-লিড) এবং ৪৪টি টার্গেট এর ক্ষেত্রে সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে। এসডিজি এর অভীষ্টসমূহ অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নির্দিষ্টকরণ এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক'Mainstreaming SDGs for the Ministry of Industries' শিরোনামে একটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত পুস্তকে Role of the Ministry of Industries in achieving SDGs, SDG and Industrial Policy 2016 , Alignment of SDG with APA and Election Manifesto 2018, SDG Localization, Strategy to implement SDG Action Plan and Priority Indicators, Leave no one behind, Inclusion of 5Ps (People, Planet, Prosperity, Peace & Partnership), Environmental Protection for Sustainable Industrialization, Implementation of 3Rs (Reuse, Reduce & Recycle), Waste and Water Management in Industrial Sector, Fostering Green Innovation ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের (Industry 4.0) পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম ঘন অর্থনীতি হিসেবে বাংলাদেশকে কী কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তা নির্ণয় করে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে এসডিজি অভীষ্ট ৯ বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারনে বইটি একটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে। এর পাশাপাশি, শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে

কর্মশালা/সভা/সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজনের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার এসডিজি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট এবং বিকল্প ফোকাল পয়েন্টদের এসডিজি বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের In-House প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এবং প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে এসডিজি সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি SDG বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিদেশ প্রশিক্ষণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এসডিজি সংক্রান্ত বুকলেট

৫.৮ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন

দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তর করতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বা উন্নয়ন বাজেট। উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, দেশীয় শিল্প অবকাঠামো উন্নয়নে বিগত ১২অর্থবছরে এডিপি/আরএডিপিতে প্রকল্প সংখ্যা ও অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ২২টি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮ এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৭৯.৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, ২০২০-২১ অর্থ বছরে এ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৪২.৫৫ কোটি টাকা অর্থাৎ বিগত ১২ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমান হল প্রায় ১০ গুণ। বিগত ১২ অর্থবছরের আরএডিপি প্রাপ্ত বরাদ্দ ও এর বিপরীতে ব্যয় নিম্নের গ্রাফে উপস্থাপন করা হল।

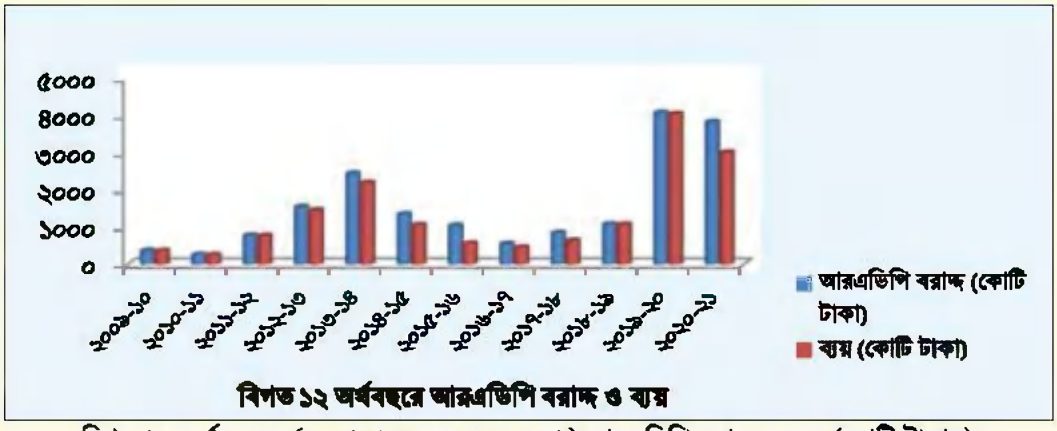

বিগত ১২ অর্থবছরের (২০০৯-১০ হতে ২০২০-২১) আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় (কোটি টাকায়)

অন্যদিকে উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও দক্ষতা পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা কালীন সময়ে ই-নথি ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৯.১৭% এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ছিল ৯৯.৩০%। আরএডিপি বাস্তবায়নে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০২০অর্থবছরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। বিগত ১২ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার ও প্রকল্প সংখ্যা নিম্নের চিত্রে উপস্থাপন করা হল।

বিগত ১২ অর্থবছরের (২০০৯-১০ হতে ২০২০--২১) আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার ও প্রকল্প সংখ্যা

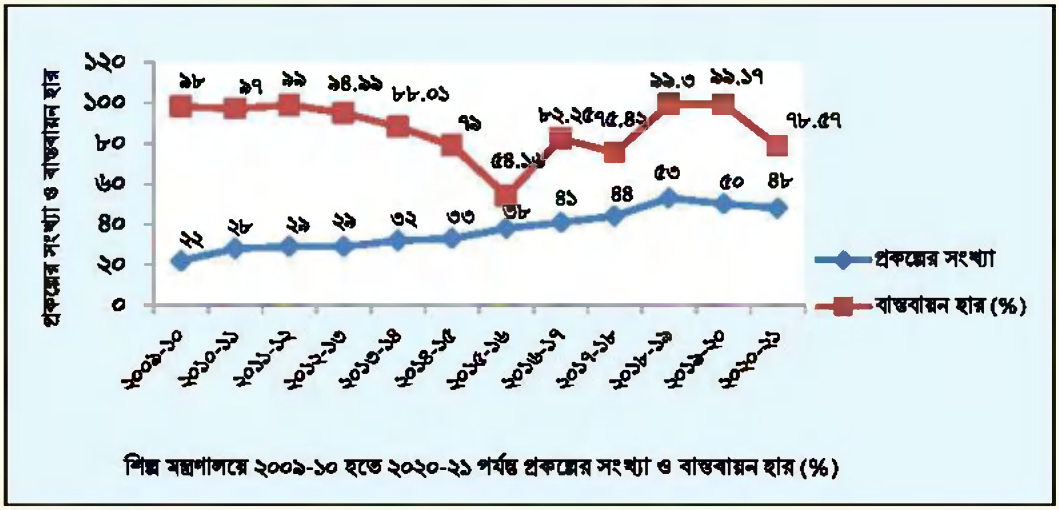

৫.৯ মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

সরকার ১৭ই মার্চ ২০২০ হতে ১৭ই মার্চ ২০২১ সময়কালকে মুজিববর্ষ ঘোষণা করেছে। পরবর্তীতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মুজিববর্ষের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৪/০২/২০১৯ তারিখ 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি' এবং 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক শিল্প মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণপূর্বক বুকলেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

৫.৯.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের লবিতে এবং মন্ত্রণালয় চত্বরের ভবনের ২টি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়। ১৭মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার,এমপি এর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে যথাযোগ্য মর্যাদায় পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ম্যুরাল দুটি'র শুভ উদ্বোধনকরা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মুখে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীচতলায় লবিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল ও টেরাকোটা

৫.৯.২ শিল্প মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও আদর্শ এবং তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবন সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সকলকে অবহিত করণ এবং দেশ গড়ার কাজে তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রচিত পুস্তকসমূহ, বিশেষ করে জাতির পিতা শিল্প মন্ত্রী থাকাকালীন সমসাময়িক ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত ছবি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু কর্ণারে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড় পোট্রেট স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করছেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী,মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী ও শিল্প সচিব

৫.৯.৩ গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ

মুজিববর্ষে "দেশের কেউ গৃহহীন থাকবে না" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অভিপ্রায়কে গুরুত্ব দিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সহায়তায় মোট ৮৫,৫০,০০০/- (পঁচাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)টাকার সংস্থান করা হয়। উক্ত অর্থের চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

গৃহহীনদের গৃহনির্মাণের জন্য মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী এবং শিল্প সচিব
কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে চেক হস্তান্তর

৫.৯.৪ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার, ২০২০ প্রদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে স্মরণ করার লক্ষ্যে শিল্পখাতে সফল উদ্যোক্তা /প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান , প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিতকরণে পুরস্কার প্রদানের জন্য নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী ৭ ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে (বৃহৎ শিল্পে ৪টি, মাঝারি শিল্পে ৪টি, ক্ষুদ্র শিল্পে ৩টি, মাইক্রো শিল্পে ৩টি, হাইটেক শিল্পে ৩টি, হস্ত ও কারু শিল্পে ০৩টি এবং কুটির শিল্পে ০৩টি) 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার, ২০২০' প্রদানের জন্য মনোনীতকরে ২৮-১১-২০২১ তারিখে প্রদান করা হয়েছে।

৫.৯.৫ বৃক্ষ রোপন ও অন্যান্য গৃহীত কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে বছরব্যাপী শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক এর আওতাধীন বিসিআইসি, বিটাক, বিএসএফআইসি, বিএসইসি, বিএসটিআইসহ বিসিকের সারাদেশের কার্যালয়সমূহের অব্যবহৃত স্থানে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ২,১৫,৪৩৫টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত ডায়েরি, ক্যালেন্ডারসহ সকল প্রকাশনা, চিঠি-পত্রাদি এবং ব্যানার ও ফেস্টুনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে। মুজিববর্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের শ্লোগান হিসাবে 'মুজিববর্ষের দর্শন, টেকসই শিল্পায়ন' শ্লোগান সকল চিঠিপত্রে, খামে, ডি.ও. লেটার প্যাডে এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহার করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর স্মারক হিসাবে মুজিববর্ষ লোগো সংবলিত কোর্ট পিন প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে। চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৫.১০ করোনা ভাইরাসজনিত সংকট মোকাবেলায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্ম উদ্যোগ

৫.১০.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন

করোনা ভাইরাসজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলের জন্য পালনীয় ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন। অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পসমূহকে সচল রাখার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে সকল নির্দেশনা বাস্তবায়নযোগ্য তা চিহ্নিত করে প্রতিটি নির্দেশনার বিপরীতে কর্ম-কৌশল এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্ধারণ করে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করে। যার ফলে সারের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেও বিসিআইসি'র আওতাধীন ০৪টি ইউরিয়া সার, ০১টি টিএসপি সার, ০১টি ডিএপি সারসহ ০১টি সিমেন্ট কারখানা ও ০১টি পেপার মিল চালু রয়েছে। বর্তমানে বিসিআইসি'র কারখানা ও বাফার গুদামসমূহে পর্যাপ্ত ইউরিয়া সারের মজুদ রয়েছে।

বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত চালু শিল্প ইউনিটসমূহে নিত্য প্রয়োজনীয়, করোনা প্রতিরোধকমূলক ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বিসিক প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় প্রশাসন ও মালিক সমিতির সাথে সমন্বয় করে স্বাস্থ্য বিধি অনুযায়ী করোনা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে উৎপাদন ও সরবরাহ চলমান রাখা হয়েছে। বিসিক শিল্পনগরীসমূহে পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্টস, স্যানিটাইজার, মাস্ক ও ঔষধ সামগ্রী, মেডিক্যাল অক্সিজেন, স্যালাইনের প্যাকেটসহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ উৎপাদন অব্যাহত রাখা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারখানাসমূহে উৎপাদন অব্যাহত থেকেছে, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা চালু রাখার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারিসহ সকল শিল্পখাতকে গতিশীল রাখার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এর ফলে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিসিআইসি এর প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং বিসিক এর ৭৯টি শিল্পনগরীতে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে পূর্ণ মাত্রায় উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে যা দেশের পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

৫.১০.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন

করোনা ভাইরাসের কারণে শিল্পখাতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪-৫% সুদে বৃহৎ শিল্পে (উৎপাদন ও সেবা) ৩০,০০০ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (উৎপাদন ও সেবা) ২০,০০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের জন্য বরাদ্দকৃত ঋণ বিতরণ একটি কমিটির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান করছে। করোনা ভাইরাস জনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে শিল্পখাতের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে করোনা পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত এসএমই উদ্যোক্তাগণ যাতে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন, সেলক্ষ্যে এসএমই উদ্যোক্তা, মালিক, এসোসিয়েশনসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও যোগাযোগ সাধিত হয়েছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়াও অতিক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের ঋণ কর্মসূচির আওতায় আনার জন্য বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে যথাক্রমে ৬০০ ও ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য সচিব, অর্থ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

- ❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের প্রতি সরকারি কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা বিবেচনায় রেখে মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয়প্রতিমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছা, নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় এবং সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বদান, মনিটরিং এবং সময়োপযোগী নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ সাধারণ সময়ের চেয়েও বেশি দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সাথে করোনাকালীন অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় কাজ করেছেন।
- ❖ শিল্প মন্ত্রণালয় একেবারে শুরু থেকেই পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জরুরি ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড যাতে সম্পাদন করা যায়, মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা যায় এবং বাসায় বসে ডিজিটালি কর্মসম্পাদন করা যায় এজন্য প্রয়োজনীয় অফিসিয়াল প্রস্তুতি, ভার্চুয়াল অবকাঠামো, লজিস্টিক সাপোর্ট, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সাধারণ ছুটি কার্যকর হওয়ার পূর্বেই সম্পন্ন করা হয়।
- ❖ করোনার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে শিল্পখাতের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নসহ ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য নির্দেশনাসমূহ পরিকল্পিত উপায়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

❖ উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে সচল রাখা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন অব্যাহত রাখাসহ বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে (অনলাইনে) যাবতীয় দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, সরকারের নির্দেশনার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় বেসরকারি খাতের সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান যথা ইউনিলিভার, লাফার্জ সিমেন্ট, কোকা কোলা ইত্যাদি-কে স্বাস্থ্যবিধি মেনে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনায় পরামর্শ ও সহযোগিতা করছে।

❖ মন্ত্রণালয়ের এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের প্রবেশপথে, লিফটে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে 'No Mask No service'এবং 'Wear Mask, Get Service'শীর্ষক স্টিকার ও প্রচারণাপত্রের মাধ্যমে সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

❖ শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশি নাগরিকদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট হাসপাতাল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তথায় তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দেশে করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই অফিস চলাকালীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গ্লাভস ও মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে। অফিস চলাকালীন ফ্রন্ট ডেস্ক, সম্মেলনকক্ষ এবং কর্মকর্তাদের কক্ষে হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত এবং মৃতদের রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অন্যান্য অফিস থেকে মন্ত্রণালয়ে আগমনকারী ও মন্ত্রণালয় থেকে অন্যান্য অফিসে গমনকারীদের জীবাণুমুক্ত রাখতে হাত ধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

❖ কোভিড সংক্রান্ত কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং-এর জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। করোনা প্রার্দুভাবে উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিতে শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও কন্ট্রোলরুম চালু করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে করোনার লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে তাকে আইইডিসিআর/সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মাধ্যমে পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে কোয়ারেন্টিনে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মাসিক প্রশিক্ষণে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনলাইনে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে একটি নিয়মিত সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে।

❖ থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপ করে মন্ত্রণালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ৫টি অক্সিজেন সিলিন্ডার সেট সংরক্ষণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রবেশপথে লিফটের পার্শ্বে এবং মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সেন্সরড হ্যান্ড স্যানিটাইজার মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য আলাদা যানবাহনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

❖ ৬৪টি জেলায় ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে অংশীজনদের সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের তালিকা তৈরি করে ঋণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকে সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের আরো তালিকা সংগ্রহ করা হচ্ছে ও সংগৃহিত তালিকা সুপারিশ আকারে ঋণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং কার্যক্রম বেগবান করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

❖ নারী উদ্যোক্তা তৈরিসহ কমিটির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোকে টেলিফোন ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

❖ বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার শতভাগ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৯৬,১৪৬ জনকে ১৫,৩৮৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৯,২২৪ জনের প্রস্তাব বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে। কোভিডকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকল শিল্প কারখানা ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ও সরবরাহ চালু রাখা হয়েছে। বিসিক ও কেরু এ্যান্ড কোং লি.-এর সমন্বয়ে নিরাপত্তা সামগ্রী (হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক ইত্যাদি) উৎপাদন ও সরবরাহ করছে।

৫.১১ উপসংহার

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১২টি দপ্তর সংস্থা শিল্প উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিফলন এবং তাঁর স্বপ্নগুলো বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়েছে তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে বহু অর্থ সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে এবং টেকসই শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সরকারের শিল্পবান্ধব, অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগী আইন ও নীতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। একটি শিল্পোন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বির্নিমানের লক্ষ্যে কার্যকর এ সকল আইন ও নীতি বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও মাইক্রো ও কুটির শিল্পসহ সকল শিল্পের উন্নয়ন, পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পায়নের ধারাকে বেগবান করেছে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্রসহ সকল শিল্পে নারীর কর্মসংস্থান বেড়ে চলছে। ফলে দেশের মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি অভাবনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা পালন করেছেন। সরকারি সহায়ক ভূমিকায় বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে জিডিপি শিল্পের অবদান ২৬.৭৮% থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৫.০০% উন্নীত হয়েছে। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প সহায়ক নীতিকাঠামো, দূরদর্শী পদক্ষেপ ও গৃহীত কার্যক্রমের ফলে শিল্পচালিত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিল্পায়নে দর্শনের মুল ভিত্তি হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন। এজন্য সবুজ শিল্পায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় শিল্পনীতিসহ অন্যান্য নীতি কাঠামো প্রণয়ন করা হচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষায় ইতোমধ্যে সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের শিল্পের কর রেয়াতসহ বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনা, পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব শিল্প নগরী, এপিআই শিল্প পার্ক, পরিবেশবন্ধব ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার কারখানা, শিল্প কারখানা, ইটিপি ও সিইটিপি স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সবুজ শিল্পায়নের ধারা আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। বিগত ১২ বছর আরএডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দপ্তর/সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাঠ পর্যায়ের অফিসে জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। করোনা মহামারি ও মাননীয় প্রধামন্ত্রী ৩১ দফা নির্দেশনার আলোকে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ মাত্রায় উৎপাদন অব্যাহত রাখা হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ চতুর্থ বিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে এর সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে টেকসই শিল্প খাত গঠনে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। শিল্প মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর শিল্প বিষয়ক অভীষ্ট-৯, রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের পথে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে।

অনেক চড়াই-উতরাই সত্ত্বেও বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার পথে। চলমান করোনা সংকটের কারণেও বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক দেশের চেয়ে ভালো করেছে। বঙ্গবন্ধুর প্রোথিত লড়াকু মন নিয়েই তাঁর প্রিয় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের এই উন্নয়নের দলিল বিভিন্ন অগ্রগতি, অর্জন, সাফল্যের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রয়াসকে আরও গতিশীল করবে।

*****

শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.moind.gov.bd